ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

মে, ২০১৭ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

উত্তরণের পথে ভারত

এক নতুন ভারতের গল্প - বেঙ্কাইয়া নাইডু

নজরে গ্রামোন্নয়ন : জোর জীবিকাসংস্থানে - অমরজিৎ সিনহা

রাজকোষ নীতিতে ডিজিট্যাল উদ্ভাবনার প্রভাব - লেখা চক্রবর্তী, সমীক্ষা আগরওয়াল

যুব ভারতের দক্ষতা বিকাশই পাখির চোখ - জিতেন্দর সিং

বিশেষ নিবন্ধ

স্বচ্ছ ভারত মিশন : সবার দায়, দায়িত্বও সবার

পরমেশ্বরণ আইয়ার

ফোকাস

এক দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে

এম ভি ভানুমতী, রোহিত দেও ঝা

দেশের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী

জম্মু ও কাশ্মীরে চেনানি-নাশরি টানেল, হাইওয়ের অন্তর্গত ভারতের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ, সম্প্রতি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী। জম্মু ও কাশ্মীরে উধমপুর এবং রামবাণ, এই দুই স্থানের মধ্যে সব ঋতুতে চলাচল উপযোগী ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই যমজ-পাতালপথ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের "Make in India" এবং "Skill India" উদ্যোগের সার্থক উদাহরণ। এটি কেবল হাইওয়ের অন্তর্গত ভারতের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথই নয়; গোটা এশিয়ার মধ্যেই হাইওয়ের অন্তর্গত সব চেয়ে লম্বা উভয় গতিপথমুখী সুড়ঙ্গপথও বটে। সমুদ্রতল থেকে ১২০০ মিটার উচ্চতায় নির্মিত এই সুড়ঙ্গপথ হিমালয়ের অন্যতম চরম বিপজ্জনক প্রাকৃতিক এলাকার মধ্যে দিয়ে গেছে। এই সুড়ঙ্গপথের দৌলতে এখন জম্মু থেকে কাশ্মীর যাতায়াতের ক্ষেত্রে সড়কপথে ৪১ কিলোমিটার দূরত্ব এড়ানো যাচ্ছে। সময়ও কম লাগছে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। এই যাত্রাপথে আগে প্রায়শই ব্যাপক যানজট লেগেই থাকত। এছাড়াও ঘন ঘন ভূমিধ্বস, তুষারপাত, তীক্ষ্ণ বাঁক, যানবাহন বিকল হয়ে পড়া বা দুর্ঘটনার কারণে ঝক্কিঝামেলা ছিল নিত্যদিনের বিষয়। এবার থেকে এই সব ঝামেলা আর পোহাতে হবে না এই সব রকম আবহাওয়ায় চলাচল উপযোগী সুড়ঙ্গপথের দৌলতে।

২৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ককে চার লেন করার অন্যতম অঙ্গ এই সুড়ঙ্গপথ। একটি ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ দু' লেনের প্রধান সুড়ঙ্গপথ, তার সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থানকারী সম দৈর্ঘ্যের একটি "এসকেপ টানেল"; নিয়ে এর পুরো কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। সুড়ঙ্গপথটির গোটাটা জুড়ে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য অন্তর অন্তর দু'টি টানেল আড়াআড়ি প্যাসেজের মাধ্যমে সংযুক্ত। এ ধরনের প্যাসেজের সংখ্যা মোট ২৯-টি। আচমকা মাঝ রাস্তায় গাড়িঘোড়া বিকল হয়ে পড়লে বা অন্য যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আটকে পড়া যানবাহন ও নিত্যযাত্রীদের নিরাপদে বের করে আনতে কাজে লাগানো হবে এই আড়াআড়ি প্যাসেজগুলি। টানেলটির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দু'টি ছোটো সেতু রয়েছে এবং টোল নাকা-সহ চার লেনের অ্যাপ্রোচ রোড সুড়ঙ্গপথটির উভয় প্রান্তে গিয়ে মিশেছে। সর্বোচ্চ ৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট যান সুড়ঙ্গপথে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে। উচ্চতা যাচাই করার জন্য টানেলের দু' প্রান্তে টোল নাকার ঠিক আগে বিশেষ ধরনের সেন্সর বসানো হয়েছে।

সুড়ঙ্গপথে যথাযথ বায়ু চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র রাখা হয়েছে। প্রতি ৮ মিটার অন্তর টানেলে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের এবং প্রতি ১০০ মিটার অন্তর দূষিত বাতাস বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সুড়ঙ্গপথে বায়ু চলাচল, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, অঘটনের সুলুকসন্ধান, SOS কল বক্স, অগ্নি নির্বাপণ ইত্যাদির এক সম্পূর্ণ সংহত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। নিরাপত্তার উপর আঘাত হানতে পারে এমন যে কোনও বিষয় প্রতিহত করার জন্য অত্যাধুনিক স্ক্যানারের মতো সরঞ্জাম মজুত রয়েছে সুড়ঙ্গপথে। গোটা বিশ্বেই খুব কম সংখ্যক সুড়ঙ্গপথে এ ধরনের সম্পূর্ণ সংহত টানেল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপত্রের সাক্ষাৎ মিলবে।

প্রকল্পটি যথেষ্ট পরিবেশ বান্ধবও বটে। এই সুড়ঙ্গপথের দৌলতে জম্মু-শ্রীনগর যাত্রাপথে যে সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে রোজ, তার দরুন ইন্ধন বেঁচে যাওয়ায় প্রতিদিন প্রায় ২৭ লক্ষ টাকার সাশ্রয় হচ্ছে। গোটা সুড়ঙ্গপথ নির্মাণের সময়ই কোনও জায়গাতেই ব্যাপক আকারে জঙ্গল হাসিল করা হয়নি। এই চেনানি-নাশরি টানেল রাজ্যের অর্থনীতিতে যথেষ্ট অনুকূল প্রভাব ফেলবে। সরকারের "Skill India" উদ্যোগের পথে হেঁটে স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে তথা দক্ষতার মানোন্নয়নের পর তাদের এই সুড়ঙ্গপথ নির্মাণের কাজে লাগানো হয়েছিল। টানেল তৈরির সময় যে শ্রমশক্তিকে কাজে নিয়োজিত করা হয় তার ৯৪ শতাংশই নেওয়া হয়েছিল রাজ্য থেকে। প্রকল্পটিতে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় ২ হাজারেরও বেশি দক্ষ ও অদক্ষ তরুণের কর্মসংস্থান হয়েছিল। এছাড়াও গোটা দেশ থেকে প্রায় ৬০০ থেকে ৯০০ জন মানুষ গত ৪ বছর ধরে ৩ শিফট-এ এই প্রকল্পে কাজ করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই টানেল শুধুমাত্র জম্মু-শ্রীনগরের মধ্যে যাত্রাপথের দূরত্বই কমাবে না; উপত্যকায় পর্যটনের প্রসারেও কার্যকরী হবে তা; তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে তথা রাজ্যের অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করবে। প্রধানমন্ত্রী গোটা টানেলটিই পরিভ্রমণ করেন, খুঁটিয়ে জেনে নেন এর কিছু মুখ্য বৈশিষ্ট্য। সড়ক পরিবহণ ও রাজপথ মন্ত্রকের মন্ত্রী জানান, আগামী দু' বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে হাইওয়ে প্রকল্পে ৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে পড়ছে জম্মুকে ঘিরে রিং রোড, খরচ হবে ২১০০ কোটি টাকা। তা বাদে শ্রীনগরকে ঘিরে ২২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরেকটি রিং রোড তৈরি করা হবে। লেহ ও লাদাখের মধ্য তৈরি করা হবে জোজিলা টানেল; খরচ হবে ৬ হাজার কোটি টাকা। গত ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষেই জম্মু ও কাশ্মীরে ৭২-টি প্রকল্প খাতে ১০১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।❑

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

মে, ২০১৭

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

ফেসবুক : www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- এক নতুন ভারতের গল্প — বেঙ্কাইয়া নাইডু — ৫
- নজরে গ্রামোন্নয়ন : জোর জীবিকাসংস্থানে — অমরজিৎ সিনহা — ১০
- রাজকোষ নীতিতে ডিজিট্যাল উদ্ভাবনার প্রভাব — লেখা চক্রবর্তী ও সমীক্ষা আগরওয়াল — ১৩
- যুব ভারতের দক্ষতা বিকাশই পাখির চোখ — জিতেন্দর সিং — ১৮
- ডিজিট্যাল ভারত : এক যুগান্তকারী প্রকল্প — ওঙ্কার রাই — ২১
- বিশ্বজুড়ে মন্দার বাজারে ভারত এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম — ডি. এস. মালিক — ২৪
- সুষ্ঠু আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাত পর্ব — শিশির সিনহা — ২৮
- মানবোন্নয়ন ছাড়া আর্থিক বৃদ্ধি অর্থহীন — নাতাশা ঝা ভাস্কর — ৩১

বিশেষ নিবন্ধ

- স্বচ্ছ ভারত মিশন : সবার দায়, দায়িত্বও সবার — পরমেশ্বরণ আইয়ার — ৩৬

ফোকাস

- এক দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে — এম. ভি. ভানুমতী এবং রোহিত দেও ঝা — ৪১

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল — ৪৭
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৪৮
- জানেন কি? — সংকলক : যোজনা ব্যুরো — ৫০
- উন্নয়নের রূপরেখা — সংকলক : যোজনা ব্যুরো — ৫১
- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : রমা মণ্ডল — ৫৩
- যোজনা কলাম — সংকলক : যোজনা ব্যুরো — ৭৪

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির গাথা

ভারতের বিবিধ সনাতন গ্রন্থে সুশাসনের দিশানির্দেশ তুলে ধরা হয়েছে; তা সে বৈদিক সাহিত্যই হোক বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। আমাদের প্রাচীন পাঠাংশগুলি সব সময় সমকালীন সরকার দ্বারা রাষ্ট্র/জাতির উন্নয়নের জন্য কল্যাণমূলক উদ্যোগ হাতে নেওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে।

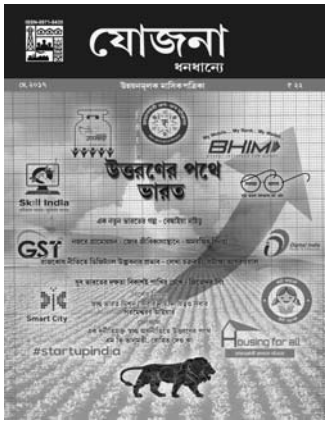

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির কাহিনী কাঁটাছেঁড়া করে দেখা যাচ্ছে, বহু ক্ষেত্রেই অসাধারণ সাফল্যের নজির মিলেছে। তা সে রাজকোষ পুনর্বিন্যস্ত ও মজবুত করাই হোক বা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি; অথবা পরিকাঠামোই হোক বা কৃষি। সরকার সার্বিক বিকাশের ওপর জোর দেওয়ার দৌলতে উন্নয়নের সব এলাকাই আলোর বৃত্তে উঠে এসেছে। শক্তপোক্ত আর্থিক নীতি এবং রাজকোষ পুনর্বিন্যস্ত ও মজবুত করার জন্য "পণ্য ও পরিষেবা কর" (GST)-এর মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ সুনিশ্চিত করছে যে অর্থনীতির ছবিটা উচ্চ হারে স্থায়ী আর্থিক বৃদ্ধির সহায়ক। "এক রাষ্ট্র, এক কর", এই ধারণা কর ব্যবস্থার সরলীকরণের ছবিটিই তুলে ধরে। পণ্য ও পরিষেবার জন্য দেশব্যাপী এক অভিন্ন বাজার গড়ে তোলা এবং ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন ক্ষেত্রকে আরও বেশি প্রতিযোগিতাপূর্ণ করে তুলতে যথেষ্ট সহায়ক এই ধারণা।

বিমুদ্রীকরণের মতো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত তথা আয় ঘোষণা প্রকল্প, বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন ইত্যাদির মতো দুর্নীতি প্রতিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ভ্রষ্টাচার ও কালো টাকার কারবারকে সমূলে বিনাশ করতে। এই সব উদ্যোগ গ্রহণের পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতিকে কালো টাকা ও দুর্নীতির কবলমুক্ত করে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ গঠন ও সেই সূত্রে অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালিত করা। ডিজিট্যাল পেমেন্টের উপযোগী পরিবেশ তৈরি, নগদ বিহীন অর্থনীতিতে উত্তরণ এবং আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে 'স্বচ্ছতা' নিয়ে আসা ইত্যাদিও বিমুদ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের অন্যতম কারণ। মানুষকে নগদ টাকায় লেনদেন কম করতে উৎসাহ জোগাতে "BHIM" অ্যাপ, "RuPay" ডেবিট কার্ড ইত্যাদির মতো বিবিধ ডিজিট্যাল পেমেন্ট প্রকরণ চালু করা হয়েছে।

প্রথমত, দেশের সমস্ত পরিবার যাতে স্বাচ্ছন্দের মধ্যে দিন কাটায়, ভালো থাকে, তার জন্য দেশের নাগরিকদের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোটা যে কোনও নীতি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য নিয়ে গ্রহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন—জনধন যোজনা, সরাসরি উপকার হস্তান্তর (DBT), উজ্জ্বালা যোজনা, পহল (PAHAL) ইত্যাদি কর্মসূচি জনসংখ্যার প্রান্তীয় সীমারেখা পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিয়েছে। সরকারের "Make in India" কর্মসূচির আওতায় ভারতকে একটি উৎপাদন শিল্প ঘাঁটি (Manufacturing Hub) হিসাবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য দেশের ব্যাপক জনসংখ্যাগত সুবিধাকে কাজে লাগানো এবং যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। এই স্বপ্ন পূরণে সরকার "কৌশল ভারত, কুশল ভারত" স্লোগানকে অনুসরণ করে দক্ষতা বিকাশের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। "Start up India", "Stand up India" ইত্যাদির মতো কর্মসূচি ভারতীয় যুব সম্প্রদায়কে জীবিকার খোঁজে বিদেশে পাড়ি না জমিয়ে দেশকেই কর্মভূমি হিসাবে বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করছে। ডিজিট্যাল প্রশাসন এবং ব্যবসাপাতি চালানোকে সহজতর করার জন্য সরকারের তরফে গৃহীত নীতিসমূহ ভারতের বিনিয়োগের গন্তব্য হয়ে ওঠা সুনিশ্চিত করে তুলেছে।

সরকারের আরেকটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি, স্বচ্ছ ভারত মিশন ইতোমধ্যেই এমনকি বিরোধী পক্ষেরও তারিফ কুড়িয়েছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযান দেশের মানুষের মধ্যে, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার এক অভাবনীয় তাগিদ গড়ে দিয়েছে। যত্রতত্র প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দিয়ে নিত্য শৌচালয় ব্যবহারের রেওয়াজ চালু করতে সক্ষম হয়েছে।

অগ্রাধিকারের তালিকার শীর্ষে রয়েছে কৃষক-কল্যাণ, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, কৃষি সিঁচাই যোজনা ইত্যাদি প্রকল্প আমাদের দেশের কৃষিজীবীদের জীবনযাত্রাকে পালটে দিতে সহায়ক হয়েছে। "সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা" এবং 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও" হল আর দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, যা গৃহীত হয়েছে দেশের কন্যাশিশুদের কল্যাণের জন্য, যারা কিনা বহুদিন যাবৎই বিকাশের হাতের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। "অটল পেনশন যোজনা", "জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা" ইত্যাদির মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি আমাদের বয়স্ক নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা জোগাচ্ছে।

পরের পর কেন্দ্রীয় বাজেটে পরিকাঠামো খাতে অভূতপূর্ব বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়েতোলা তথা ভারতকে বিশ্বের উৎপাদন শিল্পের ঘাঁটি হিসাবে চিহ্নিত করতে জোরদার তৎপরতা চালানো হচ্ছে। "স্মার্ট সিটি প্রকল্প", "প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা", "প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা" ইত্যাদি সব প্রকল্পই মূলত পরিকাঠামো ক্ষেত্র ভিত্তিক।

বিশ্ব আজ সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভারতের দিকে তাকিয়ে। আমাদের দার্শনিক ভাবনাচিন্তা, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি অতীতে নিঃসন্দেহে প্রবল প্রশংসা লাভ করেছে। কিন্তু আজকের দিনে ভারত তারিফ কুড়াচ্ছে তার দক্ষতা ব্যাংক, বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা, আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক, শান্তিরক্ষার রণকৌশল ইত্যাদির জন্য। পাশাপাশি ভারতের নীতিসমূহ আজ সর্বত্র ব্যাপক ভাবে গৃহীত। সুদূর অতীতে যে ভূখণ্ড একদা "সাপুড়েদের বিচরণ ভূমি" হিসাবে বাইরের দুনিয়ার কাছে পরিচিত ছিল; আজ সেই ভারতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। ভারতের এই চমকপ্রদ বৃদ্ধির কাহিনীর এখানেই ইতি নয়, তা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একই গতিতে।❑

এক নতুন ভারতের গল্প

বেঙ্কাইয়া নাইডু

"এক মজবুত, দ্রুত গতিতে বেড়ে চলা পণ্য ও পরিষেবার বাজার-সমেত ভারত আজ আমেরিকা ও চিনের বাইরে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। গোটা দুনিয়াই এ বিষয়ে অবগত। গত তিন বছরে নেতৃবৃন্দ নজির বিহীন সাফল্যের ছাপ রেখেছেন একগুচ্ছ ক্ষেত্র জুড়ে। সরকার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা মানুষের মানসিকতা ও দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এটাই সঠিক সময়, এক নতুন ভারতের গল্প শোনানোর। যে ভারত পুনরায় উদীয়মান, যে ভারত দ্রুত সমস্যা কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে, যে ভারতের ছবিটা অত্যুজ্জ্বল।"

বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে ভারত তার আর্থিক বৃদ্ধির কাহিনী নতুন করে লিখছে। নিজের প্রশাসন কাঠামোয় নয়া পরম্পরার নকশা যোগ করছে। রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সুবিধার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে যেভাবে এযাবৎ দেখা হ'ত, সেই পুরোনো ভাবমূর্তি ও ছবি ঝেড়ে ফেলে জোর দিচ্ছে এক **"নতুন ভারত"** হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে।

এক মজবুত, দ্রুত গতিতে বেড়ে চলা পণ্য ও পরিষেবার বাজার-সমেত ভারত আজ আমেরিকা ও চিনের বাইরে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে গোটা দুনিয়াই বিলকুল অবগত। গত তিন বছরে সামনের সারিতে উঠে এসে নেতৃত্বদান করে নেতৃবৃন্দ নজির গড়েছেন একগুচ্ছ ক্ষেত্র জুড়ে। ভারতের সেই পরিবর্তিত চেহারা ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করে চলেছে বর্তমান পরিস্থিতিকে। সরকার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা মানুষের মানসিকতা ও দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। কাজেই এটাই সঠিক সময়, ভারতের সেই সাবেক গতে বাঁধা উপস্থাপনার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার। আর সংকটমুহূর্ত ও বিশ্বব্যাপী মন্দার আশংকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক নতুন ভারতের গল্প শোনানো জরুরি। যে ভারত পুনরায় উদীয়মান, যে ভারত দ্রুত সমস্যা কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে, যে ভারতের ছবিটা অত্যুজ্জ্বল।

শুরু করা যাক সাম্প্রতিকতম পাঁচশো ও হাজার টাকার নোটের বিমুদ্রীকরণের ঘোষণা দিয়ে। কালো টাকা, জাল টাকা ও ভ্রষ্টাচার; এই তিন ভয়াবহ কাঁটাকে উপড়ে ফেলতে গৃহীত সবচেয়ে সুফলদায়ী পদক্ষেপগুলির অন্যতম। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম আড়াই বছরে এই উদ্দেশ্য সাধনে পরের পর যে এক গুচ্ছ উদ্যোগ নেওয়া হয়, তার যুক্তিসঙ্গত চরম পরিণতি হল বিমুদ্রীকরণ। উল্লিখিত এক গুচ্ছ পদক্ষেপের মধ্য পড়ছে সুইস ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতা, কর এড়ানোর প্রতিটি আলাদা আলাদা কেস-এর তদন্তের বিষয়ে দেখভালের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন এবং আয় ঘোষণা প্রকল্প। এই সব পদক্ষেপের দৌলতে কর-রাজস্ব প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকা বেড়েছে। বিষাক্ত কালো টাকার কবল থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার যেকোনও পদক্ষেপ কেবল কর্মদক্ষতার পরিসর বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি কমিয়েই ক্ষান্ত হবে না; বরং সাথে সাথে সরকার যাতে কর হার কমানো ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাতে সুদের হার হ্রাস করার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় পৌঁছাতে পারে, সেই অবকাশ সৃষ্টি করবে। রাজস্ব ঘাটতি এবং আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সঠিক রাস্তায় এগিয়ে দেবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধির সূত্রে। এটাই হল এক **'পুনরায় উদীয়মান ভারত'**-এর গল্প।

বিমুদ্রীকরণ পরবর্তী সময়ে ভারতের ডিজিট্যাল নেতৃত্বের ছবিটা পরিষ্কার নজরে আসে। সেসময় ডিজিট্যাল উপায়ে পেমেন্ট

[লেখক আবাসন ও শহরাঞ্চল দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রক; নগরোন্নয়ন মন্ত্রক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক—এই তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মন্ত্রী।]

উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অতি প্রয়োজনীয় বাড়তি তৎপরতা চালানো হয়। লক্ষ্য ছিল নগদ বিহীন লেনদেনে মানুষকে

সড়গড় করে তোলা; এজন্য নিজেদের সাবেক অভ্যাস পালটে ফেলা যেতেই পারে, এই ধারণাটা এদের মধ্যে চাগিয়ে তোলা তথা ভারতকে এক সীমিত নগদের চলন বিশিষ্ট অর্থনীতিতে বদলে ফেলা। এবং অবশ্যই সেই সূত্রে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি। অত্যন্ত উৎসাহজনক খবর হল, 'BHIM' অ্যাপটি চালু হওয়ার মাত্র দু'মাসের মধ্যে দেড় কোটি মানুষ তা ব্যবহার করছে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় যারা ব্যাংকে খাতা খুলেছেন তাদেরকে সমেত সরকার ইতোমধ্যেই মোট ৩০ কোটিরও বেশি ব্যক্তিকে 'RuPay' ডেবিট কার্ড ইস্যু করেছে ডিজিট্যাল মাধ্যমে লেনদেনের সুযোগ করে দিতে। "লাকি গ্রাহক যোজনা"র আওতায় জিতেছেন কমবেশি সাড়ে বারো লক্ষ মানুষ; ৭০ হাজারের মতো ব্যবসাদার "ডিজিধন ব্যাপার যোজনা"র আওতায় পুরস্কার জিতে নিয়েছেন। "প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা"র আওতায় নিজেদের প্রকৃত আয় ঘোষণার জন্য কর ফাঁকিবাজদের শেষ বারের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। এ থেকে হাতে আসা তহবিল গরিব মানুষের কল্যাণ খাতে ব্যয় করা হবে। এই ডিজিট্যাল বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে দুর্নীতি ও কালো টাকার কারবারের উপর চরম আঘাত হানার এক অসাধারণ সুযোগ আমাদের সামনে এনে দিয়েছে বিমুদ্রীকরণ। অনলাইন দস্তুর অনুযায়ী পেমেন্ট করা হলে নগদ টাকার চাহিদা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যাবে; আর্থিক লেনদেনে ধোঁয়াশার অবকাশ থাকবে কম। আমাদের মধ্যে অনেকেই পেমেন্ট ইত্যাদির জন্য ডিজিট্যাল চ্যানেল ব্যবহারে বেশ দড়। এরকম মানুষদের ওপরই অনভিজ্ঞ নতুনদের সড়গড় করে তোলার দায়িত্ব বর্তায়। আমজনতার জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং ভ্রষ্টাচার ও কালো টাকার কারবারকে সমূলে বিনাশ, এই দুই যুদ্ধে জিততে হলে সমবেত সামাজিক প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে। আর এটাই হল **'ডিজিট্যাল ভারত'**-এর গল্প।

"প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা"র আওতায় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ব্যাংকে সব মানুষের সঞ্চয় খাতা খোলানোর জন্য। পরে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG) বা রান্নার গ্যাসে প্রকৃত সুবিধার হকদারদের কাছে ভরতুকি পৌঁছে দিতে আনা হয় "সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর" (Direct Benefits Transfer—DBT) বা "পহল" (PAHAL) উদ্যোগ। এই দুই কর্মসূচির মধ্যে গাঁটছড়া বেঁধে রান্নার গ্যাসে ভরতুকির টাকা সরাসরি গ্রাহকের ব্যাংকের খাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গরিব

পরিবারগুলির কাছে সুবিধা হস্তান্তরিত করতে এই সংস্কার মূলক উদ্যোগ বিশ্বে সেরা উপায় হিসাবে পরিগণিত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা ধরে। ১৬০০ লক্ষ নথিভুক্ত সুবিধাভোক্তার সৌজন্যে এটি বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম DBT কর্মসূচি। কর্মসূচিটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ভরতুকি সংস্কার। তার অর্থ কিন্তু ভরতুকি বিলোপ করা নয়; বরং যারা ন্যায্য হকদার, তাদের সঠিক ভাবে সনাক্ত করে এই ভরতুকি তাদের হাতে তুলে দেওয়া। আর তা করতে গেলে সবচেয়ে যেটা জরুরি ছিল, তা হল, মূল্য শৃঙ্খল (Value Chain) ব্যবস্থার আদ্যপান্ত জুড়ে তছরূপ এবং ভ্রষ্টাচারের সম্ভাবনা নির্মূল করে গোটা বিষয়টির মধ্যে যথাসম্ভব স্বচ্ছতা নিয়ে আসা। চালু করার পর থেকে এযাবৎকালীন এই প্রকল্প রান্নার গ্যাসে ভরতুকির খাতে সরকারের প্রায় ২২ হাজার কোটির টাকা সাশ্রয় করেছে।

অর্থনৈতিক পরিসরে বিমুদ্রীকরণ ও অন্যান্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে,

সে সবই সর্বজনীন অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে আগ্রাসী উদ্যমের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে গেছে; দেশের প্রতিটি নাগরিককে প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যুক্ত করেছে। এযাবৎকালীন "প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা"র আওতায় প্রায় ২৮ কোটি ১৩ লক্ষ ব্যাংক খাতা খোলা হয়েছে। নগদের চলনহীন অর্থনীতির পথে পাড়ি জমানোর এবং "অর্থনৈতিক অস্পৃশ্যতা" (Financial untouchability) দূর করার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে "প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা"র এই সাফল্য অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা নিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ২০১৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত মিলিত ভাবে যত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল; গত মাত্র শেষ দু'বছরেই তার থেকে বেশি সংখ্যক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলাতে সমর্থ হয়েছে এই প্রকল্প। এই হল **অন্তর্ভুক্ত ভারত**-এর কাহিনী।

"পহল" প্রকল্পের অন্য পিঠে আছে "Give it up" বা স্বেচ্ছায় রান্নার গ্যাসে ভরতুকি ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রচারাভিযান। যেসব LPG গ্রাহকের বার্ষিক উপার্জন ১০ লক্ষ টাকার বেশি, এই প্রকল্প তাদের স্বেচ্ছায় ভরতুকি ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে যে পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হয়েছে, তা ৬৫ লক্ষ নতুন LPG সংযোগ দিতে ব্যয় করা হয়েছে। আর যাদের তা দেওয়া হয়েছে, তারা এর আগে পর্যন্ত জ্বালানি কাঠ বা কেরোসিন স্টোভ ব্যবহার করতেন রান্নার

কাজে। এযাবৎ এক কোটিরও বেশি গ্রাহক স্বেচ্ছায় ভরতুকির সুবিধা ছেড়েছেন। এর ফলে সরকারের রাজস্ব দপ্তরের প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। আর এটাই হল **দুর্নীতির ঊর্ধ্বের ভারত**-এর গল্প।

"Make in India" প্রচারাভিযান, ভারত সরকারের অন্যতম ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প। হাতে নেওয়া হয় মূলত দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথমত ভারতকে বিশ্বের উৎপাদন শিল্পের ঘাঁটি (Global manufacturing hub) হিসাবে গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, সেই সূত্রে সেরা পরিকাঠামো, সেরা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ভারতের সুবিশাল জনসংখ্যাগত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতির পালে হাওয়া লাগিয়ে সেই ফসল ঘরে ওঠানো। ২০১৭ সালের প্রথমদিকেই নেট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)-এর পরিমাণ সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়েছে; ৩.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি খাতের ঘাটতির অর্থসংস্থানের থেকেও তা বেশি। "Make in India" চালু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ বৈদেশিক বিনিয়োগ বেড়েছে ৪৬ শতাংশ। আর এটাই হল **লগ্নিকারী-বান্ধব ভারত**-এর গল্প।

কর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সরলীকরণ, পণ্য ও পরিষেবার জন্য গোটা দেশ জুড়ে এক অভিন্ন বাজার গড়ে তোলা, এবং কর ভিত্তির

পরিসর বাড়ানো ও সেই সূত্রে জবরদস্ত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি; এই লক্ষ্যগুলিকে পাখির চোখ করেই ঐতিহাসিক "পণ্য ও পরিষেবা কর" আইন প্রণয়নের পথে হাঁটা হয়েছে। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির বন্দোবস্ত হবে; মালপত্র পরিবহণ ও মজুত করার খরচখরচা হ্রাস পাবে, কর ফাঁকির ঘটনা কমবে, এবং উৎপাদিত শিল্প পণ্য সস্তা হবে। "এক জাতি, এক কর"; এই স্বপ্ন এখন বাস্তব। সরকারের বিবেচনা ক্ষমতাকে তা এখন সন্দেহের অতীত বলে প্রমাণ করেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ আরোপিত কর, আন্তঃরাজ্য কর, পণ্যসামগ্রী পরিবহনের চড়া ব্যয়, খন্ডিত বাজার; ইত্যাদি যাবতীয় ইস্যুই সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে "পণ্য ও পরিষেবা কর" আইনে। ফলত, GST সূত্রে উৎপাদন শিল্প বা ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে। আমদানির হাত থেকে সুরক্ষা বাড়বে; কারণ GST-তে আমদানি পণ্যের উপর যথাযথ শুল্ক ধার্যের সংস্থান রাখা হচ্ছে। এই হল **আমূল পরিবর্তনের পথে পাড়ি জমানো ভারত**-এর গাথা।

আরও সুদক্ষ এক অর্থনীতির স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলতে দরকার ডিজিট্যাল

পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং ডিজিট্যাল সাক্ষরতার প্রসার। এ জন্য চালু করা হয়েছে ডিজিট্যাল ভারত প্রচারাভিযান। ই-প্রশাসনের সৌজন্যে কর্মদক্ষতা ও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে প্রচুর। এই উদ্যোগ একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এখনও। বিবিধ ভাষায় সব ধরনের মঞ্চ জুড়ে যদি এই প্রকল্পের বিস্তার ঘটানো যায়, পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থার যথাযথ মানোন্নয়ন সম্ভবপর হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগকেও আনুপাতিক হারে বাড়িয়ে দেবে। সরকার পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর গুরুত্ব অনুধাবন করেছে। এজন্যই আমরা আড়াই লক্ষ পঞ্চায়েতকে ইন্টারনেট-এ যুক্ত করে "ভারত ব্রডব্যান্ড" স্থাপন করতে বদ্ধ পরিকর। ৭৬,০৮৯-টি গ্রাম পঞ্চায়েতে অপটিক্যাল ফাইবার পাতার কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে; যার মোট দৈর্ঘ্য ১,৭২,২৫৭ কিলোমিটার। এযাবৎ ১৬,৩৫৫ গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্রডব্যান্ড সংযোগের বন্দোবস্ত করা গেছে। এ হল আরেক প্রস্থ **ডিজিট্যাল ভারত**-এর কাহিনী।

এই সরকারের সঙ্গে বলা যেতে পারে সমার্থক, এমন একটি উদ্যোগ হল স্বচ্ছ ভারত অভিযান। একে আমূল পরিবর্তন আনতে গৃহীত এক পদক্ষেপ হিসাবে ব্যাখ্যান করা যায়। প্রকল্পটিতে এক অত্যুচ্চ এক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের

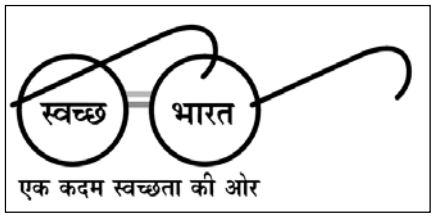

রেওয়াজ বিহীন (ODF) ভারত গঠন। এজন্য এই প্রকল্পের আওতায় পরিকাঠামো গঠন, অর্থাৎ শৌচাগার নির্মাণের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরবর্তী ধাপে সরকার নজর দিয়েছে মানুষের দীর্ঘদিনের গতে বাঁধা সাবেক অভ্যাস পরিবর্তনের দিকে। যত্রতত্র প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়াটা, বিশেষত গ্রামীণ ভারতে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজ প্রায় এক দীর্ঘ দিনের সামাজিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদেরকে শৌচাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলাটাই এখন জরুরি। প্রকল্পটির কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে এযাবৎকালীন ৪ কোটিরও বেশি শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে। ৫৩৭-টি শহর, ১,৮৮,০০৮-টি গ্রাম এবং ১৩০-টি জেলাকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজ বিহীন (ODF) তকমা দেওয়া হয়েছে। আর এটাই হল **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভারত**-এর কাহিনী।

দক্ষতা বিকাশের ময়দানে সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প "প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা" (PMKVY)। উদ্যোগটি চালু করা হয়েছিল বিপুল সংখ্যাক ভারতীয় তরুণ-

তরুণীকে হালের শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা মাফিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা। যাতে করে তাদের সামনে উন্নত মানের জীবিকা অর্জনের সুযোগ আসে। "কৌশল ভারত, কুশল ভারত", এই শ্লোগানকে অনুকরণ করে এযাবৎ মোট ১৯.৮৫ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২.৪৯ লক্ষ যুবাকে কর্মনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া গেছে। অন্য দিকে ৫৯৬-টি জেলা জুড়ে ৮৪৭৯-টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই হল **সুদক্ষ ভারত**-এর গল্প।

"Minimum government, Maximum governance", অর্থাৎ সরকারের আয়তন আড়ে বলে হবে কম, প্রশাসনিক দক্ষতায় সর্বোচ্চ মানের; সরকার এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী। সরকারের পরিবর্তিত কর্ম নীতির মধ্যেই তার সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে। বর্তমান নেতৃত্বের কাজকর্মের এক পেশাদার স্টাইল আছে। সরকারের মধ্যে এক নতুন কর্মসংস্কৃতি চালু করে প্রশাসনকে "কর্পোরেট" মানের করে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও শীর্ষস্থানীয় আমলাদের মধ্যে পর্যালোচনার জন্য নিয়ম করে মিটিং, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত আধিকারিকদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কথাবার্তা চলে। এই রীতি-রেওয়াজ এক নয়া হলমার্ক তৈরি করেছে। এই সরকারের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য, সরকারি ব্যবস্থার সর্বস্তরে যে ভ্রষ্টাচার শিকড় বিস্তার করেছিল, তার মুখে লাগাম পরানো। এছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, যেমন কয়লা ব্লক বরাদ্দ ইত্যাদিতে যে দীর্ঘসূত্রিতা এবং প্রশাসনিক লাল ফিতের ফাঁসের মতো প্রতিবন্ধকতা বজায় ছিল তার বিলোপ সাধন। আর এটাই হল **স্বচ্ছতর ভারত**-এর কাহিনী।

কৃষিক্ষেত্রে "প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা", "প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা", "মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড প্রকল্প", "নিম আবৃত ইউরিয়া", ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের পরিসর বাড়ানোর মতো এক গুচ্ছ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এইসব উদ্যোগ এমনকি মৌসুমি বায়ুর খামখেয়ালিপনার মুখেও এদেশের কিষানদের যথেষ্ট কাজে আসে, তাদের সামনে সুরক্ষার ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে মোটের উপর প্রায় ১৫.৮৬ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি ক্ষুদ্র সেচের জন্য নেওয়া নতুন ধারার "Per Drop More Crop" (অর্থাৎ, সেচের জলবিন্দু পিছু অধিক শস্যের ফলন) কৌশলের প্রয়োগে ক্ষুদ্র সেচের আওতায় আনা হয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ৬.২০ কোটি "মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড" বণ্টন করা হয়েছে। বিমার ছত্রচ্ছায়ায় আনার পরিসংখ্যানের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০১৬ সালের খরিফ মরশুমে ২৩-টি রাজ্যের ৩৯০ লক্ষ কৃষককে এবং ৩৮৬.৭৫ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমিকে বিমার আওতায় নিয়ে আসা হয়। টাকার অঙ্কে এর মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৪১,৮৮৩.৩০ কোটি। ২০১৬-১৭'র রবি মরশুমে, এযাবৎ ১৬৭ লক্ষ কৃষককে এবং ১৯৩.৩৫ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমিকে বিমার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। বিমা রাশির পরিমাণ ৭১,৭২৮.৫৯ কোটি টাকা। জাতির "অন্নদাতা"দের কল্যাণের প্রতি সরকার কী পরিমাণ দায়বদ্ধ, এই সব তথ্য-পরিসংখ্যান তার দলিল।

পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে, হাতে নেওয়া উদ্যোগগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "স্মার্ট শহর প্রকল্প", "AMRUT মিশন", "প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা", "ঋণ সংযুক্ত ভরতুকি প্রকল্প" (Credit Linked Subsidy Scheme), "প্রধানমন্ত্রী সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা", "প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা", "RERA" ইত্যাদি। পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বিকাশে এই সব কর্মকাণ্ড প্রভূত কাজে আসছে।

সরকারের অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে "বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও", "অটল পেনশন যোজনা", "প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা" (PMJJBY), "মুদ্রা (MUDRA) ব্যাংক যোজনা", "সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা", "নয়া মঞ্জিল যোজনা" ইত্যাদি কর্মসূচি সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষের সঠিক ভারসাম্য সম্পন্ন বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হাতে নেওয়া হয়েছে; সে তারা শিশু কন্যাই হোন বা বয়স্ক নাগরিক, কৃষকই হোন বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, শহরাঞ্চলের বাসিন্দাই হোন বা গ্রামের মানুষ। সরকারের এই সমস্ত প্রকল্প সমাজের এই সব স্তরের, সব শ্রেণির মানুষকে ছুঁয়ে গেছে, তাদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করেছে। আর এটাই হল সেই সব গরিব, কিষাণ ও মহিলাদের কাহিনী যারা এক **আমূল পরিবর্তনের পথে পাড়ি জমানো ভারত**-এর থেকে সুফল পাচ্ছেন।

এবার চোখ ফেরানো যাক ভারতের বিদেশ নীতির দিকে। এবিষয়ে সরকার অতি সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এগোচ্ছে। মাত্র দু'বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী ছয় মহাদেশের ৫০-টি দেশে সফর করেছেন। একেবারে প্রথমে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেই সার্ক (SAARC) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শীর্ষ নেতৃত্বদের আমন্ত্রণ জানানোটা সরকারের যাকে বলা যেতে পারে কিস্তিমাত করার মতো চাল ছিল। বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় দিল্লি যে তার প্রতিবেশীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতে ইচ্ছুক, সে বিষয়ে এর ফলে কূটনৈতিক মহল জুড়ে এক স্পষ্ট বার্তা ছড়িয়ে যায়। দ্বিপাক্ষিক সফরের জন্য প্রথম দেশ হিসাবে যখন ভুটানকে বেছে নেওয়া হয়, তার মাধ্যমে সরকারের এই সদিচ্ছার ছবিটা আরও একবার স্পষ্টতর হয়। এছাড়াও এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রতিবেশী সব কয়টি দেশে অন্তত একবার হলেও সফরে গেছেন।

পাকিস্তানের মাটি থেকে যে সব সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটছে, তার প্রেক্ষিতে ভারত নিজের অবস্থানে পরিবর্তন এনেছে। সংযম রক্ষার কৌশল ত্যাগ করে তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরে নিজেদের মতামত জোরালো ভাবে প্রকাশ করছে। ভারত নির্ভেজাল দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। কিন্তু বিদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠক বাতিল করে তথা আঞ্চলিক শীর্ষ সম্মেলন (পাকিস্তানে সার্ক সামিট) থেকে প্রতিবাদসূচক কক্ষত্যাগ করে ভারত ইঙ্গিত দিয়েছে,

ইসলামাবাদ যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার নীতি নিয়ে চলছে তা মেনে নিতে দিল্লি আদৌ রাজি নয়। ভারতীয় সেনার উপর আক্রমণের সমুচিত জবাব দিতে আমাদের সেনাবাহিনীর "Surgical strikes" দিল্লির মনোভাবকে আরও জোরালো ভাবে তুলে ধরেছে। পাকিস্তানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য, বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলিকে ভারত সরব বার্তা পাঠিয়েছে।

বহুপাক্ষিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার জন্য ভারতের তদ্বির অনেক দেশেরই সমর্থন পেয়েছে। পরমাণু সরবরাহ গোষ্ঠী (Nuclear Supplier Group)-তে প্রবেশের জন্যও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। BRICS, SAARC, BIMSTEC ইত্যাদির মতো আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলিতে ভারতের জোরালো অংশগ্রহণের সৌজন্যে বহু সুফল মিলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস শীর্ষ সম্মেলনে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WHO)-র সঙ্গে দর কষাকষির ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক আলোচনার মঞ্চে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির স্বার্থরক্ষায় ভারত নেতৃত্বদানে সমর্থ হয়েছে।

বর্তমান নেতৃত্বের ছত্রচ্ছায়ায় ভারত-মার্কিন সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী নিজেই সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছেন। কুর্সিতে বসার মাত্র প্রথম ২৪ মাসের মধ্যেই তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সাথে ছয় বার সাক্ষাৎ করেন; তিনবার আমেরিকা সফরে যান। দু'দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে। জাপান ও রাশিয়ার মতো ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কেরও আরও উন্নতি ঘটানো হয়েছে। ফলত, দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে চিনের দাদাগিরি চালিয়ে যাওয়ার আশার মুখে জল ঢেলে দেওয়া গেছে। TAPI-র মতো প্রকল্প এবং ছাবাহার বন্দর চুক্তি এই অঞ্চলে চিনের সর্বাধিপত্যের বিরুদ্ধে কার্যকর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দীর্ঘদিনের বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন আরও মজবুত করার পাশাপাশি

ভারতের লক্ষ্য মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ তথা কৌশলগত দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার এমন নতুন শক্তিধর দেশগুলির সঙ্গেও কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপনের দিকে নজর দেওয়া। ভারত নিজেকে এক স্বভাবত যোগ্য নেতৃত্বের আসনে (Natural Leader) দেখতে চায় বলেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে। এটাই হল **ভারত উদয়**-এর কাহিনী।

নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরই হোক বা ইয়েমেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের সংকটে হোক, কাশ্মীরে বন্যাই হোক বা কেরালার মন্দিরে অগ্নিকাণ্ড; সরকার সব সময় মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে ত্রাণ ও উদ্ধারের বন্দোবস্ত করতে। ভারতের "Soft power"-এর আরও এক সার্থক প্রদর্শন ঘটেছে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে "আন্তর্জাতিক যোগ দিবস"-এর মতো ইভেন্ট চালু করতে সমর্থ হওয়া। আর এটাই হল মানুষের **সেবায় নিয়োজিত ভারত**-এর অনন্য কাহিনী।

আগামী বছরগুলিতে জাতির আরও অগ্রগতির লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হবে তার ভিত গড়ে তোলা হয়েছে গত তিন বছর ধরে। এই সব প্রচেষ্টার অধিকাংশই বাড়তি গতি পায় বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যম জুড়ে অতি তৎপরতার সঙ্গে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার দৌলতে। সাংবাদিক সম্মেলন, টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র-পত্রিকা, সোশ্যাল মিডিয়া; বাদ দেওয়া হয়নি কোনও কিছুই। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মানুষের কাছে পৌঁছাতে এগিয়ে আসেন, আকাশবাণীর মাসিক অনুষ্ঠান "মন কি বাত"-এর মাধ্যমে। সরকার, বিরোধী পক্ষ, প্রশাসন, কর্পোরেট দুনিয়া, দেশের নাগরিক—এরা সবাই যদি সম্মিলিত ভাবে প্রচেষ্টা চালায়; তাহলে ভারতের উন্নত রাষ্ট্রের তকমা-সহ বিশ্বে এক "Super Power" হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার স্বপ্ন কেবল সময়ের অপেক্ষা। আর এটাই হল **সংযুক্ত ভারত**-এর গল্প।

আমাদের নিজেদের গল্পটা নতুন করে বলা জরুরি। পশ্চিমের দেশগুলি এতকাল যে রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে ভারতকে দেখত, সেই দৃষ্টিভঙ্গির অবশ্যই রদবদল দরকার। সমাজতন্ত্রের সেই সাবেক দিনগুলির সময় থেকে চলে আসা বস্তাপচা কাঠামোর যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে, তাদের সেটা উপলব্ধি করতে হবে। এই নিবন্ধের আগের অনুচ্ছেদগুলিতে যেসব গল্প বলা হয়েছে তা এই নতুন ভারতের কেবল ঝলক মাত্র। নতুন শক্তিধর ও দৃঢ়সংকল্প এই নয়া ভারত গড়ে উঠেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। আর এটাই হল **মিশন মোদীর সেই কাহিনী**; যেখানে মোদি (MODI) হল "Making of Developing India" বাক্যবন্ধের সংক্ষেপিত রূপ। ❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নজরে গ্রামোন্নয়ন : জোর জীবিকাসংস্থানে

অমরজিৎ সিনহা

গ্রামীণ দারিদ্র্য বহু মাত্রিক। সেই হেতু গরিবির সব মাত্রাকে যুগপৎ কার্যকরভাবে সামাল দেওয়ার দরকারটা বোঝা যায়। ঘরদোর না থাকলে মানুষ গরিব হতে পারে; তারা গরিব হতে পারে কেননা তারা অশিক্ষিত ও অদক্ষ; সম্পত্তি না থাকার দরুন তারা গরিব হাতে পারে; অস্বাস্থ্য হেতু তারা গরিব হতে পারে। হরেক রকম কারণ ও বহুবিধ মাত্রা মানুষের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ করতে কোনও ব্যক্তির সামর্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। মানব উন্নয়ন ও আর্থনীতিক বিকাশের জন্য পরিষেবার নাগাল পাওয়ার মাধ্যমে মানুষের সম্ভাবনা পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে প্রত্যেককে যথাযথ সুযোগ করে দেওয়াটা হচ্ছে গ্রামোন্নয়নের প্রকৃত চ্যালেঞ্জ।

গ্রামোন্নয়ন হচ্ছে টেঁকসই আর্থনীতিক বিকাশ ও মানব উন্নয়নের চাবিকাঠি। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হলে গরিবি কমে সবচেয়ে বেশি, কৃষি ও অ-কৃষি ক্ষেত্রে জীবিকায় বৈচিত্র্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গ্রামের গরিবি ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ ঠিকঠাক সামাল দেওয়ার ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে বিশ্ব শক্তি হিসেবে ভারতের উঠে আসার সম্ভাবনা। এ কারণেই জীবিকাসংস্থান মারফৎ ও পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে মানুষের কল্যাণ কর্মকাণ্ডের চাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুবাদে গ্রামাঞ্চলে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। গ্রামের সকলের উন্নয়নের মাধ্যমেই মানুষের সুস্থায়ী প্রগতি সম্ভব।

গ্রামীণ দারিদ্র্য বহু মাত্রিক। সেই হেতু গরিবির সব মাত্রাকে যুগপৎ কার্যকরভাবে সামাল দেওয়ার দরকারটা বোঝা যায়। ঘরদোর না থাকলে মানুষ গরিব হতে পারে; তারা গরিব হতে পারে কেননা তারা অশিক্ষিত ও অদক্ষ; সম্পত্তি না থাকার দরুন তারা গরিব হাতে পারে; অস্বাস্থ্য হেতু তারা গরিব হতে পারে। হরেক রকম কারণ ও বহুবিধ মাত্রা মানুষের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ করতে কোনও ব্যক্তির সামর্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। মানব উন্নয়ন ও আর্থনীতিক বিকাশের জন্য পরিষেবার নাগাল পাওয়ার মাধ্যমে মানুষের সম্ভাবনা পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে প্রত্যেককে যথাযথ সুযোগ করে দেওয়াটাই হচ্ছে গ্রামোন্নয়নের প্রকৃত চ্যালেঞ্জ।

বার্ষিক ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বাজেট বরাদ্দ নিয়ে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষের কল্যাণ ও রোজগার বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে গরিবির বহু মাত্রাকে সামাল দেয় ও অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলে। সব দপ্তর ও রাজ্য সরকারের বাজেট ধরলে গ্রামাঞ্চলের জন্য বছরে খরচ হয় ৩-৪ লক্ষ কোটি টাকার উপর।

খরা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জল সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়ার দৌলতে এক সংহত কৃষি ব্যবস্থার বিকাশের দিকে নজর দেওয়া সুনিশ্চিত করা গেছে। এই সংহত ব্যবস্থার আওতায় পড়ে শস্য, ফল, ফুল, শাকসবজি ইত্যাদির চাষ; গবাদি পশুপালন তথা অ-কৃষি জীবিকার বিকাশও। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতাধীন সম্পদকে এক জীবিকা সম্পদ হিসেবে দেখা হয়েছে এবং গ্রামের মানুষের জীবিকায় বৈচিত্র্য আনতে তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সম্প্রতি গৃহীত নীতি-নির্দেশিকা অনুসারে এই প্রকল্পের সম্পদ পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে ব্যবহার করা হবে।

মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আর্থনীতিক কাজকর্মে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ জোগায় দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা—জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের ক্ষুদ্র ঋণ পরিকল্পনা। সংখ্যায় ৩১ লক্ষের বেশি এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মহিলা। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান মারফৎ সামাজিক সম্পদ গড়ে তোলার পর এখন এসব গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের সঙ্গে সংযোগ রেখে অর্থনৈতিক কাজকর্মে লাগানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা গত ৩ বছরে ঋণ পেয়েছেন ৮৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। এই ঋণের অনেকখানি তারা কাজে লাগিয়েছেন ভিন্ন

[লেখক পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক, ভারত সরকার-এর সচিব। সরকারের 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' ও 'জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল কর্মসূচি'—এই দুই ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামের দায়িত্বে আছেন। এর আগে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িত 'স্বজল কর্মসূচি'-র সাথে। ই-মেল : secyrd@nic.in)

ধরনের রোজগারে নেমে পড়তে ও আয় বাড়ানোর জন্য। এ ব্যাপারে তারা বেশ সফল। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের সম্পদ ব্যবহারে করা হয়েছে গোরু, ছাগল, মুরগি পোষার জন্য গোয়াল ও চালা তৈরি, ক্ষেতে জল দিতে পুকুর ও কুয়ো খোঁড়ার জন্য। জীবিকায় রকম ফের এনে রোজগার বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য।

গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৬-'১৭-র ফলাফল

২০১৬-'১৭-এ অধিকাংশ গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি বেশ সফল। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়পর্বে দৈনিক ৭৩.৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়। ২০১৪ থেকে ২০১৬, সময়পর্বে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০ কিলোমিটার; ২০১৬-'১৭-এ প্রতিদিন রাস্তা তৈরি হয়েছে ১৩০ কিলোমিটার। এই হিসেব বুঝিয়ে দেয় এই যোজনার কৃতিত্ব। গ্রামীণ আবাসন কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হয়েছিল ইন্দিরা আবাস যোজনায় অসমাপ্ত বাড়িগুলির নির্মাণ সম্পূর্ণ ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এ নতুন বাড়ি তৈরি শুরু করার উপর। প্রধানমন্ত্রী এই 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ'-এর সূচনা করেন ২০১৬-র ২০ নভেম্বর। রাজ্যগুলি জানিয়েছে এই কর্মসূচিতে ৩২ লক্ষ ১৪ হাজার বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০১১-'১৪-র তুলনায় এই সংখ্যা ২-৩ গুণ বেশি। অনুরূপভাবে, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে গড় ২৫-৩০ লক্ষ-এর জায়গায় ২০১৬-'১৭-তে ৫২ লক্ষ কাজ সম্পূর্ণ করা গেছে। প্রকল্পটিতে এই প্রথম ৮৮ লক্ষ সম্পদ জিও ট্যাগড করা হয়েছে। নিচে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-'১৭-তে অর্জিত কিছু বড়ো সাফল্যের উল্লেখ করা হচ্ছে এবার।

☐ প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা :

- ৪৭,৩৫০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি। গত ৭ বছরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি।
- ১১,৬১৪-টি জনপদে রাস্তা তৈরি হয়েছে। গত ৭ বছরের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি। গড়ে প্রতিদিন ৩২-টি গ্রামে রাস্তা তৈরি হয়েছে।
- গ্রামীণ সড়কে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, পরিবেশ দূষণ কমানো, কাজের মরশুম বৃদ্ধি ও খরচ সাশ্রয় করার জন্য এই প্রকল্প "গ্রিন প্রযুক্তি" ব্যবহার করতে এবং রাস্তা তৈরিতে বর্জ্য প্লাস্টিক, জিও টেক্সটাইল, ফ্লাই অ্যাস (তাপবিদ্যুৎ কারখানার ছাই) লোহা ও তামার স্ল্যাগের মতো অচিরাচরিত সরঞ্জাম কাজে লাগাতে জোর উৎসাহ দিচ্ছে।
- গ্রিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৪১১৩.১৩ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

☐ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প—২০১৬-'১৭-তে পরিচালন ব্যবস্থায় রূপান্তর ও জল সংরক্ষণে গুরুত্ব :

২০১৬-'১৭-এ এই প্রকল্পের পরিচালনায় এক অভূতপূর্ব রূপান্তর লক্ষ্য করা গেছে ও সেই সঙ্গে জল সংরক্ষণে অবিরাম জোর দেওয়া হয়েছে। 'এনরেগাসফট'-এ ৮২ শতাংশের বেশি কর্মীর (৯.১ কোটি) আধার নম্বর যুক্ত করা হয়েছে, আধারভিত্তিক পেমেন্ট ব্রিজে আছে ৪.৬ কোটি কর্মী, ব্যাংক/ডাকঘর মারফৎ ৯৬ শতাংশ মজুরি প্রদান, ৮৯ লক্ষের বেশি সম্পদ জিও ট্যাগড, যথোপযুক্ত যাচাইয়ের পর ৯৩ লক্ষ জব কার্ড বাতিল, শুখা অঞ্চলে বহু সংখ্যক খরা প্রতিরোধী জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গরিব এলাকায় জীবিকা নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি ও সেই সঙ্গে চাহিদামাফিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা মারফৎ এই প্রকল্প নিজেকে এক সুপরিচালিত কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রকল্পে ২৩০ কোটি ব্যক্তি দিবস কাজ দেওয়া গেছে, যা কি না সংশোধিত শ্রম বাজেটের চেয়ে বেশি। মোট আপাত ব্যয় ৫৮,০৬৫ কোটি টাকা (কেন্দ্র + রাজ্য)। এই অংক এ যাবৎ সর্বোচ্চ। মজুরি কাজে ৫৬ শতাংশ মহিলাকে নিয়োগও এ পর্যন্ত সর্বাধিক।

খড়াপীড়িত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর জল সংরক্ষণ বিষয়ক কাজকর্মে গতি আসে। প্রকল্পের সম্পদ কাজে লাগিয়ে রাজ্যগুলি জল সংরক্ষণের নানা অভিনব উদ্যোগ নেয়। 'মুখ্যমন্ত্রী জল স্বলম্বন যোজনা'-য় রাজস্থান ৩২০০ গ্রামে জল সংরক্ষণের জন্য ৯২ হাজারটি কাঠামো তৈরি করেছে। ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি রাজস্ব গ্রামে ক্ষেতে জল দেওয়ার জন্য কয়েকটি করে পুকুর কাটা, ক্ষেতে জল দিতে অন্ধ্রপ্রদেশে নীরু চেট্টু প্রকল্প, তেলেঙ্গানায় মিশন কাকতীয়, মধ্যপ্রদেশে কপিলধারা কুয়ো, মহারাষ্ট্রে জলযুক্ত শিবর ও অন্যান্য জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা—সব তাতেই জীবিকা নিরাপত্তায় খরা প্রতিরোধের জন্য প্রকল্পকে সম্পদ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৬-'১৭-তে জল সংক্রান্ত ১৫.৪৭ লক্ষ কাজ সম্পূর্ণ হয়। এর মধ্যে ক্ষেতে জল দেওয়ার পুকুর আছে ৫.৬৬ লক্ষ। ২০১৫-'১৬-তে এই প্রকল্প প্রায় ৯০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করেছে।

এই কর্মসংস্থান প্রকল্প ২০১৬-'১৭-এ পোলট্রি, ছাগলের চালা, গরুর গোয়াল তৈরি, পুকুর ও কুয়ো খোঁড়া, বাড়ি ও শৌচাগার নির্মাণে সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে ১৪.৬১ লক্ষ ব্যক্তির উপকার করেছে। তামিলনাড়ুতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ১১ হাজার গ্রামে উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ৪ লক্ষের বেশি 'ম্যাজিক পিট'। প্রকল্পের অদক্ষ কর্মীদের দক্ষ করে তুলতে গ্রামীণ স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বনিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২৯,৭০৪ জন। কারিগর হতে ৩৮১২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ-এ প্রশিক্ষণ পায় রাজমিস্ত্রিরা।

☐ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ :

প্রধানমন্ত্রী ২০১৬-র ২০ নভেম্বর 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ'-এর উদ্বোধন করেন। নতুন এই গ্রামীণ আবাস কর্মসূচিটি ছকা হয়েছে মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা মেটানোর দিকে লক্ষ্য রেখে। এই কর্মসূচিতে বাড়ি তৈরির জন্য স্থানীয় মালমশলা ও নকশা ব্যবহারের উৎসাহ দেওয়া হয়। তৈরি বাবদ ব্যয় বরাদ্দের অংক বাড়ায় প্রতিটি বাড়িতে রান্নাঘর, শৌচাগার, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জলের বন্দোবস্ত থাকবে। উপকৃতরা তাদের প্রয়োজন মাফিক নিজেদের ঘরবাড়ির প্ল্যান করে নিতে পারবে। উঁচুমানের বাড়িঘর নির্মাণের জন্য গ্রামীণ রাজমিস্ত্রিদের দক্ষতা বাড়াতে চলছে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

কর্মসূচিটিতে ইন্দিরা আবাস যোজনায় ১ থেকে ৪ বছর যাবৎ অসমাপ্ত ৩৬ লক্ষ বাড়ি তৈরির কাজ অধিকাংশ সম্পূর্ণ করার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আগে গ্রামীণ আবাসন কর্মসূচির জন্য প্রতি জেলায় ২ থেকে ২০-টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকত। পরিচালন সংস্কারের অঙ্গ হিসেবে এখন রাজ্য স্তরে আছে একটি নোডাল অ্যাকাউন্ট। এই অ্যাকাউন্ট থেকে 'আওয়াসসফল' পিএফএমএস প্ল্যাটফর্মে বৈদ্যুতিন উপায়ে টাকা সরাসরি পাঠানো হয় উপকৃতের অ্যাকাউন্টে।

এই কর্মসূচিতে ২০২২ সাল অবধি উপকৃতদের বাছাই করা হয়েছে নিরপেক্ষেভাবে। গৃহহীন ও ভাঙ্গাচোরা ঘরবাড়িতে মাথা গুঁজে থাকা মানুষজন তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। কোনক্রমে বেঁচেবর্তে থাকা মানুষ ও

মহিলাদেরই এতে সংখ্যাধিক্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগে টিকে থাকতে সক্ষম বাড়ির নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং রাজ্যগুলি সেই নকশামাফিক ঘরবাড়ি বানাচ্ছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে আছে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক ও অসম। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অসম, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্য ইন্দিরা আবাস যোজনায় অসমাপ্ত বাড়ির অধিকাংশ সম্পূর্ণ করায় বেশ সফল।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ২০১৭-'১৮-এ ৫১ লক্ষ বাড়ি তৈরির আশা রাখে। খুব শিগগির আরও ৩৩ লক্ষ বাড়ি তৈরির মঞ্জুরি মিলবে। ২০১৮-'১৯-এ অনুরূপ সংখ্যক বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা আছে। সব মিলিয়ে ২০১৬-'১৯ সময়কালে তৈরি হবে ১.৩৫ কোটি বাড়ি। ২০২২-এর মধ্যে সকলের জন্য আবাসনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথ এর ফলে সুগম হবে।

☐ দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা—জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন—জীবিকার মাধ্যমে জীবনের রূপান্তরে গুরুত্ব :

মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছে এহেন ৩.৬ কোটির বেশি পরিবারের জীবন ও জীবিকায় এক ফারাক গড়ে দিচ্ছে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা—জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সুবাদে সামাজিক মূলধনে রূপান্তর ঘটেছে। এর ফলে লিঙ্গ বা নারী-পুরুষ সম্পর্কে আসছে পরিবর্তন, মেয়েদের পক্ষে পরিষেবার সুযোগ পাওয়া বাড়ছে। গ্রাম সভা ও পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানে মহিলারা আগের চেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করছে। দক্ষতা অর্জন করে, অর্থনৈতিক কাজে লেগে পড়ার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে মহিলাদের আস্থা জোগাচ্ছে এই কর্মসূচি। নিজেরা গরিবির ফাঁস থেকে বেরিয়ে আসা দেড় লক্ষ মহিলা কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন আজ পরিবর্তনের এজেন্ট বা প্রতিনিধি। টেকসই কৃষি, ব্যাংক পরিষেবার ব্যবস্থা, গৃহপালিত প্রাণির পরিচর্যার জন্য পাড়ার পশু চিকিৎসক বাহিনী গঠন, মহিলা গোষ্ঠীর হিসাবরক্ষণ ও সর্বোপরি গ্রামে সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে তারা দেখাচ্ছে বিকাশের পথ।

২০১১-এ কর্মসূচির সূচনা ইস্তক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীভুক্ত মহিলারা পেয়েছে ১.০৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ। ২০১৪-'১৫-তে ২০ হাজার কোটি থেকে বেড়ে ২০১৫-'১৬-এ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ব্যাংক থেকে পাওয়া ঋণ দাঁড়ায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। ২০১৭-র ফেব্রুয়ারি তক ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকার মতো। আশা করা হচ্ছে, ২০১৬-'১৭-এ ব্যাংক ঋণবাবদ মিলেছে ৩৫ থেকে ৩৮ হাজার কোটি টাকা। ২০১৬-'১৭-এ এই ব্যাংক ঋণ বেশি বেড়েছে অসম, বিহার, ওড়িশা, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি জোরদার হয়ে ওঠায় উত্তর-ভারতের অনেক রাজ্যেও এই ঋণ বাড়ছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে তো এটা ছিল আগে থেকেই।

এই কর্মসূচির আওতাধীন মহিলা কিষান সশক্তিকরণ পরিযোজনা টেঁকসই কৃষির বিকাশের জন্য সাহায্য জুগিয়েছে ৩০ লক্ষের বেশি মহিলা চাষিকে। কয়েকটি রাজ্যে পাওয়ার টিলারের মতো কৃষির সাজসরঞ্জাম ভাড়া দেওয়ার কেন্দ্র চালাচ্ছে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী। রাসায়নিক কীটনাশকমুক্ত চাষ ও বর্ষা-নির্ভর অঞ্চলে পশুখাদ্য, খাদ্যশস্য, বনজ, ফল, শন ইত্যাদি বহু ধরনের চাষের বিকাশের পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা চাষিরা কেঁচো সারও তৈরি করছে।

দীনদয়াল কর্মসূচিটি দেশের এক-তৃতীয়াংশ গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছে গেছে। আরও বেশি পঞ্চায়েতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় কোনও খামতি নেই। ২০১৬-'১৭-তে এই কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে ৪.৫ লক্ষ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী। সতেরোটি রাজ্যের ৪৭-টি ব্লকে ৮৪ হাজার ক্ষুদ্র সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চালু হয়েছে স্টার্ট-আপ গ্রামোদ্যোগ কর্মসূচি। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী মারফৎ তামিলনাড়ুর ১১ হাজার (প্রায় ৯০ শতাংশ) গ্রামে চলছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। এই উদ্যোগের সাফল্য দেখে আরও ৬-টি রাজ্য তা শুরু করেছে।

দীনদয়াল কর্মসূচির আওতায় দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা এবং গ্রামীণ স্বনিযুক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি মারফৎ জীবিকায় বৈচিত্র্য, দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বনিযুক্তি বিকাশের কাজ চলছে জোরকদমে। ২০১৬-'১৭-তে স্বনিযুক্তির জন্য ৫৮৫-টি গ্রামীণ স্বনিযুক্তি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তালিম পেয়েছে ৪ লক্ষ যুবা। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা উচ্চমানের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে নিশ্চয়তার জন্য বাছাই করেছে ১২ জন নিয়োগকর্তাকে। এসব চাম্পিয়ন নিয়োগকর্তার মধ্যে আছে কাফে কফি ডে, অ্যাপোলো মেডিস্কিলস, টিম লিজ। বেশ কিছু গ্রামীণ স্বনিযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গত অর্থবছরে চালু হয়েছে ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণও।

আনন্দের ইনস্টিটিউট অব রুরাল ম্যানেজমেন্ট সম্প্রতি দীনদয়াল কর্মসূচির প্রথম জাতীয় মূল্যায়নের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। গ্রামে মহিলা গোষ্ঠীর মাধ্যমে সামাজিক মূলধন উন্নয়নের দিকটি স্বীকৃতি পেয়েছে এই মূল্যায়নের খসড়া প্রতিবেদনে। মূল্যায়নে দেখা গেছে যে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর দৌলতে শুধুমাত্র তাদের সাপ্তাহিক জমায়েতে নয়, উৎপাদন এবং সামাজিক ইস্যুতেও সমবেতভাবে গ্রামের গরিব মানুষ আরও বেশি দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মিশন অন্ত্যোদয়ের গরিবিমুক্ত গ্রামের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আরও বেশি মাত্রায় জীবিকার উন্নয়ন ও বৈচিত্র্যের মাধ্যমে জীবনের রূপান্তরই হচ্ছে সুস্পষ্ট পথ।

গরিবি সমস্যার বহু মাত্রা সামলাতে উন্নত পরিচালন ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এবং সেজন্য পরিকল্পিত এক সামাজিক রেজিস্ট্রির মাধ্যমে বঞ্চিত পরিবারগুলির অবস্থার উন্নতির দিকে নজর রাখা হবে আর্থ-সামাজিক জাতি-গণনার বেসলাইনের ভিত্তিতে। এছাড়া, পঞ্চায়েত দর্পণের আওতায় গরিবির বহু মাত্রা সংক্রান্ত ৩৫-টি নির্দেশক ব্যবহার করে, দপ্তর গরিবি কমানোয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সাফল্য খতিয়ে দেখবে। সামগ্রিক সুপরিচালনার কাঠামোয়, গরিব চিহ্নিতকরণের কাজে দপ্তর আধার কাজে লাগাচ্ছে।

গরিবি পুরোপুরি হঠানো সুনিশ্চিত করতে, মন্ত্রক গরিবির সব মাত্রা যুগপৎ মোকাবিলার জন্য ৫০ হাজার গরিবিমুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত বিকাশের পরিকল্পনা করেছে। সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে, মন্ত্রক একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের হালহকিকৎ বুঝতে ৩৬-টি নির্দেশক বা মাপকাঠি ঠিক করেছে। এসব নির্দেশক হচ্ছে পরিকাঠামো, যোগাযোগ, সামাজিক উন্নয়ন, পরিষেবা বা ব্যাংকের সুযোগ, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খরা প্রতিরোধ, পুষ্টি ইত্যাদি সংক্রান্ত। গরিবিমুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য মন্ত্রক একটি সমন্বিত সূচক তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। এবং গরিবি দূর করার সাফল্যেও মন্ত্রক নজরদারি চালাবে। এভাবে, ন্যূনতম মৌল পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা-সহ ৫০,০০০ গ্রাম পঞ্চায়েতে সব পরিবারের জন্য স্থায়ী জীবিকা সুনিশ্চিত করতে চায় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। গরিবিমুক্ত হয়ে উঠতে গ্রাম পঞ্চায়েতের অগ্রগতিতে নজর রাখবে জেলা স্তরের দিশা কমিটি, ডিস্ট্রিক্ট ডেভালপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটিও।❑

রাজকোষ নীতিতে ডিজিট্যাল উদ্ভাবনার প্রভাব

লেখা চক্রবর্তী ও সমীক্ষা আগরওয়াল

ডিজিটাইজেশনের ফলে সরকার সুবিধার প্রকৃত হকদারদের চিহ্নিত করতে পেরেছে। ভুয়ো সুবিধাভোগীদের নাম বাতিল করে প্রকৃত হকদারদের সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার মাধ্যমে ভরতুকির অপচয় বন্ধ হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুসারে রাজস্ব নীতি এবং রাজকোষ পরিচালনায় ডিজিটাইজেশনের ফলে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে ৪১ শতাংশ, এলপিজি ভরতুকি যোজনা-এ ৩৭ শতাংশ, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি-তে ১৪ শতাংশ এবং জাতীয় জলপানি যোজনায় ৭ শতাংশ সুবিধা হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিমুদ্রীকরণের পরে ভারতে রাজস্ব এবং অর্থনৈতিক নীতিপ্রণেতাদের কাছে ডিজিট্যাল উদ্ভাবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিকতম অর্থনৈতিক সমীক্ষায় আমাদের দেশে রাজকোষ এবং রাজস্ব নীতি সম্পর্কিত ডিজিটাইজেশনের তিনটি প্রাথমিক পরীক্ষামূলক উদ্যোগের কথা তুলে ধরা হয়েছে—বিশেষ করে ডিজিট্যাল আর্থিক পরিষেবার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial inclusion)। উল্লেখ করা হয়েছে, ডিজিটাইজেশনের ফলে সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকার সুবিধার প্রকৃত হকদারদের চিহ্নিত করতে পেরেছে। ভুয়ো সুবিধাভোগীদের নাম বাতিল করা হয়েছে এবং প্রকৃত সুবিধার হকদারদের সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার মাধ্যমে ভরতুকির অপচয় বন্ধ হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব নীতি এবং রাজকোষ পরিচালনায় ডিজিটাইজেশনের ফলে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে ৪১ শতাংশ, এলপিজি ভরতুকি যোজনা বা পহল (PAHAL)-এ ৩৭ শতাংশ, জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (National Social Assistance Programme, NSAP)-তে ১৪ শতাংশ এবং জাতীয় জলপানি (National Scholarship) যোজনায় ৭ শতাংশ সুবিধা হস্তান্তর করা হয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫-'১৬ দ্রষ্টব্য)।

রাজকোষ পরিচালনায় ডিজিটাইজেশনের আর একটি উদ্যোগ হল প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা। এই যোজনার আওতায় জনসাধারণকে সেভিংস ব্যাংক খাতা খোলার সুযোগ করে দিয়ে আর্থিক পরিষেবায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগীকে সরাসরি অর্থ হস্তান্তর সম্ভব হয়েছে। এই সংক্রান্ত আর একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ হল আধার কার্ডের চলন, যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি অনন্য (unique) অনলাইন পরিচয় প্রদান করে। আধার কার্ডটিকে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট এবং মোবাইল নাম্বারের সঙ্গে সংযুক্ত করার ফলে আর্থিক লেনদেন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। মোবাইল ব্যাংকিং-এর সুবিধা ব্যবহার করে দ্রুত অর্থ হস্তান্তর/অর্থ লেনদেন করতে এবং ব্যাংক ব্যবস্থার অন্তিম অংশের সমস্যা দূর করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। জন ধন অ্যাকাউন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং এবং আধার কার্ডের সাহায্যে ভারতবর্ষ ডিজিট্যাল বিপ্লবের দিকে আরও এক পা এগিয়ে গেছে।

এর আগে আর্থিক ব্যবস্থায় ডিজিটাইজেশনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে কেনিয়াতে। যেখানে ভূ-স্থানিক (Geospatial) সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা হয়েছে, ক্রমাগত ডিজিটাইজ হতে থাকা পরিবেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কীভাবে

[লেখা চক্রবর্তী অর্থ মন্ত্রকের এক স্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, "The National Institute of Public Finance and Policy"-এর সহযোগী অধ্যাপক। ই-মেল : lekhachakraborty@gmail.com। সমীক্ষা আগরওয়াল ওই প্রতিষ্ঠানেরই ইন্টার্ন। বর্তমানে তাদের গবেষণার এলাকা হল 'Macro-fiscal' 'International monetary economics এবং 'Human Development)। ই-মেল : samiksha.agarwal94@gmail.com]

সাড়া দিয়েছে। কেনিয়ার জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ বাস করে কোনও না কোনও "financial access touch point"-এর পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে। আর মোবাইল ফোনভিত্তিক লেনদেন ব্যবস্থার ব্যবহারে কেনিয়া এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম—প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাতে দশ বছরেরও কম সময়ে এই ব্যবহার শূন্য থেকে বাড়তে বাড়তে পঁচাত্তর শতাংশে পৌঁছেছে (Ndung'u Nijuaga, Armado Morales and Lydia Ndirangu 2016)।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারত জ্যাম-ত্রয়ী বা JAM trinity (Jan Dan, Aadhar and Mobile) নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পথে হেঁটেছে। সম্পদের সুষ্ঠুভাবে সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। অর্থের তছরূপ এবং নকল বা ভুয়ো সুবিধাভোগীর মতো বড়ো মাপের অদক্ষমতার নজির আছে ভারতের ভরতুকি হস্তান্তর ব্যবস্থায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS system)-এ প্রকৃত হকদারদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অসংখ্য ত্রুটি রয়েছে; যার মূল কারণ হল, নকল এবং ভুয়ো সুবিধাভোগীর সংখ্যাটা বিপুল। একইভাবে ভারতের গ্রামাঞ্চলে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পটির বাস্তবায়নেরও সমস্যা খুবই গুরুতর। রান্নার গ্যাসের ভরতুকির ক্ষেত্রেও অদক্ষতার পরিমাণ এমনই যে ভোগব্যয়ের ভিত্তিতে সমাজের ওপরের তলার কুড়ি শতাংশ মানুষ অর্ধেকেরও বেশি, ষাট শতাংশ সরাসরি হস্তান্তরিত ভরতুকির সুযোগ পেয়েছে। তুলনায় জনসংখ্যায় নিচের (ভোগব্যয়ের ভিত্তিতে) অর্ধাংশ মানুষজন পেয়েছে এই ভরতুকির এক-দশমাংশেরও কম (আট শতাংশ) (IISD, 2014)। এই সমস্যাগুলির সমাধানে ডিজিটাইজেশন এক সুস্পষ্ট সমাধান।

আধার-সমন্বিত একটি লেনদেন ব্যবস্থার কাঠামোর প্রস্তাবনার জন্য ২০১১ সালে নিলেকানি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। এই লেনদেন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষতার সঙ্গে গরিবদের ভরতুকি হস্তান্তর। টাস্ক ফোর্সটি ভরতুকির টাকা সরাসরি হস্তান্তরের প্রস্তাব দেয়। এবং এই প্রস্তাব কার্যকর করার কাঠামো প্রস্তাব করার ভারও এই টাস্ক ফোর্সকেই দেওয়া হয়। ২০১২ সালে National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP)-র একটি গবেষণায় দেখা যায় যে সুবিধাভোগীরা যদি আধারের সাহায্যে পঞ্জিকৃত হয়, তাহলে গণবণ্টন ব্যবস্থার সুবিধা পাওয়া অনেক সহজ হবে; কারণ সুবিধাভোগীদের সঠিক পরিচয় প্রমাণিত হবে। ওই গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, মহাত্মা গান্ধী জাতীর জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের মজুরি যদি আধার সমন্বিত লেনদেন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদার করা হয় তাহলে পাঁচ শতাংশ অপচয় বন্ধ করা যাবে (NIPFP, ২০১২)। কিন্তু সরাফ এবং অন্যান্যদের (২০১৬) পর্যবেক্ষণে এই তথ্য উঠে আসছে যে, যদি পরিচয় সংক্রান্ত নথিপত্রগুলি একটি যুক্তিসঙ্গত কাঠামোর ওপর নির্ভর করে তৈরি না করা হয়, তাহলে সংগঠিত অপরাধ এবং পরিচিতির প্রতারণার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে।

সাম্প্রতিকতম অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ২০১৫ সালে ভারতে একুশ কোটি আধার কার্ড ইস্যু করা হয়েছে—প্রতি সপ্তাহে প্রায় চল্লিশ লক্ষ করে। আর ৯৮.৫ কোটি মানুষের হাতে ইতোমধ্যেই আধার কার্ড ছিল, যা মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ এবং প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ। রাজ্যগুলির এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের বেশি মানুষকে আধার ইস্যু করা হয়ে গেছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ভারত সরকার ২০১৫-১৬)।

সারণি ১ থেকে জন ধন যোজনার বিস্তৃতির হিসাব পাওয়া যাচ্ছে। এই যোজনার মাধ্যমে এটা সুনিশ্চিত করা গিয়েছে যে, জনসাধারণের যেন সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকে, যার ফলে ভরতুকির টাকা অভীষ্ট সুবিধাভোগীর অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠানো যায়।[৫]

রান্নার গ্যাসের ভরতুকি প্রকৃত হকদারদের কাছে হস্তান্তরিত করতে গৃহীত 'পহল' (PAHAL) যোজনাটি ২০১৪ সালে পুনরায় চালু করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল রান্নার গ্যাসের উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ভরতুকির টাকা পৌঁছে দেওয়া। এই যোজনার একটি অঙ্গ হিসেবে শক্তি পরিকাঠামোতে জেন্ডার বাজেট তৈরির মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বসবাসকারী মহিলাদের (ভরতুকি-সহ) রান্নার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি বা ইন্ধন সরবরাহ করা। এই বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক, কারণ গৃহ মধ্যস্থ বায়ু দূষণের দরুন ম্যালেরিয়ার থেকেও অনেক বেশি সংখ্যায় নারী ও শিশু মারা যায়, রান্নার জন্য নিকৃষ্ট জ্বালানির ব্যবহারের দৌলতে। শুধু তাই-ই নয়। এই নিকৃষ্ট জ্বালানি জোগাড় করার জন্য নারী ও শিশুদের রোজ অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় (এবং তাতে অনেকটা সময়ও ব্যয় হয়)। এই যোজনাটি আনার সময়ে পরিবারের যত্নের জন্য নারীদের চেষ্টার আকুতি এবং জ্বালানি কাঠ জোগাড়ের

সারণি-১

রাজকোষ ও রাজস্ব নীতিতে ডিজিটাইজেশন : আর্থিক পরিষেবার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

(কোটি টাকায়)

ব্যাংকের নাম	গ্রামীণ	শহরাঞ্চলীয়	মোট	রুপে কার্ডের সংখ্যা	আধার সমন্বয়িত	অ্যাকাউন্টে জমা টাকার পরিমাণ
সরকারি ব্যাংক	১২.৩২	১০.২২	২২.৫৪	১৭.৫৮	১৪.৯৩	৪৯২৬৬.০৪
আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক	৩.৯৭	০.৬৬	৪.৬৩	৩.৫৩	২.৭৬	১১৭০৮.০৫
বেসরকারি ব্যাংক	০.৫৫	০.৩৭	০.৯১	০.৮৪	০.৪৪	২১২৭.৪০
মোট	১৬.৮৪	১১.২৪	২৮.০৮	২১.৯৫	১৮.১৩	৬৩১০১.৪৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উল্লেখিত সংখ্যাগুলি ২২ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের। সমস্ত অংক কোটি টাকায়। ডেটা এপ্রিল ২, ২০১৭ পর্যন্ত হালনাগাদ।

সূত্র : ভারত সরকার (২০১৭), প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা।

পিছনে ব্যয় করা সময়ের পরিসংখ্যান (যা Central Statistical Organization বা CSO সংগ্রহ করে) ইত্যাদির কথা মাথায় রাখা হয়েছে (Chakraborty, ২০১৬ এবং ২০১৪)। লাহোটি এবং অন্যান্যরা (২০১২) দেখিয়েছেন যে, এলপিজি বা রান্নার গ্যাসের ব্যবহার হয় প্রধানত শহরাঞ্চলেই; এবং আর্থ-সামাজিক মাপকাঠিতে ওপরের দিকে থাকা পরিবারগুলির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল 'PAHAL' চালু হওয়ার আগে। ওই একই গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, যদিও এলপিজি একটি পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর জ্বালানি, দেশের এক বিরাট সংখ্যক পরিবার এখনও কিন্তু রান্নার জন্য কঠিন জ্বালানি (কয়লা, কাঠ ইত্যাদি) ব্যবহার করে, যা নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর। অর্থাৎ, ওই গবেষণার সময় পর্যন্ত (২০১২ সাল) এলপিজি-তে ভরতুকি প্রদানের মাধ্যমে গরিবদের কাছে এলপিজি পৌঁছে দিয়ে দূষণ সৃষ্টিকারী ও অস্বাস্থ্যকর জ্বালানির পরিবর্তে এলপিজির ব্যবহার বাড়ানোর উদ্দেশ্য অদৌ সফল হয়নি (লাহোটি ও অন্যান্যরা, ২০১২)।

আধার-সমন্বিত লেনদেন ব্যবস্থা 'PAHAL'-এর সাফল্যের পিছনে অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যোজনায় দারিদ্র্য সীমারেখার নিচের পরিবারগুলি বাজার দরে এলপিজি সিলিন্ডার কেনেন, আর ভরতুকির অংকটি সোজাসুজি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যায়। এই ভরতুকি পেতে গেলে এলপিজি গ্রাহকদের হয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত করতে হয়, অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সতেরো অংকের এলপিজি আইডি সংযুক্ত করতে হয়। এই যোজনার উদ্দেশ্য ছিল দেশের ৬৭৬-টি জেলার ১৫.৩ কোটি উপভোক্তাকে এর আওতায় আনা এবং ধীরে ধীরে গোটা দেশেই আর বাস্তবায়ন করা (ভারত সরকার, ২০১৪)। 'PAHAL' যোজনাটি বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে বলে ঘোষণা করেছে সরকার। দাবি পেশ করা হয়েছে যে, এই যোজনার ফলে ভরতুকি যুক্ত এলপিজি সিলিন্ডারের ব্যবহার কমেছে এবং ২৪ শতাংশ অপচয় বন্ধ হয়েছে, আর প্রকৃতই যারা ভরতুকির হকদার এমন

উপভোক্তা খুব কম সংখ্যকই বাদ পড়েছেন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫-১৬)। এছাড়া এলপিজি সিলিন্ডারের কালোবাজারিও বেজায় কঠিন হয়ে পড়েছে। ২০১৪ সালের সরকারি তথ্য অনুসারে, সেই সময় পর্যন্ত 'PAHAL' যোজনার মাধ্যমে ৪৫,৪১২ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে; আর এক কোটি পাঁচ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার উপভোক্তা ভরতুকির সুযোগ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন (ভারত সরকার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক, ২০১৪)।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের নিয়ন্ত্রণ বেশি এবং অপচয়ও হয়ে থাকে বিস্তর; সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জ্যাম-ত্রয়ীর ব্যবহার করলে অপচয় অনেকটাই কমানো যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণও বেশি, আর অপচয়ের পরিমাণও প্রায় চল্লিশ শতাংশ। জ্যাম ব্যবহার করে সারের ওপর প্রদেয় ভরতুকি সরাসরি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করলে এই অপচয়ের পরিমাণ অনেকটাই কমানো যাবে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থা, যারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে লেনদেন করে এবং অর্থ হস্তান্তর বা অর্থমূল্য পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভর করে, সেখানেও একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

অর্থ হস্তান্তরে অপচয় এবং বিলম্ব কমিয়ে ও প্রশাসনের ওপর কাজের চাপ কমিয়ে জ্যাম সরকারের দক্ষতা অনেকটাই বাড়িয়েছে। ফলে জ্যাম সরকারের থেকে অর্থ হস্তান্তরের খরচ কমিয়েছে এবং দক্ষতা বাড়িয়েছে। কিন্তু এই রকম অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সত্ত্বেও বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক যোজনাগুলির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা থেকেই গেছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সুবিধাভোগীদের অর্থ হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে প্রকৃত হকদারদের অন্তর্ভুক্তিকরণের এবং ভুয়ো সুবিধাভোগীদের ছেঁটে ফেলার ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়েছে; তথা অপচয় এবং ভ্রষ্টাচারও অনেকটাই কমানো গেছে; তাসত্ত্বেও এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে সরকারের সুবিশাল লোকবল লাগে এবং সম্পদের বিপুল ব্যয় হয়।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫-১৬-তে দরিদ্র নয় এমন জনগণের ভরতুকি প্রাপ্তির হিসাবে পুরোনো অবস্থানে ফিরে যাওয়ার

ছবিটা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ভরতুকির ক্ষেত্রে। একই ভাবে এলপিজি গ্রাহকরা প্রায় ৩৬ শতাংশ হারে (ভরতুকির পরিমাণ ও বাজারদরের অনুপাত) ভরতুকি পেয়ে থাকেন। কিন্তু মোট এলপিজির ব্যবহারে গরিবদের হিস্যা কেবলমাত্র ৯ শতাংশ। এর অর্থটা দাঁড়ায়, ভরতুকির ৯১ শতাংশ যায় দরিদ্র নয় এমন অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন উপভোক্তাদের হাতে। পরিশেষে, আর একটি মৌলিক সমস্যার উল্লেখ করা দরকার। নগদের পরিবর্তে জিনিসপত্র বা দ্রব্যাদির মাধ্যমে ভরতুকি দেওয়া হলে প্রাপকের হাতে তার নির্দিষ্ট চাহিদার সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা থাকে না (ঘটক, ২০১৬)। সুতরাং, বর্তমান ব্যবস্থার সংস্কার করে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে একটা সর্বজনীন নূন্যতম আয় (Universal Basic Income, UBI) ব্যবস্থা-র প্রচলন করা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক চলছে। UBI-তে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারের তরফ থেকে নিঃশর্তে প্রত্যেক নাগরিককে (ধনী-গরিব নির্বিশেষে) হস্তান্তর করার কথা বলা হয়। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬-১৭-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, UBI-এর বাস্তবায়ন হলে সম্পদের অসম বন্টন ঠেকানো যাবে এবং অপচয় বন্ধ করা যাবে। কারণ অর্থ সরাসরি স্বত্ত্বভোগীর অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে, আর সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত আমলাতন্ত্রের ভূমিকাও অনেকটাই কমে যাবে।

বর্দ্ধন (২০১৬) প্রাথমিক আয় হিসেবে দারিদ্র্য সীমারেখার আয়ের তিন-চতুর্থাংশ বিবেচনা করেছেন, যেটা প্রদান করা হবে এবং তার বদলে কয়েকটি (সব ক'টি নয়) সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্প বন্ধ করতে হবে। তার মতে, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, শিশুদের পুষ্টি, MGNREGS-এর মতো কর্মসংস্থান তৈরি করার প্রকল্পগুলি চালিয়ে যাওয়া উচিত; কারণ এগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ। রাজকোষের হালের দিকে তাকিয়ে যদি এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৪-১৫ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে প্রতি ব্যক্তিকে বার্ষিক দশ হাজার টাকা (মূল্যবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সূচিত) করে প্রদান করলে তা দাঁড়াবে ওই বছরের (অর্থাৎ ২০১৪-১৫) মোট অভ্যন্তরীণ আয় বা জিডিপি-র ১০ শতাংশ। এই পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করাই যায়, বিশেষ করে যেখানে ভরতুকির ব্যবহার পশ্চাদমুখী (regressive) আর জনকল্যাণ প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে অদক্ষতার নজির চূড়ান্ত।

ব্যানার্জি (২০১৬) এবং ঘটক (২০১৬) উল্লেখ করেছেন যে, এমনকি MGNREGS এবং গণবণ্টন ব্যাবস্থা (PDS) বিষয়ক প্রকল্পগুলিও সঠিক ভাবে যথাযথ (অর্থাৎ, প্রকৃতই গরিব) প্রাপকের কাছে সুবিধা পৌঁছে দিতে অক্ষম। ভারতের পক্ষে ভরতুকি ছাঁটাই করে, কর ব্যবস্থার সংস্কার ও অপচয় বন্ধ করে UBI-এর ব্যয়ভার গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। রায় (২০১৬) দেখিয়েছেন যে, UBI-র ব্যয়ভার জিডিপি-র একটা নির্দিষ্ট অনুপাত হিসেবে নির্ধারণ করা যায়। আর দ্রুত বিকাশশীল ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং আধার ব্যবহার করে UBI-এর সাহায্যে তথা বিভিন্ন স্তরের আমলাতন্ত্র এড়িয়ে সরাসরি এবং দ্রুততার সঙ্গে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করা সম্ভব। UBI-এর সব থেকে বড়ো সুবিধা হল যে যেহেতু এটি সর্বজনীন, তাই প্রাপকের ভুল সনাক্তকরণের সম্ভাবনা থেকে ত্রুটিমুক্ত। এই প্রকল্পটিকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অসাম্যের বিরুদ্ধে গরিবের হাতে সরাসরি অর্থের হস্তান্তর হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

রাজকোষের হালের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে রাজকোষ ঘাটতি ৩ শতাংশের নিচে ধরে রাখতে হবে (চক্রবর্তী, ২০১৬)। ভরতুকি ব্যবস্থার বিষয়টি সহজ করতে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও আর্থিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহারে ডিজিটাইজেশনের ভূমিকা সুস্পষ্ট। ❑

উল্লেখপঞ্জি :

Banerjee, Abhijit (2016), Universal Basic Income', Abhijit Ideas for India, September 27, 2016. http://www.ideasforindia.in/article.aspx?article_id=1695

Bardhan, Pranab (2016), 'Basic income in a poor country', Ideas for India,26th September 2016.See http://ideasforindia.in/profile.aspx?id=32

Chakraborty, Lekha 2016a, "Gender Budgeting in Asia: A survey ", Working paper 150, International Monetary Fund, Washington DC

Chakraborty, Lekha (2016b), "Fiscal Consolidation, Budget deficits and Macro economy", Sage Publications, UK.

Chakraborty, Lekha, (2014). "Integrating Time in Public Policy: Empirical Description of Gender-Specific Outcomes and Budgeting", Levy Economics Institute of Bard College Working Paper No. 785, New York.

Ghatak, Maitreesh (2016) 'Is India ready for a universal basic income scheme', , Ideas for India, 28 September 2016. See http://www.ideasforindia.in/article.aspx?article_id=1696

Government of India, (2017,) "Economic Survey of India, 2016-17", Ministry of Finance, New Delhi

Government of India, (2016), "Economic Survey of India, 2015-16", Ministry of Finance, New Delhi

Nilekani (2012), The Report of the Task Force on an Aadhaar- Enabled Unified Payment Infrastructure, February 2012

NIPFP (2012), A cost-benefit analysis of Aadhaar, National Institute of Public Finance and Policy, November 9, 2012, New Delhi

Government of India (2014), "Launch of PAHAL (DBTL) scheme on 1st January 2015 in entire Country", Press Information Bureau, Ministry of Petroleum & Natural Gas,31 December,2014, New Delhi

Ideas (2016), Ideas for India e-Symposium- The idea of a universal basic income in the Indian context, November 6, 2016

International Institute of Sustainable Development (2014): "Subsidies to Liquefied Petroleum Gas in India: An overview of recent reforms", IISD, March 2014

Lahoti, Rahul et al (2012), "Subsidies for whom? The case of LPG in India", Centre for Public Policy, Indian Institute of Management, Bangalore, 2012

Ndung'uNjuguna, Armando Morales, and Lydia Ndirangu (2016), Cashing In on the Digital Revolution, Finance and Development, IMF, June 2016, Vol. 53, No. 2

Ray, Debraj 2016, 'The universal basic share', Ideas for India, 29 September,2016. http://ideasforindia.in/article.aspx?article_id=1697

Saraf, Anupam et al (2016), "Framework for Issuing, Using and Validating Identification Documents", Economic and Political Weekly, Vol. 51, Issue NO. 42, 15 Oct, 2016

"Look at the Sky. We are not alone. The Whole Universe is friendly to us and conspires only to give best to those who dream and work" -- *Dr. APJ Abdul Kalam.*

কেরিয়ার মিশনের -এর সাফল্যের পথ চলা শুরু

ক্লাসরুম / মক্ ইন্টারভিউ- এর সফল প্রার্থীরা

WBCS '2015-এর 'C' গ্রুপ

Poushali Patra
Roll No.: 0207677
SLRS, 1st Attempt

JU থেকে MTech করার পর সময় নষ্ট না করে WBCS-এর প্রস্তুতি শুরু করি। মিশনের স্যারদের সঠিক দিশা ও সান্নিধ্যে প্রথম চান্সে 'C' গ্রুপে সফল হলাম। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। স্যারেদের দেখানো পথে এগিয়ে যেতে চাই।

Golam Mujtaba
Roll No.: 0108249
SLRS
Previous Selection
WBCS'14 : PDO

Manas Das
Roll No.: 0506339
SLRS

এক নজরে WBCS' 2017- এর Prelim - এর সফল ছাত্র-ছাত্রীরা

- Biswajit Ray Barman (1700387)
- Siddhaartha Roy (1700542)
- Mrinal Kanti Roy (1700587)
- Lupin Pathak (1700529)
- Indrajit Singh (1700204)
- Srikanta Maity (0108301)
- Subrata Deb (1700811)
- Tanmay Saha (1700922)
- Golam Mujtaba (0105463)
- Pushali Patra

WBCS' 2017- এর Prelim - *এর রেজাল্ট প্রকাশিত হ'ল। কিছুদিনের মধ্যে* Mains হতে চলেছে। সময় কম। পরোদমে শুরু করতে হবে মেনস্-এর প্রস্তুতি। আর তার জন্য চাই প্রস্তুতির সঠিক রূপরেখা ও গাইডেন্স। অল্প সময়ে নিজের প্রস্তুতিকে নিখুঁত করতে হলে ঝাপিয়ে পড়তে হবে Positive Mind ও Dedication নিয়ে। WBCS অফিসার (Gr.-A) ও অন্যান্য অভিজ্ঞ স্যারেদের Effective and Proper Guidance, সঙ্গে উপযোগী Mock test (All Papers) ও Study Materials তোমাদের সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার করছে। Dr. Kalam-এর উপরিউক্ত উক্তিকে অনুসরণ করে বলি, তোমরা স্বপ্ন দেখো ও কঠোর পরিশ্রম করো, আমরা সর্বদা তোমাদের পাশে থাকবো।

২০১৭-এর Prelim-এ যারা সফল হতে পারোনি, তাদেরকে হতাশা কাটিয়ে নতুন উদ্যোমে এখনই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে আগামী **Prelim (২০১৮)**-এর জন্য। WBCS - 2016 -এর Personality Test-এর জন্য **Mock Interview** শুরু হবে শীঘ্রই।

শুধমাত্র মক্ ইন্টারভিউ-এর সফল প্রার্থীদের ছবি ছাপিয়ে কৃতিত্ব দাবি করার নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নয়।

** দুঃস্থ অথচ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা প্রস্তুতির ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি।

কেরিয়ার মিশন

বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্যাম্প, কলেজ স্কোয়ার (দক্ষিণ), কলি - ৭৩

যোগাযোগ 9735910127
7719198071

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

যুব ভারতের দক্ষতা বিকাশই পাখির চোখ

জিতেন্দর সিং

যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক বিকাশই হল উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। যুব সম্প্রদায়ের বিকল্প ভাবনা ও উদ্ভাবনী চিন্তায় উৎসাহ দিয়ে, তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে জাতির বিকাশ ও প্রগতির সহায়ক ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। আর এখানেই বিশাল একটা চ্যালেঞ্জ এসে যায়। যুব সম্প্রদায়কে কাজের উপযোগী দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দিয়ে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে কাজের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে কোনও ফারাক না থাকে।

যুবসমাজ পরিবর্তনের বার্তাবাহী। এরা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পিছপা নয়, এদের মগজ ঠাসা নতুন চিন্তা-ভাবনায়, এরাই বিকাশের চালিকাশক্তি। ভারতীয় যুবসমাজ আজ বিশ্বের সামনে নিজেকে তুলে ধরেছে। এরা শুধু জাতির ভবিষ্যৎ-ই নয়, বিকাশ-আখ্যানের অংশীদার। ভারতকে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি হল, দেশের যুবসমাজকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে তোলা। বর্তমানে ভারত ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ সময়ের মধ্যে দিয়ে পথ চলছে, যখন তার জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশির বয়স ২৫ বছরের নিচে। ২০২০ সালে দেশের জনসংখ্যার গড় বয়স হবে ২৯, অর্থাৎ আমাদের হাতে থাকবে প্রায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ কর্মক্ষম শ্রমশক্তি। সংখ্যার এই বিপুলতা ঐতিহাসিক। দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ পরিচালনার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে এই শ্রমশক্তিকে প্রশিক্ষিত করে তোলা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট বলছে, অন্তত ২০৪০ সাল পর্যন্ত ভারতে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। উন্নয়নশীল থেকে উন্নত দেশে উত্তীর্ণ হতে এরাই ভারতের বাজি।

যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক বিকাশই হল উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য। যুব সম্প্রদায়ের বিকল্প ভাবনা ও উদ্ভাবনী চিন্তায় উৎসাহ দিয়ে, তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে জাতির বিকাশ ও প্রগতির সহায়ক ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। আর এখানেই বিশাল একটা চ্যালেঞ্জ এসে যায়। যুব সম্প্রদায়কে কাজের উপযোগী দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দিয়ে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে কাজের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে কোনও ফারাক না থাকে। এই ফাঁকটুকু ভরাটের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যেই মেক ইন ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, ডিজিট্যাল ইন্ডিয়ার মতো একগুচ্ছ কর্মসূচি চালু করেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং যুব সম্প্রদায়কে ব্যবসা পরিচালনায় উৎসাহ দেওয়া প্রতিটি কর্মসূচিরই উদ্দেশ্য।

মেক ইন ইন্ডিয়া

'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র মতো অগ্রণী প্রকল্প বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে, উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ ঘটাবে, মেধাস্বত্ব রক্ষা করবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়াবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে ১০ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মেক ইন ইন্ডিয়া মিশন দেশের যুবসমাজের সামনে জীবন ও জীবিকার এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। এই মিশনের লক্ষ্য ভারতকে বিশ্বের ম্যানুফ্যাকচারিং হাব বা শিল্প উৎপাদনের ঘাঁটিতে পরিণত করা। ২০২২ সালের মধ্যে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-তে এর অংশভাক ২৫ শতাংশ ছোঁবে বলে মনে করা হচ্ছে। মিশনের আওতায় নির্মাণ, বস্ত্রবয়ন,

[লেখক নয়াদিল্লিস্থিত 'PHD Chamber of Commerce and Industry'-এর বরিষ্ঠ সচিব এবং মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান। ই-মেল : jatinder@phdcci.in]

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিমান পরিবহণ, সামরিক সরঞ্জাম নির্মাণ, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম নির্মাণের মতো ২৫-টি ক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি যাতে ভারতে উৎপাদন করে সারা বিশ্বে বিপণনের সুযোগ পায়, সেজন্য সরকার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিয়মও শিথিল করেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র ফলে কর্মক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ আরও বাড়বে। সেজন্যই বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মীদের সুদক্ষ করে তুলতে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শপ ফ্লোর টেকনিশিয়ান, ডিজাইনার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, প্রোজেক্ট প্ল্যানার প্রভৃতি পদে সুদক্ষ কর্মীদের জন্য কাজের বিপুল সুযোগ রয়েছে। সৌরশক্তি উৎপাদন, পরিবেশ সহায়ক বাড়ি নির্মাণ, স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন কাজের চাহিদা দেখা দেবে। এর সঙ্গে সরবরাহ শৃঙ্খল ও অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থাকে ঠিকভাবে মেলাতে পারলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। ভারত পরিণত হবে এক বিশাল প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও আন্তর্জাতিক উৎপাদন কেন্দ্রে।

স্কিল ইন্ডিয়া

জনতাত্ত্বিক সুবিধা ভোগ করলেও ভারতের সামনে সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ হল এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে বাজারের উপযোগী দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করে তোলা। যে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর শ্রমশক্তিতে সংযোজিত হয়, তার মাত্র ২ শতাংশের প্রথাগত প্রশিক্ষণ থাকে। তবে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ পরিচালনা সংক্রান্ত নতুন মন্ত্রক গঠিত হওয়ার পর ছবিটা দ্রুত বদলাতে চলেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি এবং ১০০-টি স্মার্ট সিটি গঠনের প্রয়াস এই পরিবর্তনকে আরও গতি দিয়েছে। ২০১৫ সালে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ পরিচালন বিষয়ক প্রথম সংযুক্ত জাতীয় নীতি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিশা নির্দেশের পাশাপাশি যুব সমাজকে উচ্চ প্রযুক্তির কাজে সক্ষম করে তুলছে। এর লক্ষ্য হল, এমন এক "ক্ষমতায়নের পরিবেশ গড়ে তোলা, যাতে শ্রমশক্তির বিপুল অংশ দ্রুত উচ্চমানের দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং উদ্ভাবন নির্ভর এমন এক উদ্যোগ-সংস্কৃতি আনা, যা সম্পদ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সব নাগরিকের সুস্থিত জীবিকা অর্জনে সহায়ক হয়।" এই প্রয়াসের আওতায় শীঘ্রই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি চালু হবে, যেখানে বিশেষ জোর দেওয়া হবে প্রশিক্ষণের পর চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার ওপর।

*"জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে শিল্পের ক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতা পরিষদ গড়ে তোলা হয়েছে, যারা একটি জাতীয় পেশাগত মান স্থির করার চেষ্টা চালাচ্ছে। যারা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করবেন, তাদের এই মান অর্জন করতেই হবে। প্রশিক্ষণদাতাদেরও এই মান অনুযায়ী শংসাপত্র দিতে হবে। **National Skills Qualification Framework (NSQF)** বা জাতীয় দক্ষতা বিষয়ক যোগ্যতা কাঠামো ভারতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় স্থাপন করবে। এক্ষেত্রে ফলাফল ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিটি স্তরের পৃথক দক্ষতামান নির্দেশ করা হবে। এভাবেই জাতীয় যুবসমাজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয়ে উঠবে।"*

প্রযুক্তি ও ব্যবসায়ে ব্যাঘাত ঘটলে তার প্রভাব পড়ে কর্মসংস্থানের ওপর। এই পরিস্থিতিতে সুস্থিত কর্মসংস্থানের জন্য আজ আর 'ব্লু কলার' বা 'হোয়াইট কলার' নয়, নির্ভর করতে হবে 'নিউ কলার জব'-এর ওপর। Artificial Intelligence, Automation, Internet of Things, Data Analytics-এর মতো ক্ষেত্রগুলি উচ্চ প্রযুক্তি-নির্ভর, তাই এখানে কাজের জন্য দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ নেওয়া বাধ্যতামূলক। সংস্থাগুলিও দক্ষতা চায়, ফলে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আরও ছড়িয়ে দিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। কর্মসংস্থানের গতিপ্রকৃতি যেভাবে বদলাচ্ছে, তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যুব সমাজকে প্রশিক্ষিত করে তোলা একান্ত আবশ্যক। ভারতকে যদি বিশ্বের দক্ষতা বিষয়ক রাজধানীতে পরিণত করতে হয়, তাহলে দক্ষতার প্রশিক্ষণকেও আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে শিল্পের ক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতা পরিষদ গড়ে তোলা হয়েছে, যারা একটি জাতীয় পেশাগত মান স্থির করার চেষ্টা চালাচ্ছে। যারা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করবেন, তাদের এই মান অর্জন করতেই হবে। প্রশিক্ষণদাতাদেরও এই মান অনুযায়ী শংসাপত্র দিতে হবে। National Skills Qualification Framework (NSQF) বা জাতীয় দক্ষতা বিষয়ক যোগ্যতা কাঠামো ভারতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় স্থাপন করবে। এক্ষেত্রে ফলাফল ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিটি স্তরের পৃথক দক্ষতামান নির্দেশ করা হবে। এভাবেই জাতীয় যুবসমাজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয়ে উঠবে।

উদ্ভাবন, পরিচর্যা, স্টার্ট আপ ও স্ট্যান্ড আপ বাস্তুতন্ত্র

ভারত বরাবরই চমকে দেওয়া উদ্ভাবনের উৎসমুখ। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত মঙ্গলযানের সাফল্য এর সাম্প্রতিকতম নিদর্শন। পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব ৬৫ কোটি কিলোমিটার অতিক্রম করতে খরচ পড়েছে কিলোমিটার পিছু সাত টাকা মাত্র। এর মাধ্যমেই উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও নেতৃত্ব দানে ভারতের কুশলতা আন্দাজ করা যায়। বলা হয়, 'বৈচিত্র্য উদ্ভাবনের সূতিকাগৃহ।' ভারতের মতো বৈচিত্র্যসম্পন্ন দেশ মেলা ভার। বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে থাকা

আমাদের যুব সমাজের মধ্যে নতুন চিন্তা ভাবনার কোন অভাব নেই। সেই সব ভাবনার পাশে দাঁড়িয়ে সেগুলি তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুল স্তর থেকেই একটা উদ্ভাবনী পরিবেশ রচনা করা দরকার। আমাদের দেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবসার প্রাথমিক ধ্যানধারণা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে। অনেক ক্ষেত্রে বড়ো শিল্প সঙ্ঘগুলি এর পৃষ্ঠপোষক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরও এদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নের এই সুযোগ এবার গ্রামীণ যুবসমাজ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দিকে বেশি করে মেলে ধরতে হবে, কারণ বেশিরভাগ উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এখান থেকেই আসে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের কাজে সাহায্য ও অর্থ সরবরাহের জন্য DSIR, CSIR, DST, NSTEDB, DBT-র মতো বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা রয়েছে। এছাড়া নানা ভেঞ্চার ক্যাপিট্যাল, ইক্যুইটি ফান্ড ও লগ্নাকারীও এতে টাকা ঢালছেন।

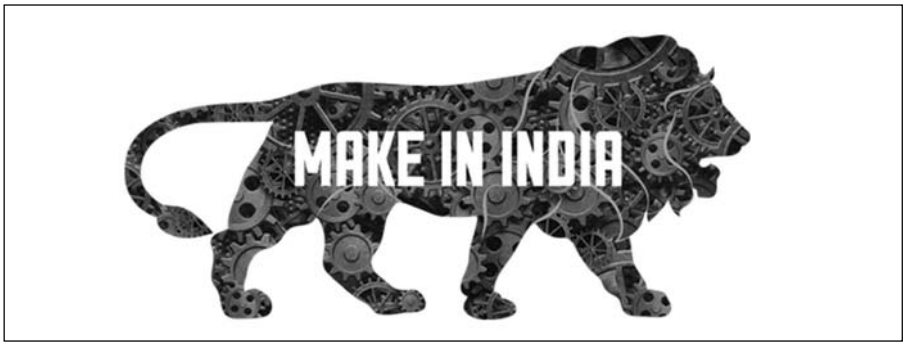

টি স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রক দ্বারা স্বীকৃত। আজকের যুব সমাজের কাছে জীবিকার মাধ্যম হিসাবে স্টার্ট আপ উদ্যোগ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভারতে বর্তমানে দশ হাজারেরও বেশি স্টার্ট আপ সংস্থা রয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে তা ১১৫০০ ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্টার্ট আপ বাস্তুতন্ত্রের দিক থেকে ভারত বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম।

স্কুল স্তরের শিক্ষায় এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ই-ক্লাব ও ই-সোসাইটি গঠনের মাধ্যমে যুবসমাজের মধ্যে উদ্ভাবনী

#startupindia

স্টার্ট আপগুলির অধিকাংশেরই অর্থের জোগান আসে বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে। এর বাইরে ব্যবসার ধাত্রী হিসাবে পরিচিত ইনকিউবেটরগুলি স্টার্ট আপকে বাঁচিয়ে রাখে। স্টার্ট আপের কাছে ইনকিউবেটর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অর্থ সাহায্য ছাড়াও এখানে কাজের সুযোগ পাওয়া যায় এবং এগুলি নেটওয়ার্কিং-এর মঞ্চ হিসাবে কাজ করে। এখানে ক্রেতাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ মেলে, ক্রেতাদের পছন্দ ও রুচি এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের দিশা নির্দেশ পাওয়া যায়। মূলধন ও মূলধনী বাজারের নাগালও এর মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

ভারতে বেশিরভাগ ইনকিউবেটর-ই রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। এদের মধ্যে ১১৮-

সংস্কৃতি ক্রমশ চারিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এগুলি একই পরিসরে কাজ করছে। এর ফলে যুবসমাজ উদ্যোগ পরিচালন ব্যবস্থায় সড়গড় হচ্ছে, বাড়ছে ব্যবসায়িক অন্তর্দৃষ্টি।

শিল্পমহল ও ইনকিউবেটরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে ব্যবসার সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত তহবিল বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩৫ ধারায় উল্লেখিত সপ্তম তপশিল অনুসারে ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে যে ২ শতাংশ তহবিল, সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে খরচ করতে হয়, তার আওতায় ইনকিউবেটরগুলির উন্নয়ন সাধন করা যায়।

স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পে মহিলা এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষজনকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সংস্থান রয়েছে। এদের জন্য ১০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণদানের ব্যবস্থা রয়েছে, যা পরিশোধের জন্য সাত বছর পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোগপতিরা ই-মার্কেট, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন।

যুবশক্তির উদ্বোধন

ভারত আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। যুব সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার দায়িত্ব তার সামনে। আশাবাদী তরুণ-তরুণীদের উদ্যম এবং উন্নততর জীবনের প্রতি তাদের চাহিদাই উন্নত ভারতে পৌঁছোবার সোপান। শিল্পোন্নত অর্থনীতিগুলিতে যেখানে শ্রমশক্তির হার আগামী ২০ বছরে ৪ শতাংশ কমবে, সেখানে ভারতে এই হার বাড়বে ৩২ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতকে বিশ্বের ম্যানুফ্যাকচারিং হাব ও দক্ষতার রাজধানীতে পরিণত করার যে লক্ষ্য নিয়েছে, যুব সমাজের ক্ষমতায়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন সেই দিশায় অণুঘটকের কাজ করবে। স্কিল ইন্ডিয়া ও স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার মতো কর্মসূচি, উদ্ভাবনী শক্তির পরিচর্যার পাশাপাশি শিক্ষা জগত থেকে কর্মসংস্থানের যাত্রা পথও মসৃণ করবে। যুব সমাজকে চাকরি প্রার্থী থেকে চাকরিদাতায় পরিণত করতে পারার মধ্যেই সুস্থায়ী উন্নয়নের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। বিকাশকে সর্বাত্মক করতে হলে যুব সমাজকে উদ্যোগ পরিচালনায় উৎসাহী করে তুলতেই হবে। এজন্য যৌথ প্রয়াস এবং দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রয়োজন। আত্মপ্রত্যয়ী, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে সক্ষম, দক্ষ 'নতুন ভারত' গড়ে তুলতে শুধু সরকার নয়, এগিয়ে আসতে হবে বেসরকারি ক্ষেত্র ও শিক্ষামহলকেও।❑

ডিজিট্যাল ভারত : এক যুগান্তকারী প্রকল্প

ওঙ্কার রাই

ডিজিট্যাল ভারতের অন্যতম তিনটি ভিসন : প্রতিটি নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনকে ডিজিট্যাল পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা; ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে প্রশাসন ও পরিষেবার চাহিদা পূরণ করা এবং নাগরিকদের ডিজিট্যাল ক্ষমতাপ্রাপ্ত করে তোলা। ডিজিট্যাল ভারতের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলি চরিতার্থ করার আগে পরিকাঠামো থাকার বিষয়টি খুবই জরুরি। দেশের সর্বত্র পরিষেবা পৌঁছনোর অন্যতম পূর্বশর্ত হল যোগাযোগ সাধনের উত্তম ব্যবস্থা। সরকার চায় ব্রডব্যান্ড ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের সাহায্যে ভারতের সুদূরতম গ্রামগুলিতেও ডিজিট্যাল সংযোগ স্থাপিত হোক।

সকলকে নিয়ে একটি অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও সংবেদনশীল প্রশাসন গড়ে তোলার পটভূমিকায় ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্প নতুন পথনির্দেশ এনে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় নাগরিকদের ডিজিট্যাল ক্ষমতা প্রদান করা হলে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভিত সুপ্রথিত হবে।

ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্পের আবশ্যকতা

প্রতিটি সূচনার নেপথ্যে একটি নিমিত্ত রয়েছে। এই নিমিত্তই গতানুগতিকের জায়গায় নতুন চিন্তাভাবনা নির্ভর রূপান্তরের লক্ষ্যে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। গোটা বিশ্বেই উত্থানশীল অর্থনীতি হিসাবে ভারতের ভূমিকা এখন স্বীকৃত। অন্যদিকে, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের শর্তাবলি পূরণ করাও জরুরি হয়ে উঠেছে। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে সকল নাগরিকদের জন্য সরকারি তথ্যভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকবে; থাকবে সরকারি নীতি-সিদ্ধান্ত যাচাই করার জন্য বিতর্কের অবকাশ এবং আর্থ-সামাজিক বিভাজন-নির্বিশেষে দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল মানুষের সামিল হবার সুযোগ থাকবে। ভারতের মতো এক প্রগতিশীল দেশে, যেখানে জনসংখ্যার গরিবি ভাগই বয়সে তরুণ, সেখানে আর্থ-সামাজিক সূচককে আরও গতিশীল করে তুলতে রূপান্তর সাধনের কোনও বিকল্প নেই।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তনের এই যুগসন্ধিক্ষণটি আরও উদ্দীপিত হয়েছে প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তির বিস্তার সম্ভাবনায়। সরকারেরও অঙ্গীকার এই যে, তথ্য-প্রযুক্তিই উন্নয়নের চালিকাশক্তিতে পরিণত হোক। এখানে মূল লক্ষ্য হল ডিজিট্যাল প্রযুক্তির সাহায্যে প্রতিটি নাগরিককে সংযুক্ত করে প্রশাসনে তাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। ডিজিট্যাল ব্যবস্থা একদিকে নাগরিকদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত করবে অন্যদিকে তথ্যের আদান-প্রদানের ভিত্তিতে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তুলবে। ডিজিট্যাল ভারতকে প্রশাসনের মূল অবলম্বন করে তোলার সবচেয়ে ভালো দিক হল এই প্রকল্প ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই সুপ্রশাসনের আওতাধীন করবে।

প্রকল্পের চালিকাশক্তি

প্রতিটি অনন্য প্রকল্প তার মূল 'ভিসন' দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্পে প্রতিফলিত হয়েছে সরকারের এমন এক সংকল্প যেখানে তথ্য-প্রযুক্তির মধ্যবর্তিতায় প্রশাসন ও জনকৃত্যকের আবহমান প্রক্রিয়াগুলির আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এক আকর্ষণীয় স্লোগানে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় প্রতিভা ও ভারতীয় প্রযুক্তির সংমিশ্রণে গড়ে উঠবে আগামী দিনের ডিজিট্যাল-নির্ভর জাতি। দেশকে ডিজিট্যাল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা এবং নলেজ অর্থনীতির ওপর আস্থা ব্যক্ত করে কর্মযজ্ঞটির সূচনা হয়েছিল। ডিজিট্যাল ভারতের অন্যতম তিনটি ভিসন : প্রতিটি নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনকে ডিজিট্যাল পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা; ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে প্রশাসন ও পরিষেবার চাহিদা পূরণ করা এবং নাগরিকদের ডিজিট্যাল ক্ষমতাপ্রাপ্ত করে তোলা।

ডিজিট্যাল ভারতের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলি চরিতার্থ করার আগে পরিকাঠামো থাকার বিষয়টি খুবই জরুরি। দেশের সর্বত্র পরিষেবা

[লেখক Software Technology Parks of India (STPI)-এর মহানির্দেশক। ইমেল : rai@stpi.in]

পৌঁছনোর অন্যতম পূর্বশর্ত হল যোগাযোগ সাধনের উত্তম ব্যবস্থা। সরকার চায় ব্রড ব্যান্ড ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের সাহায্যে ভারতের সুদূরতম গ্রামগুলিতেও ডিজিট্যাল সংযোগ স্থাপিত হোক। একমাত্র এভাবেই প্রতিটি নাগরিকের জন্য ই-প্রশাসন পরিষেবা, সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

ভিসনের দ্বিতায়াংশে চাহিদা অনুযায়ী প্রশাসন ও পরিষেবার কথা বলা হয়েছে, যেখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে স্বচ্ছতা ও সরকারি কাজ দ্রুত সম্পাদনের ওপর। বেশ কয়েকটি রাজ্যে ই-প্রশাসন যথেষ্ট আগে শুরু হলেও সেগুলিতে সরকারি কাজকর্ম ও প্রকল্পে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ পূর্ণ সাফল্য পায়নি। বলা বাহুল্য ভারতে যেসময় কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে খাতা-কলমের বদলে কম্পিউটার ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থান করে নেয়, তখন থেকেই দেশে ই-প্রশাসনের সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে।

ভিসনের তৃতীয়াংশে জোর দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের ডিজিট্যাল ক্ষমতা প্রদানের ওপর। ডিজিট্যাল সংযোগ থাকলে দেশের প্রতিটি নাগরিকই সমান সুযোগ পাবার অধিকার পান। জনসংখ্যা-বিন্যাস ও আর্থ-সামাজিক স্তর নির্বিশেষে ভারতীয়রা আজকের দিনে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের সুবাদে ডিজিট্যাল সচেতন হয়ে উঠেছেন। তারাও বুঝতে পারছেন ডিজিট্যাল সাক্ষরতা, ডিজিট্যাল সম্পদ ও সহযোগিতামূলক ডিজিট্যাল মঞ্চ স্থাপনের গুরুত্ব কোথায়। ভারতকে ডিজিট্যাল ক্ষমতাপ্রাপ্ত সমাজে উত্তীর্ণ করার লক্ষ্যে এগুলিই যে হাতিয়ার তা নিয়ে এখন সকলেই নিঃসংশয়।

ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্পের নির্মাণ ব্লক

একটি প্রকল্পের সাফল্য অর্জনের জন্য পাকাপোক্ত স্থাপত্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্পকে সর্বাত্মকভাবে ফলপ্রসূ করে তুলতে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নয়টি পিলার বা স্তম্ভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনবচ্ছিন্ন ও সুসংবদ্ধ সফলতায় প্রতিটি স্তম্ভেরই প্রাধান্য অনস্বীকার্য।

ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্পের প্রথম স্তম্ভ হল ব্রডব্যান্ড হাইওয়ে। এর সাহায্য ন্যাশনাল অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক দেশের আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযুক্তিকরণ ঘটাবে এবং গ্রামের মানুষজন সহজ ও কার্যকরভাবে সরকারি কর্মসূচিগুলির সুযোগ নিতে পারবেন। নেটওয়ার্কটিকে তার যৌক্তিক গন্তব্যে প্রেরণ করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ইতোমধ্যেই ১ হাজার কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধন বিশিষ্ট ভারত ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক লিমিটেড স্থাপন করা হয়েছে। এই সংস্থার মধ্যবর্তিতায় দেশের ৬৬০০-টি ব্লক ও ৬৪১-টি জেলায় বিস্তৃত আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত জাতীয় নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হবে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলির সকল নাগরিকই এই সর্বজনীন প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবেন।

দ্বিতীয় স্তম্ভটি হল মোবাইল সংযোগে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, যা দেশের সকল দুর্গম এলাকায় মোবাইল ব্যবস্থার প্রসার ঘটাবে। উল্লেখ থাকতে পারে যে এখনও ভারতের প্রায় ৪২ হাজার গ্রাম মোবাইল কভারেজের বাইরে রয়েছে। টেলিকম দপ্তরের মূল দায়িত্বে ২০১৭-'১৮ নাগাদ ১৬ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ, ২০১৮ সালের মধ্যে ভারতের মোবাইল কভারেজ পূর্ণতা অর্জন করবে।

তৃতীয় স্তম্ভ জন ইন্টারনেট প্রসার প্রকল্পের আওতায় সরকারের পরিকল্পনা হল আড়াই লক্ষ অভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করা, যেখানে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকবে একটি করে পরিষেবা কেন্দ্র। ইতোমধ্যেই ভারতে ১.৬২ লক্ষ পঞ্চায়েতে ২.৪২ লক্ষ অভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বহু উদ্দেশ্যসাধক এই কেন্দ্রগুলি তাদের প্রান্তিক অবস্থান থেকে সরকারি ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছিয়ে দেবে।

চতুর্থ স্তম্ভটি হল ই-প্রশাসন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সরকারি কাজকর্মের সংস্কার সম্পর্কিত। এখানে তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সরকারি প্রক্রিয়াসমূহকে সরল করা ও ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যকে সামনে রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই : বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পরিষেবা প্রেরণ করার কাজকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তোলা।

ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্পের পঞ্চম স্তম্ভটিকে বলা হয়েছে 'ই-ক্রান্তি—ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিষেবা বিতরণ। ই-প্রশাসনের যৌক্তিকতা যদি হয় সরকারি কাজকর্মে উন্নতিসাধন, তাহলে ই-ক্রান্তির লক্ষ্য হল নতুন ব্যবস্থার আরও মানোন্নয়ন। ই-ক্রান্তির আওতায় ইতোমধ্যেই ৪৪-টি মিশন ধাঁচের কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। এখন ই-ক্রান্তির আওতায় ৩৩২৫-টি ই-পরিষেবা চলে আসায় প্রকল্পটি সর্বতোভাবে সফল হয়ে উঠতে পেরেছে।

ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্পের ষষ্ঠ স্তম্ভটি হল 'সকলের জন্য তথ্য', যা কিনা প্রশাসনে স্বচ্ছতা বজায় রাখার সহায়ক হবে। উন্মুক্ত ডেটা মঞ্চের আওতায় এ জন্য জনসাধারণের সুবিধার্থে বিভিন্ন মন্ত্রক ও সরকারি দপ্তরের পক্ষ থেকে তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। তথ্য ও নথিপত্রের সরবরাহ অন-লাইন ব্যবস্থা অনুসরণ করার দরুন সেগুলি পাওয়া এখন অনেক সহজ ও বাধামুক্ত হয়েছে।

ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্পের সপ্তম তথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভটি হল বৈদ্যুতিন উৎপাদন বা ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং। এক সরকারি সমীক্ষায় দেখা যায় বৈদ্যুতিন পণ্যের চাহিদা বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২০ সাল নাগাদ ওই ধরনের পণ্যের চাহিদা মূল্য চারশো বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে। ইলেকট্রনিক উৎপাদনকে উৎসাহ জোগাতে সরকারের তরফে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রনিক উৎপাদনের জন্য গত দু' বছরে আড়াইশোটির বেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে, যেগুলিতে মোট লগ্নি দাঁড়াবে ১.২৮ লক্ষ কোটি টাকা।

অষ্টম স্তম্ভটি কর্মসংস্থানে তথ্য-প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত, যেখানে জোর দেওয়া হয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি বা ওই জাতীয় ক্ষেত্রগুলিতে কাজের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার জন্য ছোটো ছোটো শহর ও গ্রাম এলাকার যুবসমাজকে যথোপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত করার ওপর। সরকারের পরিকল্পনা হল আগামী পাঁচ বছরে এভাবে এক কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে আইটি সেক্টরে কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষিত করা। এছাড়া বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর এমন সংস্থাগুলিতে নিয়োগের জন্য আরও তিন লক্ষ পরিষেবা ডেলিভারি এজেন্টকে প্রশিক্ষিত করারও প্রস্তাব রয়েছে দক্ষতা বিকাশের অঙ্গ হিসাবে। রয়েছে ভারত বিপিও বিকাশ কর্মসূচি, যার আওতায় ছোটো শহর ও গ্রামাঞ্চলের দেড় লক্ষ তরুণের সামনে কর্মসংস্থানের সুযোগ আসবে। এই কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৯৩ কোটি টাকা। এর দ্বারা ছোটো ছোটো শহরে পরিকাঠামো ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বিকশিত হবে, যা কিনা পরবর্তী প্রবাহের তথ্য-প্রযুক্তি উন্নয়নে অন্যতম ভিত্তির ভূমিকা নেবে। একইভাবে উত্তর-পূর্ব বিপিও বিকাশ কর্মসূচি দেশের

ওই অঞ্চলের যুবসমাজের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং সেখানে তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের বিস্তার ঘটাবে। এখানে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ১৫ হাজার। এসব ছাড়াও গ্রামীণ এলাকায় টেলি-কম ও টেলি-কম সম্পর্কিত পরিষেবাগুলিতে কাজের জন্য স্থানীয় কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা হবে এবং এজন্য প্রশিক্ষিত করা হবে ৫ লক্ষ মানুষকে।

সর্বশেষ, অর্থাৎ নবম স্তম্ভটিতে রয়েছে একাধিক দ্রুত সুফলপ্রাপ্তির কর্মসূচি। এগুলি খুব স্বল্পকালীন মেয়াদে রূপায়িত করা সম্ভব হবে। এ ধরনের কয়েকটি কর্মসূচি : বার্তার আদান-প্রদানে তথ্য-প্রযুক্তি মঞ্চ, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াই-ফাই, সরকারের অভ্যন্তরীণ কাজে ই-মেল, পাবলিক ওয়াই-ফাই হটস্পট এবং এসএমএস-ভিত্তিক আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য।

সুপ্রশাসনের লক্ষ্যে ডিজিট্যাল ভারত পদক্ষেপ

সুপ্রশাসনের উৎসমূল হল স্বচ্ছতা ও নাগরিক সক্ষমতা। ডিজিট্যাল ভারতকে সুশাসনের লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী প্রকল্পে পরিণত করতে সরকার বহুমুখী কৌশল ও পদক্ষেপ নিয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ডিজি ধন অভিযান, আধার পে, বিএইচআইএম বা ভারত ইন্টারফেস ফর মানি, সিএসসি বা কমন সার্ভিস সেন্টার, ডিজিলকার, দিশা, সরাসরি নগদ হস্তান্তর বা ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার এবং ই-পঞ্চায়েত। বিমুদ্রাকরণ বা নোট বাতিল সিদ্ধান্তের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো এবং জনসাধারণকে সীমিত নগদ লেনদেনের ব্যাপারে উৎসাহিত করা। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের মধ্যে সুষ্ঠু অর্থ লেনদেনের এক অভিনব পন্থা হল ডিজি ধন অভিযান। সরকারের পরিকল্পনা হল দেশের বিভিন্ন জায়গায় ডিজি ধন মেলা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের ডিজিট্যাল অর্থ প্রদান ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হাতে-কলমে সচেতন করে তোলা। পরবর্তী পদক্ষেপ হল বিএইচআইএম-এর মতো ডিজিট্যাল অর্থ প্রদান মঞ্চ। এই পদ্ধতিতে ইউপিআই বা ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস ব্যবহার করলে লেনদেন দ্রুত ও সহজ-সরল হয়ে উঠবে। গত ৩০ ডিসেম্বর শুরু হবার পর থেকে বিএইচআইএম বা ভিম-এর বিস্তার ঘটেছে বহু গুণ। এক, সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভিম অ্যাপ ডাউনলোড করা হয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ বার এবং লেনদেনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯.৩৭ লক্ষ। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি এই দুই মাসে অ্যাপটির সাহায্যে মোট লেনদেনের অংক পৌঁছেছে ৯৫০ কোটি টাকায়।

সরকারি প্রয়াসে চালু হয়েছে বায়োমেট্রিক্স-ভিত্তিক বিশ্বের বৃহত্তম পরিচিতি ব্যবস্থা 'আধার'। এর সাহায্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সরকারি জোগান ব্যবস্থার সংস্কার, ফিসক্যাল বাজেট পরিচালনা এবং সহজলব্ধ জনমুখী প্রশাসনের বিস্তৃতি ঘটবে। এখন পর্যন্ত ১১০ কোটি ভারতীয় নাগরিক আধার কার্ড গ্রহণ করেছেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে অথবা সরাসরি নগদ হস্তান্তরের সুযোগ নিতে হলে আধার থাকাটা খুবই জরুরি। বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ ব্যবহার করে আধার পে-র সাহায্যে আধারযুক্ত অ্যাকাউন্ট গ্রহীতারা সব রকম ব্যাংকিং লেনদেন করতে পারবেন। একশো কোটিরও বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশে এর থেকে ভালো সামুদায়িক অর্থ প্রদান ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।

একটি ডিজিট্যাল সমাজের সার্বিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারের তরফে জোরকদমে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। এজন্য তৃণমূল স্তরে নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমন সার্ভিস সেন্টারকে শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে। আড়াই লক্ষ এ ধরনের সেন্টারের এক নিজস্ব নেটওয়ার্কের সাহায্যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন ধরনের নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবা পৌঁছোনো সম্ভব হবে। একটি আদান-প্রদান ও পরিষেবা জোগান-ভিত্তিক মডেল হিসাবে সার্ভিস সেন্টারগুলি সক্রিয় থেকে একটি একক ডেলিভারি মঞ্চের মাধ্যমে অসংখ্য ই-পরিষেবা সরবরাহ করে চলেছে।

ভারতকে একটি ডিজিট্যাল ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশ ও নলেজ অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক কর্মযজ্ঞের সূচনা হয়েছে। ডিজিট্যাল ভারতের একটি 'ফ্ল্যাগশিপ' কর্মসূচি হল ডিজি লকার। আদান-প্রদানভিত্তিক এই পাবলিক ক্লাউডে সব ধরনের সরকারি দলিল দস্তাবেজ ও শংসাপত্র পাওয়া যাবে। আরও পরিণত ই-প্রশাসনের লক্ষ্যে এই ডিজি লকার বাহ্যিক দলিল-দস্তাবেজের সাহায্য ব্যতিরেকেই ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে নথিপত্রের ইস্যু ও প্রত্যয়ীকরণের বা সত্যতা যাচাইয়ের কাজ সমাধা করবে। এখন ডিজিট্যাল লকারের সংখ্যা ৪০ লক্ষ। এছাড়া সরকারের তরফ থেকে নাগরিকদের মধ্যে ২০ লক্ষেরও বেশি ই-সাইনস ইস্যু করা হয়েছে। ডিজি লকারকেও আধারের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব। উল্লিখিত উদাহরণগুলি ডিজিট্যাল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে উঠতে ভারতের বহু স্তরীয় প্রয়াসের সাক্ষ্য বহণ করছে।

২০১৭-'১৮ বাজেট ও ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্প

ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্পকে আরও গতিশীল করতে ২০১৭-'১৮ কেন্দ্রীয় বাজেটে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব রয়েছে। দেশে ডিজিট্যাল লেনদেনের প্রবণতা বৃদ্ধি করার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ্য পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি রয়েছে ইন্টারনেট সংযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক সুপ্রসারিত করার প্রস্তাব। ইউপিআই, ইউএসএসডি, আধার পে, আইএমপিএস এবং ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড-সহ বিভিন্ন ডিজিট্যাল পেমেন্ট মঞ্চ ব্যবহার করে ২০১৭-'১৮ সালে আড়াই হাজার কোটি ডিজিট্যাল লেনদেন সম্পাদনের প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। ব্যাংকগুলির উদ্যোগে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ নতুন পিওএস টার্মিনাল খোলা হচ্ছে এবং আগামী সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ২০ লক্ষ আধার-ভিত্তিক পিওএস চালু করার জন্যও তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। বাজেটে উল্লেখ্য করা হয়েছে ২০১৮ সাল নাগাদ দেড় লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে অপটিক্যাল ফাইবারের হাইস্পিড ব্রডব্যান্ড চালু হবে, যাতে থাকবে হটস্পট এবং স্বল্প মাশুলের বিনিময়ে ডিজিট্যাল পরিষেবার সুযোগ। ভারত নেটের আওতায় ১.৫৫ লক্ষ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ইতোমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে। ভারত নেট প্রকল্পের জন্য বাজেটে রয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকার সংস্থান।

উপসংহার

সরকারের তরফে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও বলিষ্ঠ সমর্থন ডিজিট্যাল ভারত প্রকল্পকে অনায়াসেই সুসার্থক করে তুলবে। প্রকল্পটিতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ থাকায় ভারত শীঘ্রই এক ডিজিট্যাল ক্ষমতাপ্রাপ্ত উন্নত দেশের মর্যাদা পাবে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।❑

বিশ্বজুড়ে মন্দার বাজারে ভারত এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম

ডি. এস. মালিক

বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রেক্ষিতে প্রধান প্রধান দেশগুলির মধ্যে ভারত এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ২০১৩-'১৪ সালের ৬.৫ শতাংশ এবং ২০১৪-'১৫ সালের ৭.২ শতাংশের তুলনায় ২০১৫-'১৬ সালে ৭.৯ শতাংশ আর্থিক বিকাশের নজির রেখেছে ভারত। স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও ২০১৪-'১৫ এবং ২০১৫-'১৬ সালে এই বিকাশ হার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে উচ্চ মূল্যযুক্ত মুদ্রার বিমুদ্রীকরণ সত্ত্বেও ২০১৬-'১৭ সালে ৭.১ শতাংশ আর্থিক বিকাশের আভাস দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রেক্ষিতে প্রধান প্রধান দেশগুলির মধ্যে ভারত এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ২০১৩-'১৪ সালের ৬.৫ শতাংশ এবং ২০১৪-'১৫ সালের ৭.২ শতাংশের তুলনায় ২০১৫-'১৬ সালে ৭.৯ শতাংশ আর্থিক বিকাশের নজির রেখেছে ভারত। স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও ২০১৪-'১৫ এবং ২০১৫-'১৬ সালে এই বিকাশ হার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সুবিধালাভের উদ্দেশ্যে উচ্চ মূল্যযুক্ত মুদ্রার বিমুদ্রীকরণ সত্ত্বেও ২০১৬-'১৭ সালে ৭.১ শতাংশ আর্থিক বিকাশের আভাস দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৭-'১৮ সালে ভারতের আর্থিক বিকাশ হার আরও বৃদ্ধি পাবে। ১৩৮-টি দেশকে নিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তৈরি বিশ্ব প্রতিযোগিতামুখীনতা সূচক বা Global Competetiveness Index-এ ভারতের স্থান ৩৯তম। প্রসঙ্গত, ২০১৩-'১৪ সালে ১৪৮-টি দেশের মধ্যে এই সূচকে ভারতের অবস্থান ছিল ৬০তম।

সারণি-১

অর্থনৈতিক সূচক	২০১১-'১২ থেকে ২০১৩-'১৪ (৩ বছরের গড়)	২০১৪-'১৫ থেকে ২০১৫-'১৬ (২ বছরের গড়)	২০১৬-'১৭ (*)
মুদ্রাস্ফীতি উপভোক্তা মূল্যসূচক বা CPI (NS)	৯.৮	৫.৪	৪.৬
মুদ্রাস্ফীতি পাইকারি মূল্য সূচক বা WPI	৭.৪	−০.২	৩.৫
CAD (GDP-র শতাংশের হিসাবে)	−৩.৬	−১.২	−০.৭
GDP-র বিকাশ (শতাংশের হিসাবে)	৬.০	৭.৬	৭.১
বিশ্বের GDP-র বিকাশ (শতাংশের হিসাবে)	৩.৭	৩.৩	৩.১
বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ভাণ্ডার (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	২৯৬.৯	৩৫০.৯	৩৬২.৮
মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি বা FDI (বিলিয়ন ডলারে)	২১.১	৩৩.৬	২১.৩
রাজকোষ ঘাটতি (GDP-র শতাংশের হিসাবে)	৫.১	৪.০	৩.৫

* ২০১৬-'১৭ সালের ক্ষেত্রে CPI ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির হিসাব ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, WPI ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির হিসাব ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, CAD ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির হিসাব ২০১৬৭ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত, বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের হিসাব ২০১৭-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, GDP-র বিকাশ হার প্রথম আগাম হিসাব অনুযায়ী এবং ২০১৬-'১৭ সালের বাজেট হিসাব অনুযায়ী রাজকোষ ঘাটতির হার দেওয়া হল।

[লেখক পত্র সূচনা কার্যালয়, নয়াদিল্লির অতিরিক্ত মহানির্দেশক (সংবাদ মাধ্যম ও যোগাযোগ)। অর্থমন্ত্রক, কোম্পানি বিষয়ক ও ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত। ই-মেল : dprfinance@gmail.com]

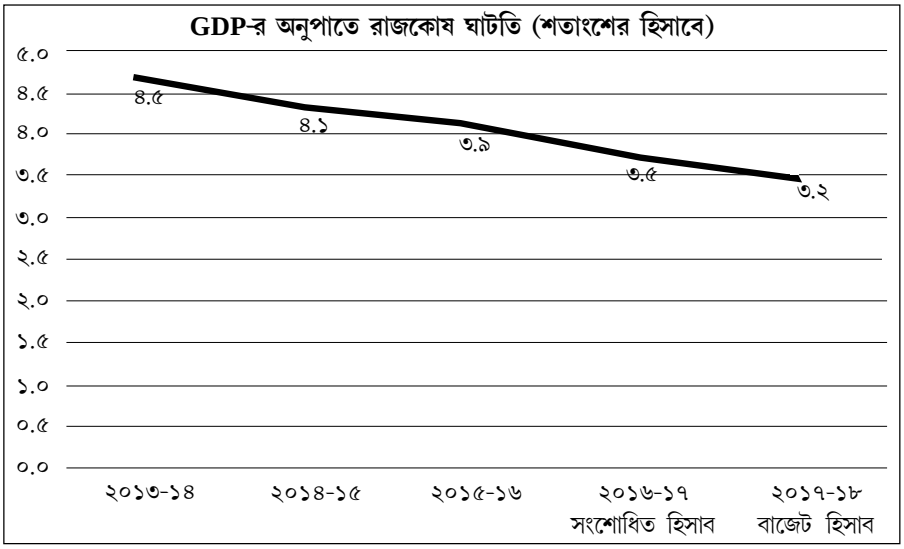

গত তিন বছরে ১ নং সারণিতে তালিকাবদ্ধ সূচকগুলির জোরে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে উন্নতি করেছে ভারত।

রাজকোষের হাল

ভারতের রাজকোষের অবস্থাও বর্তমানে যথেষ্ট সন্তোষজনক। ২০১৩-'১৪ সালে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-র অনুপাতে রাজকোষ ঘাটতির হার যেখানে ছিল ৪.৫ শতাংশ সেখানে ২০১৪-'১৫ সালে এই হার ৪.১ শতাংশ এবং ২০১৫-'১৬ সালে ৩.৯ শতাংশ তথা ২০১৬-'১৭ সালে (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী) এই হার আরও কমে হয়েছে ৩.৫ শতাংশ। ২০১৭-'১৮ সালে এই রাজকোষ ঘাটতির হার ৩.২ শতাংশে বেঁধে রাখার হিসাব দেখানো হয়েছে বাজেটে।

মুদ্রাস্ফীতি

ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের চড়া মূল্যবৃদ্ধির এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে ২০১৪ সালের মে মাসে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। গত তিন বছর ধরে সরকারের তরফে খাদ্যদ্রব্য ব্যবস্থাপনার কঠোর নীতি এবং মূল্যের ওপর কড়া নজরদারির ফলে বেলাগাম মুদ্রাস্ফীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পরপর তিনটি আর্থিক বছর ধরে উপভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। CPI (সংযুক্ত) ভিত্তিক গড় মুদ্রাস্ফীতি ২০১৩-'১৪ সালে যেখানে ছিল ৯.৫ শতাংশ; সেখানে ২০১৪-'১৫ সালে তা ৫.৯ শতাংশ এবং ২০১৫-'১৬ সালে ৪.১ শতাংশে নেমে এসেছে। গত আর্থিক বছরের (২০১৭-এর) ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই হার আবার কমে হয়েছে ৪.৬ শতাংশ এবং এক লাফে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসের কারণে ২০১৭-এর শুধু ফেব্রুয়ারি মাসেই এই হার ৩.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। উপভোক্তা খাদ্য মূল্য সূচকের (CFPI) বিচারে ২০১২-২০১৪ সালের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের মুদ্রাস্ফীতির হার যেখানে ছিল দুই অংকের, সেখানে ২০১৪-'১৫ সালে এই হার কমে ৬.৪ শতাংশ এবং ২০১৫-'১৬ সালে তা ৪.৯ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। গত আর্থিক বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এই হার আরও কমে হয়েছে ৪.৪ শতাংশ এবং শুধু ফেব্রুয়ারি মাসেই (২০১৭) এই হার দাঁড়িয়েছে ২.০ শতাংশে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারত সরকার ২০১৬-এর ৫ আগস্ট থেকে শুরু করে ২০২১ সালে ৩১ মার্চ— এই সময়কালের জন্য ৪ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতির সীমা বেঁধে দিয়েছে; যেখানে সহশীলতার মাত্রা ২ শতাংশ কম বা বেশি হতে পারে।

ব্যবসাবাণিজ্য

বিশ্বব্যাপী মন্দার সূত্র ধরে ২০১৪-'১৫ এবং ২০১৫-'১৬ সালে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য কমেছিল যথাক্রমে ১.৩ শতাংশ এবং ১৫.৫ শতাংশ। কিন্তু ২০১৬-'১৭ সালে (এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি) নেতিবাচক এই ছবিটার কিছুটা বদল হয়। ২০১৫-'১৬ সালের এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যেখানে ২৩৯.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি বাণিজ্য হয়েছিল; সেখানে ২০১৬-'১৭ সালের এপ্রিল থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্যের অংকটা ২.৫ শতাংশে বেড়ে দাঁড়ায় ২৪৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মাসিক রপ্তানি বৃদ্ধির হারও ধনাত্মকই থেকেছে।

২০১৪-'১৫ সালে যেখানে ভারতে ৪৪৮.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানি হয়েছিল; সেখানে ২০১৫-'১৬ সালে এই আমদানির অংকটা ১৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩৮১.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম পড়ে যাওয়ার কারণেই মূলত আমদানির অংকটাও হ্রাস পায়। ২০১৬-'১৭ সালে (এপ্রিল থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) আমদানির অংকটা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আরও ৩.৭ শতাংশ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। প্রসঙ্গত, পূর্ববর্তী অর্থবছরের এপ্রিল থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের আমদানির অংকটা ছিল ৩৫৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

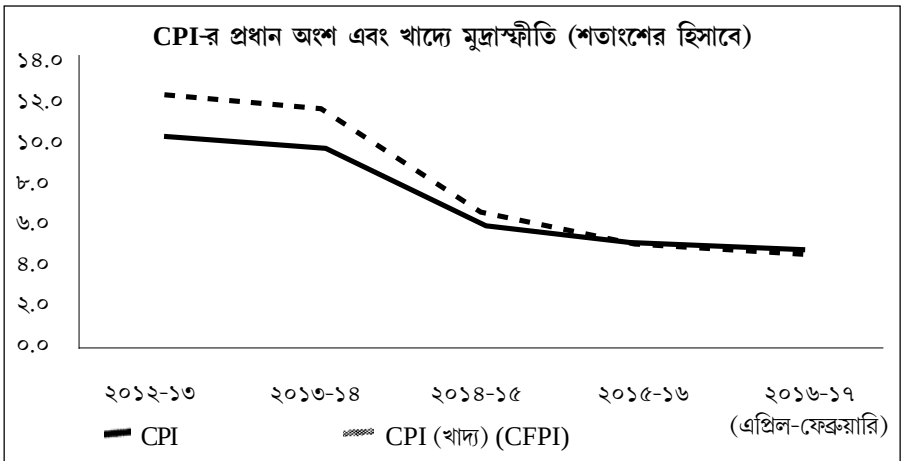

সূত্র : কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (CSO)

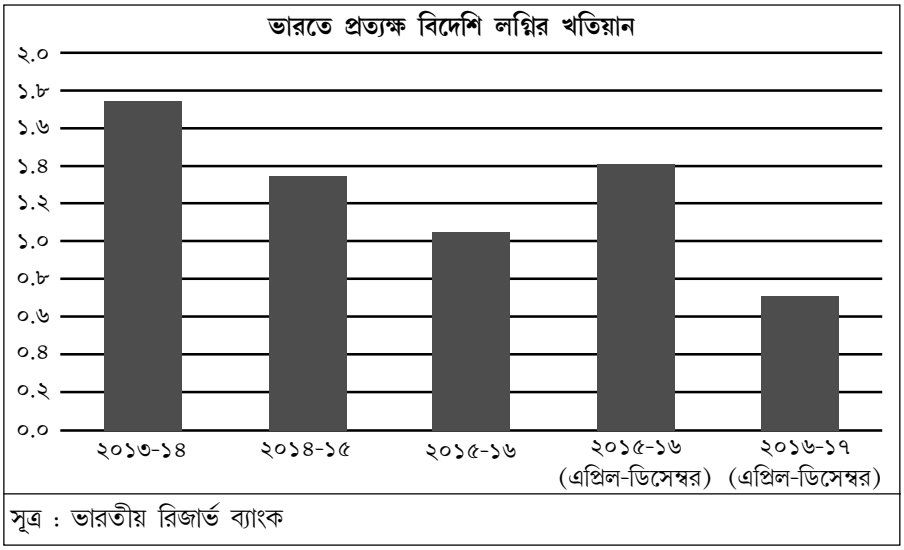

সূত্র : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক

২০১২-'১৩ সালে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৯০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে ২০১৫-'১৬ সালে এই বাণিজ্য ঘাটতির হার ১৩.৮ শতাংশ কমে হয় ১১৮.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-'১৫ সালে এই ঘাটতির অংকটা ছিল ১৩৭.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০১৬-'১৭ সালের এপ্রিল থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই অংকটা আরও কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৯৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে; যেখানে পূর্ববর্তী বছরের ওই একই সময়ে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১১৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেনের হিসাব

রপ্তানি বাণিজ্যে মন্দা সত্ত্বেও মোটের ওপর ভারতের বৈদেশিক লেনদেনের অবস্থা সন্তোষজনক। ২০১২-'১৩ সালে দেশের চলতি খাতে ঘাটতি যেখানে ছিল ৮৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। (GDP-র ৪.৮ শতাংশ) সেখানে ২০১৫-'১৬ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ একধাপে নেমে এসেছে ২২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (GDP-র ১.১ শতাংশ)। সামগ্রিক ভাবে ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর; এই সময়পর্বে মূলত বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের দরুন চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ আরও কমে দাঁড়িয়েছে GDP-র ০.৭ শতাশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ওই একই সময়পর্বে ছিল GDP-র ১.৪ শতাংশ।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

২০১৩-'১৪ সালে যেখানে ৪৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি এসেছিল; সেখানে ২০১৪-'১৫ সালে লগ্নির এই অংকটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং ২০১৫-'১৬ সালে তা আরও বেড়ে হয়েছে ৫৯.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-'১৭ সালে (এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির অংকটা ছিল ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; সেখানে ২০১৫-'১৬ সালে ওই একই সময়পর্বে (এপ্রিল-ডিসেম্বর) এই লগ্নির পরিমাণ ছিল ২৭.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৫-'১৬ সালের প্রথমার্ধে শেয়ার বাজারে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Portfolio Investment) যেখানে ছিল (–) ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; সেখানে ২০১৬-'১৭ সালের প্রথমার্ধে তা এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। তবে ২০১৬-এর ডিসেম্বর এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে শেয়ার বাজার থেকে যথাক্রমে ৫.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ০.৫ বিলিয়ন ডলারের লগ্নি বেরিয়ে গেছে। আমেরিকার নতুন আর্থিক নীতি তথা ফেডারেল রিজার্ভের অংশে সুদের হার বাড়ানোর কারণেই মূলত এটা হয়েছে। তবে শুধু ভারতের শেয়ার বাজার থেকেই বৈদেশিক বিনিয়োগ বেরিয়ে গেছে তা কিন্তু নয়, উন্নত অর্থনীতিগুলি থেকে আরও বেশি সুদ পাওয়ার সম্ভাবনায় অধিকাংশ উদীয়মান বাজার অর্থনীতির শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রেই এই একই ঘটনা ঘটেছে।

বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ভান্ডার

২০১৬ সালে সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় পৌঁছে গেছে ৩৭১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা সর্বকালের একটা রেকর্ড। তবে টাকার মূল্য স্থিতিশীল করতে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের হস্তক্ষেপ এবং ২০১৩-র সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে অনাবাসী ভারতীয়দের সুবিধার্থে তৈরি বিশেষ বিনিময় ব্যবস্থাপনার (Special Swap Window) জন্য গচ্ছিত FCNR (B) আমানতের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় সেই অর্থ পরিশোধের কারণে ২০১৬ সালের নভেম্বরের শেষ নাগাদ বৈদেশিক মুদ্রার এই সঞ্চয় কমে দাঁড়ায় ৩৫১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ২০১৬-র ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ এ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় যেখানে ছিল ৩৫৮.৯ বিলিয়ন

সূত্র : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক

মার্কিন ডলার, সেখানে ২০১৭-র জানুয়ারির শেষ নাগাদ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬৩.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ভান্ডার যথেষ্ট মজবুত এবং আন্তর্জাতিক মহলের বৃহত্তর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে উদ্ভুত মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠা-পড়া সামাল দেওয়ার পক্ষে তা পর্যাপ্ত।

টাকার বিনিময় হার

২০১৬-'১৭ সালে (এপ্রিল থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) প্রতি মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে টাকার মাসিক গড় বিনিময় হার ছিল ৬৭.২ টাকা; অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পূর্ববর্তী বছরের ওই একই সময়ের তুলনায় টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছে ২.৮ শতাংশ। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল তথা সেদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ফেডারেল রিজার্ভের তরফে আর্থিক নীতি আরো আঁটোসাটো করার কারণেই টাকার দাম এভাবে পড়েছে। তবে ২০১৬-'১৭ সালে অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতিগুলির তুলনায় টাকার ফলাফল তুলনামূলকভাবে ভালো।

টাকার অংকে (Nominal Terms) মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় মুদ্রার (টাকা) দাম পড়লেও প্রকৃত বিনিময় হারের (Real Effective Exchange Rate বা REER) ভিত্তিতেই কিন্তু অর্থনীতির ওপর টাকার অবমূল্যায়নের প্রভাবটা সবচেয়ে ভালো বিচার করা যায়। এই প্রকৃত বিনিময় হার আদতে বৈদেশিক মুদ্রার সাপেক্ষে দেশীয় মুদ্রা বিনিময় হারের গুণোত্তর; যা দুই দেশের মূল্যস্তরের পার্থক্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কাজে লাগানো হয়। এই REER-এর নিরিখে ২০১৫-'১৬ সালের এপ্রিল থেকে জানুয়ারি মাসের তুলনায় ২০১৬-'১৭ সালের এপ্রিল থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে টাকার মূল্য বেড়েছে ১.৭ শতাংশ।

বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ভান্ডার

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৮৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা ওই বছরেরই মার্চের শেষের তুলনায় ০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (০.২ শতাংশ) কম।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে বৈদেশিক ঋণ সংক্রান্ত মূল সূচকগুলির মধ্যে প্রায় সব ক'টিরই উন্নতি হয়েছে। ২০১৬-র মার্চের শেষে মোট বৈদেশিক ঋণে স্বল্প মেয়াদি ঋণের পরিমাণ যেখানে ছিল ১৭.২ শতাংশ; সেখানে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের শেষ নাগাদ এই স্বল্প মেয়াদি ঋণের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ১৬.৮ শতাংশ। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ভান্ডারের মাধ্যমে ২০১৬ সালের মার্চের শেষ নাগাদ যেখানে মোট বৈদেশিক ঋণের ৭৪.৩ শতাংশ পোষানো গেছে; সেখানে ওই বছরেরই সেপ্টেম্বরের শেষে মোট বৈদেশিক ঋণের ৭৬.৮ শতাংশ সামাল দেওয়া গেছে এই সঞ্চয় ভান্ডারের সাহায্যে।

ঋণগ্রস্থ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় মূল সূচকগুলির উন্নত অবস্থানের দরুন সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা দেশগুলির মধ্যেই রয়েছে ভারত। বিশ্ব ব্যাংকের যে "আন্তর্জাতিক ঋণ পরিসংখ্যান, ২০১৭" ২০১৫ সালের নিরেখে উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈদেশিক ঋণের তথ্য দিয়ে থাকে, সেই তথ্যের বিচারে মোট জাতীয় আয়ে (GNI) ভারতের বৈদেশিক ঋণের অনুপাত ছিল ২৪.৩ শতাংশ। বৈদেশিক ঋণের এই কম অনুপাতের পর্যায়ক্রমে ভারতের অবস্থান ছিল পঞ্চম। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ভান্ডারের মাধ্যমে ৬৯.৭ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ সামাল দিয়ে ষষ্ঠ স্থানে ছিল ভারত।

কৃষি এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা

২০১৭-র ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত জাতীয় আয়ের দ্বিতীয় অগ্রিম হিসাব অনুযায়ী, ২০১৬-'১৭ সালে কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে মোট মূল্য সংযুক্তির (GVA) বৃদ্ধি হার ছিল ৪.৪ শতাংশ। ২০১৫-'১৬ এবং ২০১৪-'১৫ সালে এই হার ছিল যথাক্রমে ০.৮ শতাংশ এবং (–) ০.২ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০১৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কৃষি মন্ত্রক এবং কৃষি কল্যাণের তরফে প্রকাশিত খাদ্যশস্যের উৎপাদক বিষয়ক দ্বিতীয় অগ্রিম হিসাব অনুযায়ী, ২০১৬-'১৭ সালে মোট ২৭১.৯৮ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের আভাস দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৫-'১৬ সালে এদেশে ২৫১.৫৭ মিলিয়ন টন (চূড়ান্ত) খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল এবং ২০১৪-'১৫ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৫২.০২ মিলিয়ন টন।

শিল্পক্ষেত্র

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার (CSO) তরফে ২০১৭-র ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত জাতীয় আয়ের দ্বিতীয় অগ্রিম হিসাব অনুযায়ী; ২০১৬-'১৭ সালে শিল্পক্ষেত্রে মোট মূল্য সংযুক্তির (GVA) বৃদ্ধি হার ছিল ৫.৮ শতাংশ। ২০১৫-'১৬ এবং ২০১৪-'১৫ সালে এই হার ছিল যথাক্রমে ৮.২ শতাংশ এবং ৬.৯ শতাংশ। ২০১৬-'১৭ সালে উৎপাদন ক্ষেত্রের দরুন মোট মূল্য সংযুক্তি বা GVA-র বৃদ্ধি ঘটেছে ৭.৭ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৫-'১৬ এবং ২০১৪-'১৫ সালে এই উৎপাদন ক্ষেত্রের ওপর ভর করে GVA-র বিকাশ ঘটেছিল যথাক্রমে ১০.৬ শতাংশ এবং ৭.৫ শতাংশ। ২০১৬-'১৭ সালের এপ্রিল থেকে জানুয়ারি, এই সময়পর্বে অপরিশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম শোধনাগারজাত পণ্য, কয়লা, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট, ইস্পাত এবং সার— এই আটটি মূল শিল্পকে নিয়ে গঠিত সূচকের বৃদ্ধি ঘটেছে ৪.৮ শতাংশ। ২০১৫-'১৬ সালে এই সূচকের বৃদ্ধি ঘটেছিল ৩.৪ শতাংশ এবং ২০১৪-'১৫ সালে এই বৃদ্ধি হার ছিল ৪.৫ শতাংশ।

২০১৫ সালে বিদ্যুৎক্ষেত্রে 'উজ্জ্বল ডিসকম অ্যাসুরেন্স যোজনা' বা UDAY-এর সূচনার পর অধিকাংশ রাজ্যই মোট কারিগরি ও বাণিজ্যিক ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য যথেষ্ট প্রয়াসী হয়েছে। ২০১৪-'১৫ সালের শেষের দিকে বিদ্যুৎবণ্টন সংস্থাগুলির ওপর যে পরিমাণ ঋণের বোঝা ছিল, তার অন্তত ৬২ শতাংশ লাঘব হয়েছে এই প্রকল্পের দরুন।

সড়ক পরিবহণ ও রাজপথ মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত ২০১৬ সালের বর্ষশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৫৬৮৮ কিলোমিটার রাজপথ নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছিল এবং ওই সময়ের মধ্যে ৪০২১ কিলোমিটার হাইওয়ে নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৫-'১৬ সালে ৬০২৯ কিলোমিটার হাইওয়ে নির্মাণের বরাত দেওয়া হয়েছিল এবং ওই বছর নির্মিত হয়েছে ৪৪১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাজপথ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতির উপরোক্ত সাফল্যগুলি তো রয়েছেই, তাছাড়া এ বছরের পয়লা জুলাই থেকে চালু হতে চলেছে পণ্য ও পরিষেবা কর; যা পরোক্ষ কর সংস্কারের পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এর ফলে আগামী দিকগুলিতে ভারতীয় অর্থনীতি আরও অনেক সাফল্যের শিখর ছোঁবে এমনটা আশা করা হয়তো অমূলক নয়।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সুষ্ঠু আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাত পর্ব

শিশির সিনহা

সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ সাত ইস্যু : কয়লা ও নানা খনিজ দ্রব্য এবং স্পেকট্রাম নিলাম; জ্যাম ত্রিত্ব—জন ধন, আধার, মোবাইল; পণ্য ও পরিষেবা কর; ফলাফল বাজেট; ব্যয়ের পুনর্শ্রেণিবিভাগ; সাধারণ বাজেটে রেলের অন্তর্ভুক্তি; বাজেটের তারিখ এগিয়ে আনা। ২০১৪-র মে মাসে ক্ষমতায় আসা ইস্তক, এই সরকার শুধুমাত্র কথাবার্তায় সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কঠোর পথ অনুসরণের দাবি করে ক্ষান্তি দেয়নি, কোষ-এর (অনেকের কথায়, রাজকোষ) ঘাটতি কমে আসার ধারাতেও তা প্রতিফলিত।

ভোটে নির্বাচিত এক সরকারকে চলতে হয় কত না গোষ্ঠীর সন্তুষ্টি বিধান করে। ভোটাররা হচ্ছে একটা গোষ্ঠী (এর মধ্যে পড়ে শাসক দল/জোটের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়া জনতা)। আরেকটি তরফ হল, অর্থনীতিবিদ, রেটিং সংস্থা, বিশ্লেষণ-বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। প্রথমোক্ত গোষ্ঠী চায় আরও বেশি বেশি কল্যাণ প্রকল্প। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় পক্ষের চাহিদা, সরকার বেশি গুরুত্ব দিক মূলধনী ব্যয়ে। আরও একটি, অর্থাৎ তৃতীয় গোষ্ঠীতে পড়ছে কোম্পানিগুলি। এই গোষ্ঠীর কাছে কর ছাড়/ করে হরেক সুযোগ-সুবিধে পাওয়াটাই বড়ো কথা। এরা মনে করে জনসাধারণের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থায় বেশি খরচাপাতি নিছক সস্তা জনপ্রিয়তা কুড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই তিন তরফকেই খুশি রেখে চলা কোনও অর্থমন্ত্রীর পক্ষেই সহজ নয়। পরের নির্বাচনে তার দল ফের ভোট প্রার্থী হবে বলে, মানুষজনকে তুষ্ট করে চলতে বাধ্য হন তিনি। আছে বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ ও রেটিং এজেন্সিগুলিকে সন্তুষ্ট রাখার দায়ও, কেননা তারা দেশের অর্থনীতির ভাবমূর্তি তৈরি এবং রেটিং স্থির করার মালিক, যা কিনা লগ্নি টানার নির্ণায়ক। খেয়াল রাখতে হবে, বিদেশি লগ্নির দরকার আছে ঠিকই, তবে সেই সঙ্গে চাই দেশি উদ্যোগীদেরও, দেশের শিল্পপতিরা যেন টাকা ঢেলে শিল্প গড়তে এগিয়ে আসে। এই তৃতীয় গোষ্ঠীরও তাই মন জুগিয়ে চলতে হবে বইকি! এমতাবস্থায়, এই তিন পক্ষের জন্যই এক সাধারণ কৌশল বা ব্যবস্থা কী হতে পারে? এটাই হচ্ছে সুষ্ঠু আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা—Sound Fiscal Mannagment, যা কিনা আখেরে আর্থিক ক্ষেত্রকে সংহত করে।

মনে রাখা ভালো, সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নীতির জন্য নিছক গাণিতিক বা অংকের হিসেব-নিকেশ এবং কড়া ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, দরকার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি; ব্যবস্থায় ফল পেতে হলে মানবিক দিকটিও দরকার। এসব মাথায় রেখে, সরকারের জবরদস্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা নীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাতটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

● **কয়লা ও নানা খনিজ দ্রব্য এবং স্পেকট্রাম নিলাম :** প্রাকৃতিক সম্পদ বণ্টনের জন্য পূর্বেকার "আগে এলে আগে মেলা" নীতির দরুন ভ্রষ্টাচার বা দুর্নীতির আর ইয়ত্তা ছিল না। সুপ্রিম কোর্ট তাই ২০১৪-র ২৫ আগস্ট ২০৪-টি কয়লা ব্লকের বণ্টন রদ করে দেয়। ঠিক হয় যে কয়লা খনি বণ্টন হবে নিলাম মারফৎ বা তা পাবে সরকারি সংস্থা। এই নয়া নীতি চালু হওয়ার পর, আজ তক বণ্টিত হয়েছে ৮২-টি কয়লা খনি। ৬-টি পেয়েছে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সংস্থা। বাদবাকিগুলি বেসরকারি ক্ষেত্রকে বণ্টন করা হয়েছে ই-নিলামের মাধ্যমে।

এই নতুন ব্যবস্থায় সরকারি কোষগারের ফায়দাটা কী হয়েছে? ২০১৪-'১৪ সময়কালে কয়লা খনি বণ্টনের দরুন সরকারি কোষগারে লোকসানের বহরের কোনও হিসেব সরকারের নেই। ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ)-এর কার্যালয় অবশ্য তার কয়লা খনি বণ্টন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে বেসরকারি সংস্থাগুলির লাভের অংক ১.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা। এখন হিসেব করা হচ্ছে যে নিলাম/সরকারি বণ্টনের সুবাদে আয় হবে ৪ লক্ষ কোটি টাকার বেশি এবং

[লেখক অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক সাংবাদিক। বর্তমানে 'ABP News'-এর ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক পদে আসীন। ই-মেল : hblshishir@gmail.com]

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের মতো কয়লা সমৃদ্ধ রাজ্যগুলি পাবে এর বখরা।

অন্যান্য খনিজ দ্রবের বেলায়, খনি ও খনিজ পদার্থ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধন আইন, ২০১৫ মোতাবেক খনি নিলাম করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারগুলিকে। অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, ওড়িশা, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে এ পর্যন্ত ২১-টি খনি ব্লক নিলাম বেশ সফল। নিলাম বাবদ রাজ্যগুলির ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি আয় হবে। দশটি রাজ্যে নিলামে তোলা হবে আরও ৭১-টি খনি/খনি ব্লক।

নিলাম ডাকায় ভালো ফল মেলার আর একটি নজির হচ্ছে স্পেকট্রাম। এই নিলাম ২০১২-তে শুরু হলেও, তা জোর কদমে এগিয়ে চলে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর। সরকারের দাবি, তাদের জমানার প্রথম তিন বছরে এক্ষেত্রে কোনও ঘাটতি হয়নি। ২০১৪-'১৫-এ কোনও 'লক্ষ্য' নির্দিষ্ট না থাকলেও আয় হয়েছে ১০,৭৯১.০৮ কোটি টাকা। পরের বছর, ২১৫৮৭ কোটি টাকা আয়ের টার্গেট পূরণ করা গেছে। ২০১৬-'১৭-এ লক্ষ্য ছিল ৩৩,১৯৪ কোটি টাকা। আয় হয় ৩৩,১৯৬.৮৭ কোটি টাকা; অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি টাকা বেশি। প্রাকৃতিক সম্পদ বণ্টনের প্রচলিত বন্দোবস্তের তুলনায় নিলাম মারফৎ আয় অনেক বেশি হওয়াটা, এ থেকে বেশ স্পষ্ট। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ই-নিলামের যুগ আসায় পুরো ব্যাপারটি অনেক বেশি স্বচ্ছ। নিলামের তারিফ করে 'Forbes' পত্রিকা বলেছে, "এহেন প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও কাজে লাগানোর অধিকার বণ্টনে এটাই সঠিক পথ। ভারতের আরও সমৃদ্ধিশালী হওয়া উচিত। সেই লক্ষ্যের পথে এটা আরেক পদক্ষেপ। এ বিষয়টার এভাবেই ব্যবস্থা করা সমীচীন।"

● **জ্যাম ত্রিত্ব—জন ধন, আধার, মোবাইল :** সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার নীতির লক্ষ্যে নিলাম এক বাস্তবমুখী কর্মপ্রণালী হলে, 'জ্যাম' একে দিয়েছে মানবিক মুখ। 'জ্যাম' মানে জনধন, আধার ও মোবাইল। জ্যাম নিয়ে বিশদ আলোচনার আগে, বোঝা দরকার আমাদের কেন এটা দরকার। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে 'সরকার ফি বছর লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে কল্যাণ প্রকল্প বাবদ। এ ধরনের ব্যয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ভরতুকি। ২০১৫-'১৬-এর অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভারতে গরিবি দূর করার আলোচনাটিতে ভরতুকির স্থান গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের কাছে এ এক নীতিগত হাতিয়ার। বহু জিনিসের দামে ভরতুকি জোগায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় সরকারই। এসব জিনিস কেনা গরিব মানুষের সাধ্যে কুলোনোর ব্যবস্থা করা এর উদ্দেশ্য। চাল, গম, ডাল, চিনি, কেরোসিন, রান্নার গ্যাস, ন্যাপথা, জল, বিজলি, ডিজেল, সার, আকরিক লোহা, রেল—সরকারি ভরতুকিপ্রাপ্ত পণ্য ও পরিষেবার এ কেবল কিছু নামোল্লেখ। ভরতুকি বাবদ সরকারের ব্যয় ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকার মতো বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৪.২৪ শতাংশ। এখন সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, এই সুবিধা কারা সবচেয়ে বেশি ভোগ করে, গরিব না অন্যান্যরা? আর এক জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে, গরিব কি সত্যিই উপকার পায়?

প্রথম প্রশ্নটিতে, ২০১৫-'১৬-র অর্থনৈতিক সমীক্ষার জবাব হল, ভরতুকি প্রায়শই পশ্চাদমুখী। পশ্চাদমুখী মানে, গরিবের তুলনায় ভরতুকির বেশি ফায়দা লোটে অবস্থাপন্ন পরিবারগুলি। রান্নার গ্যাসকে ধরা যাক। সবচেয়ে বেশি গরিব ৫০ শতাংশ পরিবার ভোগ করে রান্নার গ্যাসের মাত্র ২৫ শতাংশ। বলা হয়, খুব কম উপায়ী মানুষরা এলপিজি ভরতুকি বাবদ মাথাপিছু মাসিক লাভ করে ১০ টাকার কম। সেখানে বেশি রোজগেরে লোকের মাথাপিছু লাভ মাসে ৮০ টাকার কাছে। ধরা হয় যে, কেরোসিন ব্যবহার করে অধিকাংশ গরিব। অর্থনৈতিক সমীক্ষা এ ধারণা নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছে ভরতুকিপ্রাপ্ত কেরোসিনের মাত্র ৪৬ শতাংশ ভোগ করে গরিবি রেখার নিচে থাকা (বিপিএল) বা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার কার্ডধারী পরিবারগুলি। ভরতুকির কেরোসিন বেশি ভোগ করে স্বচ্ছল লোকজন। আর সবেচেয়ে বেশি অবস্থাপন্ন ৪০ শতাংশ পরিবার বাগিয়ে নেয় এই কেরোসিনের প্রায় ১৫ শতাংশ।

সোজাসাপটা ভাষায়, ভরতুকির নয়ছয় হচ্ছে; যা কিনা সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নীতির মৌল তত্ত্বের সঙ্গে বেমানান। তাহলে কী উপায়? এর উত্তর, সরকারের কাছ থেকে সত্যি সাহায্য পাওয়া দরকার এমন গরিবদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া। এমন নয় যে এ ধরনের টার্গেটেড বা উদ্দীষ্ট প্রকল্প নেই। কিন্তু এসব প্রকল্প তেমন সফল হচ্ছে না। গরিবদের সনাক্ত করতে এসব প্রকল্পে বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ ব্যবস্থার খামতি এজন্য দায়ি। পরিণাম, গরিব গরিবিতেই ঘুরপাক খাচ্ছে আর সরকারের ভরতুকি বাবদ খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলার কোনও বিরাম নেই।

এক নতুন শব্দ 'জ্যাম' চালু করে এক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রমনিয়ান। "প্রতিটি চোখ থেকে প্রতি ফোঁটা জল মুছে" ফেলার জন্য তিনি একে মুশকিল আসান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এখন দেখতে হবে, এটা কাজ করে কিভাবে?

➔ **জন ধন**—বর্তমান সরকার শুরু করেছে এই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা প্রতিটি পরিবারের জন্য নিদেন একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বন্দোবস্ত করবে। আজ অবধি খোলা হয়েছে ২৮ কোটির বেশি অ্যাকাউন্ট। উদ্দীষ্ট উপকৃতদের কাছে পৌঁছনোর জন্য এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ।

➔ **আধার**—এই ১২ অংকের সংখ্যা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র পরিচয়ের ব্যবস্থা করে। এ পর্যন্ত আধার নম্বর পেয়েছে ১১১ কোটি মানুষ। ধরা যেতে পারে যে, প্রায় সব প্রাপ্তবয়স্কের আধার নম্বর আছে। প্রত্যেকের মাত্র একটি আধার থাকতে পারে বলে, উদীষ্ট উপকৃতকে চিহ্নিতকরণ শুধু নয়, সেই সঙ্গে উপকার তার কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়াটা সুনিশ্চিত করা যায়। এই হস্তান্তরের জন্য উপকৃতের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর যুক্ত থাকা দরকার। এ ব্যাপারে নজর দিয়ে, সরকার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার নম্বর যুক্ত করার বন্দোবস্ত করেছে জোরদার।

➔ **মোবাইল**—দেশে আছে ১০০ কোটির বেশি মোবাইল। একটা ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে আর্থিক ব্যবস্থার সংস্থানের ক্ষেত্রে এ এক বড়ো হাতিয়ার। মোবাইল উপকৃতের কাছে তার আধারযুক্ত অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর সরাসরি পৌঁছে দেবে, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও এই মোবাইল ব্যবহার করা যায়। উন্নত প্রযুক্তি এসে পড়ায়, এই আর্থিক লেনদেনের জন্য একটা স্মার্ট ফোন বেশ জরুরি, সাধারণ ফোন মারফতও অবশ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা-পয়সা দেওয়া-নেওয়া করা যেতে পারে।

২০১৪-'১৫ থেকে 'জ্যাম' কাজে লাগাতে সরকার বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে এবং এযাবৎ এর ফলাফল যথেষ্ট ভালো। সরকার বেশ কয়েকবার জানিয়েছে 'জ্যাম' ব্যবহার করে সরাসরি উপকার হস্তান্তরের মাধ্যমে গত আড়াই বছরে সাশ্রয় করা গেছে হাজার পঞ্চাশেক কোটি টাকা। সরকারি বণ্টন ব্যবস্থায় বেঁচেছে ১৪ হাজার কোটি টাকা, মহাত্মা

গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে ৭৬০০ কোটি এবং এলপিজি 'পহল'-এ প্রায় ২৬,৪০০ কোটি টাকা। এর মানে, খরচ কাটছাঁট করে নয়, এক কার্যকর বণ্টন ব্যবস্থার সুবাদে ব্যয় সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে।

● **পণ্য ও পরিষেবা কর :** জ্যামের প্রথম দু'টি স্তম্ভকে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক মুখ জোগান ধরলে, ব্যবসা সহজ করার জন্য তৃতীয় একটি স্তম্ভেরও দরকার এবং পণ্য ও পরিষেবা করকে সেভাবে দেখা যেতে পারে। আগামী পয়লা জুলাই থেকে নয়া পরোক্ষ কর ব্যবস্থা, পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করতে সরকারের তোড়জোড় সারা। নতুন এ ব্যবস্থায় ভারত পরিণত হবে এক অভিনব বাজারে, কমবে করে কারচুপি, বাড়বে রাজস্ব আয়। কর-মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত বাড়াতেও এটা জরুরি। চলতি বাজার দরে (কেন্দ্রীয় করের উপর ভিত্তি করে) ২০১৫-'১৬-এ ভারতের কর-মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত মাত্র ৫.২ শতাংশের ধারে কাছে। সৌজন্যে পরিষেবা করের আওতা ছেড়ে বহু ক্ষেত্রকে রেয়াত, কৃষি সহযোগী ক্ষেত্রের আয় করমুক্ত, ক্ষুদ্র শিল্পে তুলনামূলকভাবে বেশি আয় হলে তবে কর চাপানো এবং আর্থ-সামাজিক কারণবশত কর ছাড় ইত্যাদি ইত্যাদি। পণ্য ও পরিষেবা করের আওতা থেকেও অবশ্য অব্যাহতি পাবে বহু কৃষি পণ্য বিশেষত খাদ্যশস্য, তবে আবার এহেন অনেক জিনিসে বসবে এই কর। অন্যান্য সব ছাড়ের কপালে কী আছে তা স্পষ্ট নয়, তবে অধিকাংশ ছাড় তুলে দেওয়া হবে বলে এখনও মনে করা হচ্ছে। এর সুবাদে পরোক্ষ কর-মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত যাবে বেড়ে।

পণ্য ও পরিষেবা করের লক্ষ্য গোটা দেশে এক অভিন্ন কর কাঠামো গড়ে তোলা। এর দৌলতে কোম্পানিগুলি সহজে ব্যবসা করার সুবিধে পাবে। সেই সঙ্গে নতুন ব্যবস্থায় কর ভিত্তি প্রশস্ত হয়ে বাড়বে সরকারের রাজস্ব।

● **ফলাফল বাজেট :** বরাদ্দ নিয়ে ঢোলসহরত হয় বিস্তর কিন্তু ফল নিয়ে চুপচাপ, এ অভিযোগ বহু দিনের, বহু জনের। এ হেন নালিশ শোনার দিন আশা করা যায় শেষ হতে চলেছে। এখন থেকে বাজেটে ব্যয়, তা থেকে প্রাপ্তি ও তার ফলাফল-এর বিষয়ও সংসদে পেশ করা হবে। এতে বাড়বে সরকারি কর্মসূচি ও প্রকল্প রূপায়ণে দায়বদ্ধতা।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই অর্থবছর থেকে ৬৮-টি মন্ত্রক ও দপ্তরের প্রকল্পগুলির পিছনে ঢালা টাকাকড়ির পাশাপাশি ব্যয়িত অর্থ থেকে প্রাপ্তি এবং তার ফলাফলও বাজেট নথিতে পাওয়া যাবে। এটা সরকারকে আরও বেশি দায়বদ্ধতা আনতে সাহায্য করবে। এর ফলে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার কারণগুলি খুঁজে বের করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

● **ব্যয়ের পুনর্শ্রেণিবিভাগ :** ২০১৭-'১৮ বাজেট থেকে ব্যয়ের যোজনা ও যোজনা-বহির্ভূত; এই শ্রেণিবিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে। ব্যয় এখন মূলধনী ও রাজস্ব এই দু' ভাগে বিভক্ত। এতকাল যোজনা ব্যয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির একটা পক্ষপাতের দরুন সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও আবশ্যক সামাজিক পরিষেবা জোগানো বাবদ ব্যয় বরাদ্দ মার খেত।

● **রেল বাজেট মিশে গেল সাধারণ বাজেটে :** পৃথকভাবে রেল বাজেট পেশের ৯২ বছরের পুরোনো ধারার ঠাঁই হল ইতিহাসের পাতায়। ২০১৭-'১৮-এ রেল বাজেট হয়েছে সাধারণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। এই একত্রিত বাজেট সরকারের আর্থিক অবস্থার একটা সার্বিক চিত্র তুলে ধরবে। এই সংযুক্তির সুবাদে কমবে পদ্ধতিগত রকম-সকম মেনে চলার চাপ, তার পরিবর্তে কাজ করা ও সুশাসনের দিক গুরুত্ব পাবে।

● **বাজেটের তারিখ এগিয়ে আনা :** এ বছর বাজেট পেশ হয় পয়লা ফেব্রুয়ারি এবং অর্থ বিল পাস-সহ গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ৩১ মার্চের মধ্যে। এযাবৎ এসব কাজকারবার শেষ করতে লেগে যেত মে-জুনের শেষ নাগাদ। এর ফলে ১২ মাসের জন্য বরাদ্দ টাকা খরচ করতে মন্ত্রক ও দপ্তরগুলির হাতে আদপে সময় থাকত মাস নয়েক। এখন, বাজেট পেশ এক মাস এগিয়ে আসা এবং বাজেট সংক্রান্ত সংসদীয় ও আইনি দস্তুর ৩১ মার্চের মধ্যে মিটে যাওয়ায়, মন্ত্রক ও দপ্তরগুলি অর্থ বছরের গোড়া থেকেই কর্মসূচির পরিকল্পনা ও রূপায়ণে কোমর বেঁধে নেমে পড়তে পারছে। প্রথম সিকি বছর (ত্রৈমাসিক) সমেত গোটা কাজের মরশুম সদ্ব্যবহারের সুবিধে হবে এর ফলে। বাজেট প্রক্রিয়া আগেভাগে সমাধা হওয়ায়, ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট পাস করে আপাত ব্যয় চালানোর মঞ্জুরি চাওয়ার আর কোনও দরকার পড়বে না। এবং করে আইনি রদবদল রূপায়ণ; বছরের গোড়া থেকেই নতুন কর ব্যবস্থার আইন করা যাবে।

এ এক সমাপতন যে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নীতির সূচনাকল্পে সে সময়কার সরকার (১৯৯৯-২০০৪), ২০০৩-এ আর্থিক দায়িত্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন তৈরি করেছিল। বর্তমান সরকার সেই আইন প্রয়োগের তোড়জোড় চালাবে। আর্থিক দায়িত্ব ও বাজেট ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা কমিটির প্রতিবেদন পেশের মাধ্যমে ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে সেই প্রক্রিয়া। ২০২৩ সালের মধ্যে সরকারের ঋণ-মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনুপাত ৬০ শতাংশ করার পক্ষে কমিটি মত দিয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রের থাকবে ৪০ শতাংশ ও রাজ্যের জন্য ২০ শতাংশ। এই কাঠামোর ভিত্তিতে, কমিটি আগামী তিন বছর কোষ ঘাটতি ৩ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করেছে। কমিটি অবশ্য কোষ ঘাটতির নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ০.৫ শতাংশ পর্যন্ত হেরফেরের জন্য 'এসকেপ ক্লজ' বা সাময়িক নিষ্কৃতির ধারারও সংস্থান রেখেছে।

বাজেট পেশকালে, অর্থমন্ত্রী অবশ্যই মেনে নেন যে, এখন এই ছাড়ের ধারার শরণ নেওয়ার জোরদার যুক্তি আছে। তিনি কিন্তু এই ধারার আশ্রয় নেননি। তবে বিশ্ব অর্থনীতির ঢিমেতালা বিকাশ ও বেসরকারি লগ্নিতে ভাঁটার দরুন সরকার ২০১৭-'১৮-এ কোষ (অনেকের কথায়, রাজকোষ) ঘাটতি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.২ শতাংশে বেঁধে দেয় এবং পরের বছর তা ৩ শতাংশে ধরে রাখতে অটল থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আশা করা যায় ৩ শতাংশের হার সরকার বজায় রাখবে।

চলতি অর্থ বছরে ঘাটতি একটু বেশি হলেও বিশ্লেষণ-বিশেজ্ঞদের কপালে ভাঁজ পড়েনি; কারণ অতীত নজির থেকে দেখা যাচ্ছে সরকার লক্ষ্যে অবিচল থাকার এলেম রাখে। ২০১৪-র মে মাসে ক্ষমতায় আসা ইস্তক, এই সরকার শুধুমাত্র কথাবার্তায় সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কঠোর পথ অনুসরণের দাবি করে ক্ষান্তি দেয়নি, কোষ ঘাটতি কমে আসার ধারাতেও তা প্রতিফলিত। ২০১৩-'১৪-এ এই ঘাটতি ৪.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০১৪-'১৫-এ দাঁড়ায় ৪.১ শতাংশ। ২০১৫-'১৬-তে ৩.৯ শতাংশ এবং ২০১৬-'১৭-এ ৩.৫ শতাংশ। আশা করা হচ্ছে, সরকার ২০১৮-'১৯-এ কোষ ঘাটতি ৩ শতাংশে বেঁধে রাখতে সক্ষম হবে এবং উত্তরকালেও অব্যাহত থাকবে এই ধাঁচ।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মানবোন্নয়ন ছাড়া আর্থিক বৃদ্ধি অর্থহীন

নাতাশা ঝা ভাস্কর

মানবোন্নয়নে বিনিয়োগ ছাড়া আর্থিক বিকাশ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনই অনৈতিকও বটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নথিভুক্তির হার বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু বার্ষিক এএসই আর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার সুফল তেমনভাবে মিলছে না। এমনকী প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও বিশেষ কোনও উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও যথেষ্ট নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষ্যগুলি পূরণে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে বটে কিন্তু ফলাফলের বিচারে এখনও অনেক কাজ বাকি।

বর্তমান সরকার যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করে তখন মানুষের মধ্যে বিপুল প্রত্যাশা গড়ে উঠেছিল। মূল চাহিদা ছিল সুপ্রশাসন। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি, দৈনন্দিন কাজ-কারবারে লাগামছাড়া দুর্নীতি এবং সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কর্পোরেট মহলের অশুভ আঁতাতের মতো গুরুতর সমস্যাগুলির সুরাহা হবে বলে মানুষ আশা করেছিল। ২০১৭-'১৮ সালে বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, সরকারের আশু লক্ষ্য হল গেল :

- ইচ্ছে মতো প্রশাসন পরিচালনার পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট নীতি ও ব্যবস্থাপনাভিত্তিক প্রশাসন।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের বদলে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।
- অগোছালোভাবে সকলের কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক পরিষেবা প্রদান।
- অপ্রথাগত অর্থনীতি থেকে প্রথাগত অর্থনীতিতে উত্তরণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েক বছরে ভারতের আর্থিক বিকাশের ধারাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। বিকাশ বলতে কী বোঝায়? আমাদের বিকাশ কি সত্যিই সুষম বা আমাদের বিকাশ প্রক্রিয়ায় কি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে শামিল করা গেছে? বিকাশ প্রক্রিয়াকে আরও সর্বাত্মক এবং সামুদয়িক করে তোলার জন্য আমাদের কর্মপরিকল্পনাকে কি আরও ঢেলে সাজানো প্রয়োজন?

সরকারি বিনিয়োগের মান এবং কোন খাতে সেই বিনিয়োগ যাবে তার ওপরই এই প্রশ্নের উত্তর অনেকখানি নির্ভর করছে।

আর্থিক বিকাশ হারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিচারের ধারণাটা একেবারেই অর্থহীন এবং বাস্তবের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। বার বার এই বক্তব্য পেশ করেছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। অমর্ত্য সেন এবং বেলজিয়ান বংশোদ্ভুত অর্থনীতিবিদ জ্যঁ দ্রেজঁ ১৯৯৫ সাল নাগাদই এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সংস্কারমূলক যে সমস্ত কর্মসূচি আর্থিক বিকাশের হার জোরদার করে তা জরুরি হলেও সমাজের হতদরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পক্ষে সেগুলি যথেষ্ট নয়। আর জাতপাত বা লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর অবসান বা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কথা তো বাদই দেওয়া গেল। এই ধরনের 'সংস্কারমূলক কর্মসূচির পরিপূরক হিসাবে সরকারের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নীতিতে এক মৌলিক পরিবর্তন' আনতে হবে বলে লিখেছেন এই দুই অর্থনীতিবিদ।

সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নের জন্য বিকাশ প্রক্রিয়াতেও শামিল করতে হবে সকলকে। আর এই বিকাশ প্রক্রিয়াকে ধরে রাখার জন্য থাকবে চারটি স্তম্ভ যথা—কর্মসংস্থানমুখী আর্থিক বিকাশের একটি কর্মপরিকল্পনা রচনা, আর্থিক পরিসরে আরও বেশি করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে শামিল করা, সাধারণ মানুষের উন্নতিকল্পে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) বিনিয়োগ এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে এমন বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ।

সুস্থ-সবল ও শিক্ষিত নাগরিক হিসাবে নিজেদের পূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পেলে তবেই প্রকৃত মানবোন্নয়ন সম্ভব। মানবোন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে বিভিন্ন

[লেখক বরিষ্ঠ বিশ্লেষক, লোকসভা টেলিভিশন। ই-মেল : natashajha@gmail.com]

দেশের মূল্যায়ন করা হয় রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-র মানবোন্নয়ন প্রতিবেদনে। প্রসঙ্গত, শিশুদের বিদ্যালয় শিক্ষার গড় বছর এবং প্রাপ্তবয়স্কদের বিদ্যালয় শিক্ষার গড় বছর, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে জন্মের সময় গড় আয়ুষ্কাল এবং আয়ের ক্ষেত্রে মোট জাতীয় আয়—এই বিষয়গুলির ভিত্তিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আয়ের সূচক তৈরি করা হয়। এই সূচকের নিরিখে ১৮৮-টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩২তম এবং এই দেশ 'মাঝারি এইচডিআই' শ্রেণিভুক্ত। এই সূচকে ভুটান ও বাংলাদেশ যথাক্রমে ১৩২ এবং ১৪২তম স্থানে রয়েছে। এই সূচক অনুযায়ী শ্রীলঙ্কা ও চিন (অতি উচ্চ এইটডিআই' শ্রেণিতে রয়েছে। মানবোন্নয়ন সূচকে শ্রীলঙ্কা ও চিনের অবস্থান যথাক্রমে ৭৩ এবং ৯০তম। অন্যদিকে যথাক্রমে ১৪৫ ও ১৪৭তম স্থান নিয়ে 'নিম্ন এইচডিআই' শ্রেণিভুক্ত তালিকায় রয়েছে নেপাল ও পাকিস্তান।

চমকপ্রদ আর্থিক বিকাশহার নিয়ে প্রচারের মাঝে দেশের আর্থিক বৈষম্য বা চরম দারিদ্র্যের বাস্তব চিত্রটা প্রায়শই ঢাকা পড়ে যায়। ক্রেডিট সুইস গ্লোবাল ওয়েলস ডেটাবুক, ২০১৪-তে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারতের ১ শতাংশ সবচেয়ে বিত্তশালী মানুষের সম্পদের পরিমাণ, বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির বিত্তবান সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি হারে বাড়ছে।

বর্তমানে দেশের ধনী শ্রেষ্ঠ গুটিকয় মানুষের হাতেই দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত রয়েছে। ২০০০ সাল থেকে দেশের ধনী সম্প্রদায়ের উপরতলার দশ শতাংশের সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে এক-দশমাংশ।

অর্থাৎ মানবোন্নয়নে বিনিয়োগ ছাড়া আর্থিক বিকাশ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনই অনৈতিকও বটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নথিভুক্তির হার বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু বার্ষিক এএসই আর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার সুফল তেমনভাবে মিলছে না। এমনকী প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও বিশেষ কোনও উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও যথেষ্ট নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষ্যগুলি পূরণে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে বটে কিন্তু ফলাফলের বিচারে এখনও অনেক কাজ বাকি।

শিক্ষা

১৪ লক্ষ বিদ্যালয়, ৪৫ হাজার কলেজ এবং সাতশোরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে গঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা ব্যবস্থা। অথচ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র ৪ শতাংশেরও কম খরচ করে ভারত এই খাতে। দেশের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০ কোটিরও বেশি এবং মানবসম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরাই দেশের সবচেয়ে বড়ো ভরসা।

নীতি প্রনয়ণ এবং সেগুলির সঠিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক নিয়মিত শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদের (সিএবিই) বৈঠক আহ্বান করে থাকে। প্রসঙ্গত, এই সংস্থা বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে গঠিত। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে এটিই সর্বোচ্চ উপদেষ্টামূলক প্রতিষ্ঠান।

বুনিয়াদি এবং মাধ্যমিক শিক্ষা

বর্তমানে বুনিয়াদি ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের লক্ষ্য নিয়ে 'শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯', সর্বশিক্ষা অভিযান (এসএসএ), রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (আরএমএসএ), বিদ্যালয়গুলিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শিক্ষকদের শিক্ষণ বিষয়ক কেন্দ্রীয় অনুদানপুষ্ট প্রকল্প (সিএমএসটিই), শলা সিদ্ধি, রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার অভিযানের মতো উদ্যোগ বা কর্মসূচির রূপায়ণ চলছে।

উচ্চশিক্ষা

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (আরইউএসএ), গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর অ্যাকাডেমিক্স নেটওয়ার্ক (জিআইএএন), ইমপ্যাক্টিং রিসার্চ, ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি (ইমপ্রিন্ট), কারিগরি শিক্ষা মানোন্নয়ন কর্মসূচি বা টেকনিক্যাল এডুকেশন কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম (টিইকিউআইপি), শিক্ষক ও শিক্ষণ বিষয়ক পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য জাতীয় মিশন (পিএমএসএমএনএম টিটি), স্টাডি ওয়েবস অফ অ্যাকটিভ লার্নিং ফর ইয়ং অ্যাসপায়ারিং মাইন্ডস (স্বয়ম), ন্যাশনাল ডিজিট্যাল লাইব্রেরি, ক্যাম্পাসগুলির মধ্যে যোগাযোগমূলক কর্মসূচি, উচ্চতর আবিষ্কার অভিযান, উন্নত ভারত অভিযানের মতো কর্মসূচির রূপায়ণ চলছে। উচ্চ এবং কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এবং এআইসিটিই-এর তরফেও একগুচ্ছ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

'স্বয়ম' আদতে সম্পূর্ণ দেশীয় তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক একটি মঞ্চ, যার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে অনলাইনে বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের সুযোগ (ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স বা এমওওসি) ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে সমস্ত বিষয় বা পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে পড়াশোনা হয় সেই সমস্ত বিষয়েই অতি উন্নত মানের শিক্ষার সুযোগ মিলবে এই অনলাইন মাধ্যমে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরাও অনলাইনে এই শিক্ষার সুযোগ নিতে পারবে।

বিদেশি শিক্ষাবিদদের এ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ানোর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে সরকার চালু করেছে গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর অ্যাকাডেমিক নেটওয়ার্ক (জিআইএএন)।

দেশ ও বিদেশের ডিজিট্যাল গ্রন্থাগারের যাবতীয় সহায়সম্পদকে অনলাইনে যুক্ত করে দেশের সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সহায়সম্পদ সকলের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে 'দ্য ন্যাশনাল ডিজিট্যাল লাইব্রেরি' সরকারের তরফে এক সাম্প্রতিক উদ্যোগ। খুব শীঘ্রই দেশের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানভাণ্ডার হয়ে উঠবে। বর্তমানে ডিজিট্যাল এই গ্রন্থাগারে দেশ-বিদেশের ৭০-টি ভাষায় ৬৪.২৩ লক্ষ বই/পত্র-পত্রিকা/অডিও-বুক, ১৮ হাজার ই-পত্রিকা রয়েছে। সেই সঙ্গে এর সাথে যুক্ত রয়েছে প্রায় ৩৬১৭-টি প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় ৫.৭৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর নামও নথিভুক্ত রয়েছে এই অনলাইন প্রতিষ্ঠানে। উন্নত গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গ্রন্থাগারের যে অভাব দেশে রয়েছে তা পূরণ করতেই এই ধরনের উদ্যোগ। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে তোলার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাংকিং ফ্রেমওয়ার্ক' (এনআইআরএফ)-এর মতো উদ্যোগ। সাম্প্রতিক বাজেটে শিক্ষা সংক্রান্ত যে ঘোষণাগুলি হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—আরও বেশি প্রশাসনিক ও

শিক্ষাগত স্বশাসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি-তে বিভিন্ন সংস্কার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ফলাফলভিত্তিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সংশোধিত নিয়মাবলি এবং ক্রেডিট ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ (যেমন, কোনও শিক্ষার্থী কোনও একটি বছরে যে ইউনিট বা এককগুলিতে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবে, সেগুলি সামগ্রিক শিক্ষামানের অঙ্গ হিসাবেই বিবেচনা করা হবে), তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধা যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার, 'স্বয়ম'-এর মাধ্যমে ৩৫০-টি অনলাইন পাঠ্যক্রম চালু করা, তথা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তির জন্য সমস্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় পরীক্ষা সংস্থা বা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি গঠনের মতো বিষয়।

নয়া শিক্ষা নীতি

বর্তমানে একটি নতুন শিক্ষা নীতি প্রণয়নের কাজ চলছে এবং এই নীতিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা, প্রশাসন, নিয়মবিধি, বিদ্যালয়ের মান, শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা শিক্ষাকর্মী, সাক্ষরতা ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মনিযুক্তির যোগ্যতা, গুণমানের নিশ্চয়তা, অন্তর্ভুক্তিকরণ, গবেষণা, পাঠ্যক্রম এবং উদ্ভাবনের মতো নানা বিষয়ে নানান সংস্কারের কথা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। যাতে এখন এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাদের হাতের নাগালে উন্নত মানের শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের ছবিটা মিশ্র। সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মের সময় গড় আয়ুষ্কাল তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে প্রজননের হারও আশাতীত ভাবে কমের দিকে। তবে শিশুমৃত্যুর হার (আইএমআর) এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার (এমএস হার) ইত্যাদি মূল সূচকের বিচারে এখনও অনেক উন্নতি করতে হবে আমাদের। শিক্ষার অভাব, নারী-পুরুষের বৈষম্য তথা বিপুল জনসংখ্যার চাপের ফলে রোগব্যাধির প্রকোপও বাড়ছে।

স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, উপযুক্ত পুষ্টির অভাব, বসবাসের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং প্রতিরোধমূলক তথা নিরাময়মূলক চিকিৎসা পরিষেবার সীমিত সুযোগের কারণেই এ দেশে রোগব্যাধির এত প্রকোপ। স্বচ্ছ ভারত অভিযান, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, চালু টিকাকরণের প্রসারে মিশন ইন্দ্রধনুষ, গর্ভবতী মায়েদের মাসের নির্দিষ্ট দিনে বিনামূল্যে পরিচর্যার ব্যবস্থা, তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধের মতো কর্মসূচিগুলি এ দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৭ সালের মধ্যে এ দেশ থেকে কালাজ্বর ও ফাইলেরিয়া, ২০১৮ সালের মধ্যে কুষ্ঠ, ২০২০ সালের মধ্যে হাম এমনকী ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষ্মার মতো রোগ নির্মূল করার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ২০১৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে। কিন্তু প্রশ্নটা হল সংক্রামক এই ব্যাধিগুলি যেভাবে এই দেশে শিকড় গেড়ে বসেছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই কর্মপরিকল্পনাগুলি কতটা বাস্তবসম্মত? এই কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে সরকারের তরফে বরাদ্দ অর্থই কি যথেষ্ট? চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার দুর্বলতাই স্বাস্থ্যক্ষেত্রের এই বেহাল অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ি। তাছাড়া, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের বরাদ্দ বরাবরই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অনেক কম। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের বরাদ্দ জিডিপি-র মাত্র ১.২ শতাংশ। টাকার প্রকৃত মূল্যের বিচারে গত পাঁচ বছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ক্রমশই কমেছে।

প্রযুক্তির উন্নতির হাত ধরে দেশের চিকিৎসা পরিষেবাও আরও উন্নত হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু এই উন্নত প্রযুক্তিগুলি এখনও সুলভ মূল্যে মেলে না। গত স্বাস্থ্য নীতিটি অনুমোদিত হওয়ার পনেরো বছর পরে এখন ২০১৭ সালে রচিত সরকারের সাম্প্রতিক জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল লক্ষ্য হল দেশের সমস্ত মানুষের কাছে সুলভ এবং উন্নত গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান। ২০১৭ সালের এই নতুন স্বাস্থ্য নীতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও অর্থসংস্থানের ওপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ভারতের সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার অভিমুখ বদলানো ও তাকে আরও মজবুত করা এবং আর্থ-সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলাই এই নতুন স্বাস্থ্য নীতির উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা ও তাতে অর্থের সংস্থান, বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে আদান-প্রদানের মাধ্যমে রোগব্যাধি প্রতিরোধ ও সুস্বাস্থ্যের প্রসার, সকলের হাতের নাগালে প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, মানবসম্পদ উন্নয়ন, রোগব্যাধির চিকিৎসায় একাধিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগে উৎসাহদান, উন্নত স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তোলা, আর্থিক সুরক্ষার পরিকল্পনা, নিয়মবিধি এবং স্বাস্থ্যের জন্য আধুনিক বিমার ব্যবস্থা—স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের এই মূল বিষয়গুলির রূপরেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাকে আরও জোরদার করা ও এ বিষয়টিতে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সরকারের এই ভূমিকার কথা আরও স্পষ্টভাবে জানানোই ২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির মূল লক্ষ্য।

সর্বসাধারণের কাছে বিনামূল্যে ওষুধপত্র, রোগ নির্ণয়ের সুবিধা তথা অন্যান্য অত্যাবশ্যক পরিষেবাগুলি পৌঁছে দিতে সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের অভিমুখ বদলের পাশাপাশি এগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে।

এই নীতিতে মূল বিষয়গুলি হল পেশাদারিত্ব, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য, সুলভে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান, রুগিদের স্বার্থে চিকিৎসা ও উন্নতমানের পরিচর্যা, দায়বদ্ধতা এবং একই সঙ্গে একাধিক চিকিৎসা পদ্ধতির মেলবন্ধন। সরকারি হাসপাতাল-গুলিতে কোনও পরিষেবার ঘাটতি থাকলে সেক্ষেত্রে অনুমোদিত বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে কৌশলগতভাবে পরিষেবা ক্রয়—এই দু' প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে সুলভে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। সেই সঙ্গে, চিকিৎসা খাতে বিপুল ব্যয়ভার তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমানো, সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর মানুষের ভরসা ফিরিয়ে আনা এবং সরকারি স্বাস্থ্য নীতির মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা শিল্প ও চিকিৎসা প্রযুক্তিগুলিকে চালনা করার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এই নতুন স্বাস্থ্য নীতিতে।

দেশের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুস্থ-সবল রাখতে শরীরে রোগব্যাধি দানা বাঁধার আগেই তা প্রতিরোধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয়গুলিতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ তথা স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষা মতো বিষয়গুলিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে এই নীতিতে।

রোগব্যাধির চিকিৎসায় একাধিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের যে ঐতিহ্য রয়েছে সে ব্যাপারে এই নীতিতে বিভিন্ন ধারার চিকিৎসা পদ্ধতিকে মূলস্রোতে আনার সুপারিশ করা হয়েছে। 'আয়ূষ' চিকিৎসা পদ্ধতিকে চিকিৎসা ব্যবস্থার মূলস্রোতে আনার জন্য সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিরও ব্যবস্থা রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে; যাতে জনসাধারণ এই 'আয়ূষ' চিকিৎসা পদ্ধতির সুযোগ আরও সহজে তাদের হাতের নাগালে পেতে পারেন। এছাড়া সুস্বাস্থ্যের প্রসারে সমস্ত বিদ্যালয় ও কর্মস্থলে আরও বেশি যোগচর্চার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সমাজসেবার অঙ্গ হিসাবে গ্রামাঞ্চল বা স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বিভিন্ন এলাকায় বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃত পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে এই নীতিতে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি তথা আরও নিখুঁত ফলাফলের জন্য ব্যাপকভাবে ডিজিট্যাল সরঞ্জাম ব্যবহারের সপক্ষে জোরদার সওয়াল করা হয়েছে এই নীতিতে। সেই সঙ্গে পরিচর্যা চলাকালীন ডিজিট্যাল ও জিনোমিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিকাশ তথা এর নিয়ন্ত্রণে একটি জাতীয় ডিজিট্যাল স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল ডিজিট্যাল হেল্‌থ অথরিটি বা এনডিএইচ) গঠনেরও প্রস্তাব রয়েছে এই নীতিতে। এর পাশাপাশি, এই নীতিতে এমন এক আধুনিক স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যার অর্থমূল্যের ক্রমবৃদ্ধির সংস্থান থাকবে। এই নীতিতে দেশের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মান নির্ধারণের জন্য 'ন্যাশনাল হেল্‌থ কেয়ার স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন (NHSO) গঠনেরও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তবে 'স্বাস্থ্য' বিষয়টি 'রাজ্য তালিকা'-ভুক্ত। তাই এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা গেলেও তার হাতে আদৌ কতটা ক্ষমতা সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়।

দেশের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে গরিব রাজ্যগুলিতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মধ্যে যে বৈষম্য রয়ে গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন স্বাস্থ্য নীতিকে বাস্তবায়িত করাটাও একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ এবং এর জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনার সাহায্যে রাজ্যগুলিতে প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো একান্ত প্রয়োজন। 'একটি ভালো নীতি তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তার সফল রূপায়ণ সম্ভব হয়'—২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির পরিশেষে ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে। এই নীতিতে যে নতুন নতুন ভাবনা বা অগ্রাধিকারগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য একাধিক অংশীদার যুক্ত বিভিন্ন টাস্ক ফোর্স গঠনের বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।

প্রাইসওয়াটারহাউস কুপার্স (পিডব্লিউসি) এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী কুড়ি বছরে ভারতের হাসপাতালগুলিতে ৩৫ কোটি শয্যা, ৩০ লক্ষ চিকিৎসক এবং ৬০ লক্ষ নার্সের প্রয়োজন হবে। ভারতে বর্তমানে প্রতি ১ হাজার রুগির জন্য শয্যা রয়েছে মাত্র ১.৩, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে বেঁধে দেওয়া প্রতি হাজার রুগিপিছু ৩.৫ শয্যার নির্দেশিকার চেয়ে অনেক কম।

সামনের পথ

ভারতের জনবিন্যাসগত সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য দেশের মানুষ, তাদের স্বাস্থ্য তথা তাদের শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ একান্ত জরুরি। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের কর্মী।

● শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন :

শিক্ষাক্ষেত্রের আর্থিক অবস্থা : সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ফারাক।

সমাধানের পথ : শিক্ষা ক্ষেত্রের ওপর রাজ্যগুলিকেও যথেষ্ট অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় বাড়িয়ে জিডিপি-র ৬ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা হয়েছে, তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

● **গুণগত মান, অভিন্নতা এবং শিক্ষার প্রসার :** শিক্ষাকর্মীদের যোগ্যতামান, শিক্ষকদের বিপুল সংখ্যক শূন্য পদের মতো সমস্যা তো রয়েছেই। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে উপযুক্ত গবেষণাগারের অভাব ইত্যাদি পরিকাঠামোগত জটিল সমস্যা।

সমাধানের পথ : উপযুক্ত যোগ্যতামান-সম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হার বাড়ানোর যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই শিক্ষাগত যোগ্যতামানসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি যাদের যথেষ্ট শিক্ষাগতযোগ্যতা নেই সেই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। বিভিন্ন রাজ্যে তথা বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব রয়েছে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, শিক্ষার গুণমান তথা সংযুক্ত পাঠ্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রমের শেষে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন একক ঠিকমতো যোগ করা হল কিনা (ক্রেডিট ট্রান্সফার) তা মূল্যায়নের জন্য একটি জাতীয় গুণমান মূল্যায়ন কাঠামো গ্রহণ করাও দরকার।

● **শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপস্থিতি :** এই বিষয়ে নজরদারি বা তত্ত্বাবধানের কোনও ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

সমাধানের পথ : শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজকর্মের ভিত্তিতে মূল্যায়ন এবং শিক্ষাবর্ষের মধ্যবর্তী সময়ে পুনর্মূল্যায়ন (শিক্ষাদানের মান, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি, প্রচেষ্টা, পাঠ্যক্রমের বাইরে অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতা এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম, শিক্ষাগত নথিপত্র এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফলের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া যেতে পারে) তথা ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষের মাধ্যমে পঠন-পাঠনের রীতি চালু করা দরকার। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করা তথা তাদের সঠিক পথ-নির্দেশিকা দেওয়ার জন্য দক্ষ ও প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি সুসংহত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যেতে পারে। ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকের (ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস) আদলে সর্বভারতীয় শিক্ষণ কৃত্যকও (অল ইন্ডিয়া টিচার্স সার্ভিস) গঠন করা যেতে পারে।

● **যোগান :** আমাদের বিপুল সংখ্যক এবং ক্রমবর্ধমান যুবসম্প্রদায়ের চাহিদার তুলনায় দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট নয়। জাতীয় জ্ঞান কমিশনের মতে যেখানে ১,৫০০-টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার কথা, সেখানে রয়েছে মাত্র ৭৫০-টি।

সমাধানের পথ : পূর্বাভাস দেওয়ার যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবই কিন্তু মূল কারণ নয়। আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা

এবং সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে বিভাজন কেমন হবে তার পূর্বাভাস দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধিরও প্রয়োজন। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং ফ্রেমওয়ার্ক (এইচআইআরএফ)-এর তরফে সম্প্রতি প্রকাশিত ক্রমাঙ্ক অনুযায়ী দেশের প্রথম দশটি কলেজের ছয়টিই দিল্লিতে অবস্থিত। বাকি চারটির মধ্যে একটি কলকাতায়, দু'টি চেন্নাই-তে এবং একটি তিরুচিরাপল্লীতে অবস্থিত। উন্নত মানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এই ধরনের অসম বণ্টন নিয়েও উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

● **ব্যয়ের সামর্থ্য** : শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি অনুদানের অভাব এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির চড়া ফি-এর কারণে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে।

সমাধানের পথ : বিভিন্ন স্তরে বৃত্তি, শিক্ষা ঋণ, শিক্ষার জন্য শিল্পমহলের তরফে অনুদানের মতো আর্থিক সহায়তার পথগুলি খতিয়ে দেখা যেতে পারে। দেশে বালিকাদের শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে মানবসম্পদের উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে 'ডিজিট্যাল জেন্ডার অ্যাটলাস' চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে যে ভৌগোলিক এলাকাগুলিতে মেয়েরা, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মেয়েরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ছে, সেই এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করা যাবে। সমস্ত ধরনের বৃত্তির জন্য বৃত্তি সংক্রান্ত একক জানালা বিশিষ্ট পোর্টালের ব্যবস্থা একটি সামুদয়িক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে।

● **স্বশাসন** : রাজনৈতিক নিয়োগ এবং ক্রমাগত হস্তক্ষেপের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্ভাবনমূলক কাজকর্ম বাধা পায়।

সমাধানের পথ : একটি জাতীয় নিয়োগ কমিশন গঠন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বশাসনের ব্যবস্থা করা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

কর্মনিযুক্তির যোগত্যা : বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে গবেষণার পাট প্রায় তুলে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার অভাব—মূলত দু'টি কারণে এ দেশে উচ্চ শিক্ষালাভ প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়ে।

শিল্প গড়ে তোলার জন্য সহায়তা কেন্দ্র (ইনকিউবেশন সেন্টার) স্থাপন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফলাফলের প্রয়োগ তথা শিক্ষা ও শিল্পমহলের যোগাযোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হবে।

● **ভাষাগত বাধা** : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার ওপরে অগ্রাধিকার এবং ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে অনূদিত বইয়ের অভাবের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যম হারিয়ে ফেলে।

সমাধানের পথ : শিক্ষামূলক সমস্ত সামগ্রী ও বইপত্র ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে অনুবাদ করার কাজটি মিশন রূপে গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষার পর এবার আসা যাক স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে। বিশ্বের মোট রোগব্যাধির ২১ শতাংশের বোঝা রয়েছে যে দেশের ওপর সে দেশে প্রতি ১৭০০ রুগির জন্য চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র একজন। এছাড়া, এ দেশে চিকিৎসার জন্য যে ব্যয় হয়ে থাকে, তার প্রায় ৬২ শতাংশই সরাসরি নগদে মিটিয়ে দিতে হয় রুগিকে। এ দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাঠামোগত তথা মৌলিক সমস্যাগুলির মোকাবিলার জন্য কড়া দাওয়াই প্রয়োজন।

● **চিকিৎসার সুযোগ** : সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা এবং যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ চিকিৎসা কর্মীর অভাব।

সমাধানের পথ : সকলের কাছে আরও সহজে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, তথা এই পরিষেবার গুণমান সুনিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি স্থির করা এবং তার পরিচালনা, স্বাস্থ ক্ষেত্রের সামগ্রিক দিকটির দেখভালের জন্য একটি নিয়ামক ব্যবস্থাপনা গঠন তথা বিভিন্ন স্যানিটেশন কর্মসূচি এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের অন্যান্য প্রকল্পগুলি রূপায়ণের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

● **স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পরিকাঠামো** : কেপিএমসি-এর প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে দেশের ৬০ শতাংশ হাসপাতাল, ৭৫ শতাংশ চিকিৎসা কেন্দ্রই শহরাঞ্চলে অবস্থিত এবং সেই সঙ্গে দেশের ৮০ শতাংশ চিকিৎসকই থাকেন শহরগুলিতে। শহরাঞ্চল-কেন্দ্রিক এই স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে পারেন দেশের মাত্র ২৮ শতাংশ মানুষ।

সমাধানের পথ : এই সমস্যা সমাধানের জন্য মেডিক্যাল কলেজ এবং এই কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে ইনটার্নশিপ বা শিক্ষানবিশির জন্য আরও বেশি আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সমস্ত শিক্ষার্থী গ্রামাঞ্চলে অন্তত পক্ষে ৩-৫ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন, তাদের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো, তথা মেডিক্যাল কলেজগুলিতে কম খরচে পঠন-পাঠনের মতো (বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চড়া ফি আদায় করে থাকে) ব্যবস্থা এই সমস্যার সমাধানে অনেকখানি সাহায্য করবে। তাছাড়া, স্বাস্থ্য ক্ষেত্র বর্তমানে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন তার জন্য অপ্রথাগত, প্রযুক্তি-নির্ভর, উদ্ভাবনমূলক, ব্যয়সাশ্রয়ী, পরিবর্তনযোগ্য কোনও সমাধানের পথই এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। শুধুমাত্র ২০১৫ সালেই স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে ৩০০-রও বেশি নতুন সংস্থা গড়ে উঠেছে।

● **বিশেষজ্ঞের চাহিদা** : চিকিৎসক, নার্স, সহযোগী চিকিৎসাকর্মীর সংখ্যার ক্ষেত্রে দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য রয়ে গেছে।

সমাধানের পথ : এই সমস্যার মোকাবিলায় এক শ্রেণির বিশেষ স্বাস্থ্যকর্মীর (হেল্থকেয়ার ক্যাডার) বন্দোবস্ত করতে হবে, যারা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। সেই সঙ্গে ই-নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হাসপাতালগুলিকে যুক্ত করতে, যাতে কোথায় কোন হাসপাতালে শয্যা খালি রয়েছে বা সেখানে কোনও চিকিৎসক রয়েছেন কিনা সে সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য হাতের নাগালে পাওয়া যায় (এক্ষেত্রে কার্যকর পরিষেবা প্রদান এবং সকলের কল্যাণের স্বার্থে প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে)।

● **সুলভ স্বাস্থ্য পরিষেবা** : ওষুধপত্র ও রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার চড়া মূল্য।

সমাধানের পথ : জেনেরিক ওষুধপত্রের ব্যবহারে উৎসাহদান।

সবশেষে একথাই বলা যেতে পারে যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দু'টি ক্ষেত্রই আগামী দশকগুলিতে 'উদীয়মান ভারত'-এর ছবিটি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবে।❑

স্বচ্ছ ভারত মিশন : সবার দায়, দায়িত্বও সবার

পরমেশ্বরণ আইয়ার

স্বচ্ছ ভারত মিশন ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু এই মিশনের কারিগররা, এই বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল যে, সামনে এক লম্বা চ্যালেঞ্জিং পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তথা সমস্ত রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, সরকারি আধিকারিক এবং সর্বোপরি পঞ্চায়েত প্রধান, বিশেষ করে মহিলা প্রধানদের সহায়তায় এই জন আন্দোলন যে সাফল্য পাবেই, তা নিয়ে গোটা দেশেরই কোনও সংশয় নেই।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের ক্ষেত্রে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নির্ধারিত সময় সীমার (২ অক্টোবর, ২০১৪-২ অক্টোবর, ২০১৯) বলা যেতে পারে অর্ধেকটা আমরা ইতোমধ্যেই পেরিয়ে এসেছি। নজর কাড়ার মতো তৎপরতার সূত্রে এই কর্মসূচির রূপায়ণে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছি আমরা। লালকেল্লার প্রাঙ্গণ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম যখন এ বিষয়ে তার বক্তব্য পেশ করেন তখন থেকে এই মিশন ধীরে ধীরে কখন যেন এক গণ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। ২০১৪ সালের অক্টোবরে এই কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ গ্রামীণ ভারতে শৌচালয়ের আওতাভুক্ত এলাকার পরিসর ৪২ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে যেখানে আগে প্রায় ৫৫ কোটি মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে উন্মুক্ত জায়গায় যেতেন; বর্তমানে সেই সংখ্যাটি ৩৫ কোটিতে নেমে এসেছে। উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজ পুরোপুরি ত্যাগ করেছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার গ্রাম, ১৩০-টি জেলা এবং আস্ত তিনটি রাজ্য। আগামী ২০১৯ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে গোটা ভারতেই খোলা জায়গায় শৌচকর্মের রেওয়াজ পুরোপুরি বর্জনের যে নির্ধারিত সময়সীমা, তা পূরণের উদ্দেশ্যে আমরা একদম ঠিক ঠিক পথে পা রেখে এগিয়ে চলেছি।

শৌচালয়ের বিষয়টি নিয়ে এই আদাজল খেয়ে লাগার পিছনে এক গুচ্ছ সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। ঠিকঠাক শৌচালয়ের বন্দোবস্তের ঘাটতির দরুন পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে ডায়েরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ফলত, তাদের স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধিতে ঘাটতি থেকে যায়। এছাড়াও প্রতিরোধযোগ্য বহু রোগের সূত্রে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর মতো করুণ ঘটনাও ঘটে এরই পরিণতিতে। ঘরের মেয়ে-বৌদের সুরক্ষা তথা মানসম্ভ্রম রক্ষার তাগিদ থেকেও শৌচাগার অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বের এক তাবড় অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠার দিশায় ভারত ব্যাপক অগ্রগতির ছাপ রেখেছে। যত্রতত্র প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করাটাও কিন্তু এই সূত্রে সমান প্রাসঙ্গিক। এর আগে যেসব স্যানিটেশন কর্মসূচি সরকারের তরফে হাতে নেওয়া হয়েছে, তাতে শৌচাগার নির্মাণকেই পাখির চোখ করে এগোনো হ'ত। স্বচ্ছ ভারত মিশনের ধ্যানজ্ঞান কিন্তু তা নয়, বরং মানুষের এত দিনকার স্বভাবে পরিবর্তন ঘটাতে এই মিশন এক জন আন্দোলন হয়ে উঠেছে। একটা রাস্তা, সেতু বা বিমানবন্দর তৈরি করা বরং তুলনায় অনেক সহজ; কিন্তু মানুষের দীর্ঘদিনের অভ্যাসে রদবদল করাটা অনেক অনেক কঠিন কাজ। আমাদের দেশে প্রায় পঞ্চাশ কোটির মতো মানুষ তাদের গোটা জীবন ধরেই যত্রতত্র প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে অভ্যস্ত। যদি হঠাৎ করে সেই রেওয়াজে যতি টেনে এদেরকে শৌচালয় ব্যবহার করতে অভ্যস্ত করে তুলতে হয়, তবে কী বিপুল পরিমাণ গুরুদায়িত্ব কাঁধে চাপে তা বলার অপেক্ষা

[লেখক পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক, ভারত সরকার-এর সচিব তথা "স্বচ্ছ ভারত মিশন" এবং "জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল কর্মসূচি", মন্ত্রকের এই দুই ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামের দায়িত্বে আছেন। email : param.iyer@gov.in]

রাখে না। গণ মাধ্যমকে ব্যবহার করে প্রচার অভিযান চালালে নিঃসন্দেহে তা কাজে আসে বৈকি। তবে মানুষকে তার গতে বাঁধা অভ্যাসের গণ্ডির বাইরে বের করে আনতে হলে এর অতিরিক্ত কিছু পদক্ষেপ না নিয়ে উপায় নেই। এ ব্যাপারে মূল হোতা হয়ে উঠতে পারেন তৃণমূল স্তরে একাজের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু মানুষ। এরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গ্রামের বাসিন্দা পরিবারগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে মিলেমিশে আলাপচারিতা চালিয়ে বাড়িতে শৌচালয় তৈরি তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার তাগিদটা মানুষের মধ্যে চাগিয়ে তুলবেন। গোটা দেশ জুড়েই রাজ্যে রাজ্যে, জেলায় জেলায় এই চাগিয়ে তোলার কাজে সামিল পেয়াদাদের সংখ্যা দ্রুত তালে বাড়ানো হচ্ছে। তবে সংখ্যাটা আরও জলদি আরও বেশি তৎপরতার সঙ্গে বাড়ানো দরকার। পরিকল্পনা হল, গোটা দেশজুড়ে গড়ে গ্রাম কিছু এক জন হিসাবে পাঁচ লক্ষ পেয়াদাকে ময়দানে নামানো হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক (MDWS) সক্ষমতা গড়ে তোলা, মানব সম্পদের সংস্থান, মানুষের অভ্যাসে পরিবর্তন ঘটাতে যোগাযোগ, জ্ঞানের আদানপ্রদান এবং নজরদারি ও মূল্যায়নের বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশন আরও সার্থকভাবে রূপায়ণে রাজ্যগুলিকে সহায়তা করছে। এখানে "স্বচ্ছসংগ্রহ"-এর মতো উদ্যোগের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি স্বচ্ছ ভারত মিশনের জন্য তৈরি নলেজ পোর্টাল। জেলা ও রাজ্যগুলি হাতে-কলমে কাজ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে সেরা কার্যকর পন্থাপদ্ধতি সম্পর্কে মতামত বিনিময় করে থাকে এই পোর্টালে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে গোটা দেশ জুড়ে জায়গায় জায়গায় মানুষকে জাগরিত করার কাজে ময়দানে নামানো যে শয়ে শয়ে পেয়াদাদের উল্লেখ আগে করা হয়েছে, তাদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য "Virtual Classroom" হিসাবেও এই পোর্টাল কাজে আসে। এই কর্মসূচির সাথে প্রযুক্তির সঠিক মেলবন্ধন ঘটানোর এক সার্থক উদাহরণও বটে "স্বচ্ছসংগ্রহ" পোর্টাল। এর পাশাপাশি, জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে নিয়মিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মিশনের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে

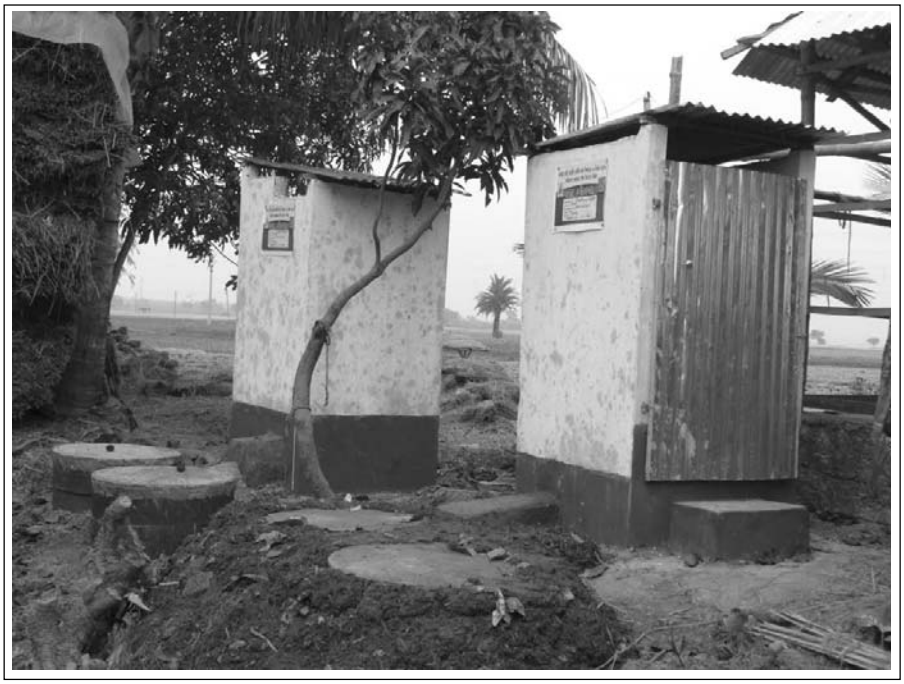

জড়িত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এক জায়গায় জড়ো করে শেখা ও জানার সুযোগ করে দেওয়া তথা পরস্পরের অভিজ্ঞতার সূত্রে বাড়তি উৎসাহ পাওয়ার অবকাশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। তৃণমূল স্তরের নেতৃস্থানীয়রা, যেমন—পঞ্চায়েত প্রধান, বিশেষত তিনি যদি মহিলা হন, এই মিশনের শ্রীবৃদ্ধিতে উত্তরোত্তর তৎপর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসছেন। গত ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সমাপ্তি হল 'স্বচ্ছ শক্তি শপথ" অনুষ্ঠানের। গোটা ভারত থেকে ৬ হাজার মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান স্বচ্ছ ভারত মিশন রূপায়ণে তাদের সাফল্যকে উদযাপন করতে এই আসরে সমবেত হন। গান্ধীনগরে তাদের জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত মিশন তথা, 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'-এর মতো অন্যান্য ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামেও, এগিয়ে থেকে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। নিজেদের সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছে যারা অনুপ্রেরণা স্বরূপ হয়ে উঠেছেন সেই সব মহিলাকে "স্বচ্ছতা চ্যাম্পিয়ন"-এর পুরস্কারও প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বচ্ছ ভারত মিশনকে এক গণ আন্দোলনের রূপ দেওয়ার পাশাপাশি এই মিশনের আওতায় শৌচাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রযুক্তি বাস্তবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে ধোঁয়াশা কাটানোটাও জরুরি। খরচ, স্থায়িত্ব এবং পুনর্ব্যবহার-এই তিনটি বিষয়কে মাথায় রাখলে গ্রামীণ ভারতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রযুক্তি হল দু'টি গর্ত বিশিষ্ট নকশা (Twin-pit model)। এই নকশার শৌচাগারই অবশ্য ভারতের গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে এবং অধিকাংশ দিক থেকেই তা সঠিক। কাজেই গ্রামীণ পরিবারগুলিকে শৌচালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে এই মডেল অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করতে আরও সচেষ্ট হতে হবে। প্রচার চালাতে হবে ব্যাপক হারে। দু'টি গর্তের একটি ভর্তি হওয়ার পর পরিবারের লোকজন নিজেরাই তা সহজেই খালি করতে পারেন নিরাপদ ও পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতিতে। এই গর্ত থেকে যে জৈব সার (Compost) পাওয়া যায়, তা কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য আদর্শ। বড়ো মাপের সরকারি আধিকারিক এবং বিশিষ্ট মানুষজন যদি এদের সামনে নিজে হাতে একাজ করেন, তবে বারবার চাক্ষুষ করতে করতে এক সময় সেই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রামীণ পরিবারগুলিও স্বহস্তে তা করতে সংকোচ করবে না। ফলে দুই গর্ত বিশিষ্ট শৌচাগার প্রযুক্তি মানুষের কাছে আরও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

মানুষের গতানুগতিক অভ্যাসে পরিবর্তন ও সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহারের গন্ডি পেরিয়ে, এই স্বচ্ছতা অভিযান যাতে সবার দায়, সকলের দায়িত্ব হয়ে ওঠে সেটাও কিন্তু খুব জরুরি। স্বচ্ছ ভারত মিশনের এই পর্বে এসে

দেখা যাচ্ছে, সব সেক্টর, এমনকি বেসরকারি সংস্থাগুলিও উত্তরোত্তর বেশি বেশি করে এই স্বচ্ছতা অভিযানে জড়িয়ে পড়ছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের এই কর্মকাণ্ডে সামিল হওয়ার উদাহরণ হিসাবে টাটা ট্রাস্টের দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। এরা দেশের প্রতি জেলায় একজন হিসাবে ৬০০ জন তরুণ পেশাদার নিয়োগ ও তার আর্থিক দায়ভার বহন করছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। এই পেশাদাররা জেলা সমাহর্তাকে স্বচ্ছ ভারত মিশনের কাজে তৎপরতা বাড়াতে সাহায্য করছেন। সরকারি সেক্টর-এ প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে পক্ষকালের "স্বচ্ছতা পাখওয়াড়া" উদযাপনের পাশাপাশি প্রতিটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক নির্দিষ্ট বাজেট-সহ একটি করে স্বচ্ছতা কর্ম-পরিকল্পনা (SAP) প্রস্তুত করেছে। ফলত, স্যানিটেশনও তাদের মূল কাজকর্মের পাশাপাশি বিশেষ উদ্যোগের আওতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ২০১৭-১৮ সালে সব কয়টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত অর্থের মোট পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকা। আরও যে সব ক্ষেত্র এবং জায়গাকে এই স্বচ্ছতা অভিযানে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে পড়ছে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি বালাজি মন্দির ইত্যাদির মতো ঐতিহ্যবাহী স্থান; গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এবং অতি অবশ্যই "গঙ্গা"।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল কাজের মান ও অগ্রগতি যাচাই এবং এই অভিযানের আওতায় কাজের স্থায়িত্ব, তা শৌচালয় নির্মাণই হোক বা মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন। সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যাতে কোনও সংশয়ের অবকাশ না থাকে তার জন্যই এটা বিশেষভাবে দরকার বৈকি। বর্তমানে একটি ত্রি-স্তরীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করা হচ্ছে এজন্য। জেলা স্তর, রাজ্য স্তর ও জাতীয় স্তর সব পর্যায়েই তৃতীয় পক্ষের দ্বারা কাজের মান ও অগ্রগতি যাচাই করা হচ্ছে। আগামী দিনে এই ব্যবস্থাকে আরও পাকাপোক্ত এবং নিয়মিত করতে হবে। পাশাপাশি, উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক কর্ম না করার অভ্যাস মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠার দৌলতে যখন কোনও জায়গাকে

"ODF" বলে তকমা দেওয়া হচ্ছে, সেখানকার মানুষের মধ্যে আবার যাতে কিছু দিন পরেই পুরোনো রেওয়াজ ফিরে না আসে তা নিশ্চিত করাটাও অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ। এর আগে সরকারের তরফে হাতে নেওয়া স্যানিটেশন বিষয়ক কর্মসূচিগুলির অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গেই এই আশঙ্কার একটা অবকাশ থেকে যাচ্ছে। "ODF" তকমা অর্জন এক জিনিস, আর স্থানীয় স্তরে বিষয়টি সঠিক দেখভালের উপযুক্ত বন্দোবস্ত গড়ে তুলে তাকে এক চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া নিঃসন্দেহে আরেক জিনিস। কী কী শর্তপূরণের ভিত্তিতে কোনও স্থান স্থায়ীভাবে "ODF" তকমা ধরে রাখার স্বীকৃতি পাবে সেই সংক্রান্ত একটি মাপকাঠি কেন্দ্রের পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রক (MDWS) প্রস্তুত করেছে। এটি সঠিক ভাবে পালনের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। মন্ত্রকের একটি শক্তপোক্ত "MIS"-ও আছে, যা একদম উপরের স্তর থেকে শুরু করে প্রতিটি পরিবার পর্যন্ত, সমস্ত ধাপেই কাজের অগ্রগতির সুলুকসন্ধান রাখে। এই ব্যবস্থা এবং "স্বচ্ছঅ্যাপ" (SwachhApp) মানুষের নাগালের মধ্যেই রয়েছে।

এই মিশনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কঠিন ও তরল বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা (SLWM)। দেশের বিভিন্ন গ্রামে এই উভয় ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ চালু করতে ইতোমধ্যেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যে সব গ্রাম "ODF" তকমা অর্জনে সক্ষম হয়েছে প্রাথমিক ভাবে, সেখানেই কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু করা হয়। মন্ত্রক একটি গ্রাম স্বচ্ছতা সূচক (Village Swachhta Index) প্রস্তুত করেছে। গ্রামগুলি নিজেরাই সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিরিখে নিজেদের মান নির্ধারণ করতে নাম্বার দেবে এবং এই নাম্বার বৃদ্ধির নিক্তিতে নিজেদের অগ্রগতি পরিমাপ করবে। "ODF" তকমা, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার হালহকিকৎ, এবং দৃশ্যত কতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এই তিনটি বিষয়কে গ্রাম স্বচ্ছতা সূচকের মধ্যে ধরা হয়েছে। "ODF" তকমা অর্জনের পর পরবর্তী স্বাভাবিক ধাপটি হল "ODF+"। উল্লেখিত সূচক গ্রামগুলিকে এই পর্যায়ে উত্তরণে সাহায্য করবে।

রূপায়ণ পর্বের অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে আসার পর, এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বচ্ছ ভারত মিশন ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু এই মিশনের কারিগররা, তা কেন্দ্রেই হোক বা রাজ্যগুলিতে, একটা বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল যে, সামনে এক লম্বা চ্যালেঞ্জিং পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তথা সমস্ত রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, সরকারি আধিকারিক এবং সর্বোপরি পঞ্চায়েত প্রধান, বিশেষ করে মহিলা প্রধানদের মতো তৃণমূল স্তরের নেতৃত্ব দানকারী মানুষদের সহায়তায় এই জন আন্দোলন যে সাফল্য পাবেই, তা নিয়ে গোটা দেশেরই কোনও সংশয় নেই।❑

নিজের কেরিয়ার জীবনকে কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে সঁপে দেবার আগে দশবার ভাবতে হবে

মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিক। তারপর গ্র্যাজুয়েশন? কিন্তু তারপর.....!! জেনারেল স্ট্রীমে পড়া ছাত্রছাত্রীদের মনে উঁকি দেয় এক গভীর উদ্বেগ। এবার একটা চাকরি দরকার। দুঃখের বিষয়, কলেজের পরীক্ষার সঙ্গে চাকরির পরীক্ষার কোন মিলই নেই। বরং বলা যায়, এ দুটি বিপরীত মেরুর পরীক্ষা। সুতরাং ছাত্রছাত্রীরা চরম উদ্‌ভ্রান্ত, ভবিষ্যত পদক্ষেপ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। ওদিকে আবার প্রায় প্রতি রবিবার পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন। চাকরির appointment letter নিয়ে নাকি বসে আছে প্রতিষ্ঠানগুলি। চড়া কোর্স ফি-এর পরিবর্তে চৈত্র সেলের মতো দেদার বিকোচ্ছে চাকরি। কিন্তু বন্ধু! বাস্তব বড়ই রূঢ়। ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কত জন চাকরি পেয়েছে বলা শক্ত, তবে এটা সত্য যে হাজার হাজার চাকরি প্রার্থীর ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে এই ধরনের ব্যবসা সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের কৃপায়। তাই সাবধান। নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত। নিজের কেরিয়ার জীবনকে কারও হাতে সঁপে দেবার আগে দশবার ভাবতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আগে বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হওয়া, নাকি নিজের যুক্তি-বুদ্ধি- বিবেচনা দিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করা— একজন 'would be' ডব্লুবিসিএস অফিসারের কাছে কোনটি প্রাধান্য পাওয়া উচিত? এই আপাত নিরীহ অথচ কঠিন সিদ্ধান্তের উপরই ডব্লুবিসিএস-এ সাফল্য ব্যর্থতা বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে। যখন কোন প্রার্থী কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়, তখন সে শুধুমাত্র নিজের কষ্টার্জিত অর্থ ঐ সেন্টারের হাতে তুলে দিয়ে আসে না, নিজের অমূল্য সময় ও ভবিষ্যতকেও তুলে দিয়ে আসে তাদের হাতে। ঐ প্রতিষ্ঠানটি এমনতর গুরুদায়িত্ব পালন করার যোগ্য তো?বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে ডব্লুবিসিএস-ই হল একমাত্র পরীক্ষা যেটি প্রতি বছর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ফল প্রকাশের দীর্ঘসূত্রিতা ডব্লুবিসিএস-এ আর নেই, এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে সম্পূর্ণ নিয়োগ পদ্ধতি। সুতরাং গ্র্যাজুয়েশনের পর চার বছর ধরে মাস্টার্স—বিএড করে স্কুল সার্ভিসের অপেক্ষায় না থেকে ডব্লুবিসিএস-এর প্রস্তুতিতে নেমে পড়া শুধু ভালোই নয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। ডব্লুবিসিএস-এর সিলেবাসে সম্প্রতি সরলীকরণ ঘটেছে, MCQ প্রশ্নের প্রবেশ ঘটেছে মেনসেও। সিলেবাসের এরূপ পুনর্বিন্যাসের ফলে ডব্লুবিসিএস-এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের অন্যান্য পরীক্ষাগুলিতেও সাফল্য পাওয়া যাবে একই প্রস্তুতিতে। অপশনালের বোঝাও লাঘব হয়েছে অনেকটা। A/B গ্রুপের জন্য বর্তমানে নিতে হয় একটি অপশনাল। C/D গ্রুপের কোন অপশনালই নেই। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে ডব্লুবিসিএস-এর ক্ষেত্রে 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর কাজ করছে। আর যারা এই পরীক্ষাকেই টার্গেট করছে তাদের সামনে রয়েছে 'Win-Win Situation'। ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরের জন্য **অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন** যে উৎকৃষ্টতম গাইডেন্স প্রদান করছে এখানকার চমকপ্রদ সাফল্যেই তার প্রমাণ মিলছে। **এই প্রতিষ্ঠানের একটি মাত্র ব্রাঞ্চ থেকে WBCS-2014-এর চূড়ান্ত তালিকায় সফল হয়েছে ১২০ জন ও WBCS-2013-তে সফল হয়েছে ১১০ জন এবং মিসলেনিয়াস ২০১১-তে ৬৫ জন সফল। সাফল্যের শতকরা হারে এটি পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর সংস্থা। WBCS - 2015 তে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এই প্রতিষ্ঠানের এবং A, B,C ও D গ্রুপে মোট সফল ১২০ জনের অধিক।**

WBCS-2018-এর নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে। এখানে পাবেন WBCS টপারদের টিপস এবং বিশেষ স্ট্র্যাটেজিক ক্লাস।

এরকম অকল্পনীয় সাফল্যের পিছনে দুটি ফ্যাক্টর কাজ করছে। এক, কোর্সটি কনসিভ, ডিজাইন করা থেকে শুরু করে প্ল্যানিং-স্ট্র্যাটেজি ফর্মুলেশন—সম্পূর্ণ কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন ডব্লুবিসিএস অফিসারদের একটি ডেডিকেটেড টিম। বেশির ভাগ ক্লাসই নেন তাহারা। ২০১৮ কে স্বপ্ন পূরণের টার্গেট করতে চাইলে এখনই করা দরকার 'শুরুর মতো শুরু'। বাড়িতে খাপছাড়া প্রস্তুতি নয়, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের এক্সপার্ট গাইডেন্সের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকুক প্রস্তুতির কর্মযজ্ঞ। একাগ্রচিত্তে তোমাদের ঐকান্তিক পরিশ্রম আর আমাদের যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত গাইডেন্স—এই দুই-এর সঠিক মেলবন্ধনে আসবে তোমাদের বহুকাঙ্খিত জয়। এ জয় একান্ত তোমাদের জয়, তোমাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার জয়।

WBCS SCANNER Third Edition

'এখন আরোও বেশী তথ্য, আরোও বেশি পৃষ্ঠা, আরোও বেশি কমন'

বইটিতে থাকবে —

● ১৯ বছরের প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সমাধান ● ক্ষেত্র বিশ্লেষণ এবং ট্রেন্ড অ্যানালিসিস ● ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ মেন প্রশ্নপত্রের সমাধান ● কমনযোগ্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ● বাংলা এবং ইংরেজী (কম্পালসারি) বিষয়ের নমুনা ডায়লগ, চিঠি, রিপোর্ট এবং প্রতিবেদন ● সাফল্যের স্ট্র্যাটেজী ● FAQ (Frequently Asked Question)

বইটি প্রকাশিত হতে চলেছে ৯ই জুন, ২০১৭

WBCS-2017 মেনস ক্লাব

যারা এবার মেনস্ দেবেন, তারা মাত্র ৪০০ টাকার বিনিময়ে নিতে পারেন মেনস ক্লাবের সদস্যপদ।

এতে পাবেন — ● সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ● কিছু মকটেস্ট ও কিছু মক ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

9038786000
9674478644

Website : www.academicassociation.in ❋ Uluberia-9051392240 ❋ Barasat-9800946498
❋ Berhampur-9474582569 ❋ Siliguri-9474764635 ❋ Birati-9674447451 ❋ Medinipur Town-9474736230

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

এক দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ অর্থনীতিতে উত্তরণের পথ

এম. ভি. ভানুমতী এবং রোহিত দেও ঝা

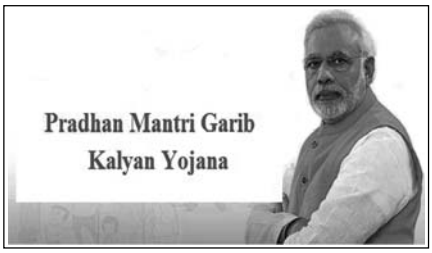

বিশ্ব ব্যাংকের মতে, উন্নয়নশীল বিশ্বে এক নম্বর গণশত্রু হল "দুর্নীতি" এবং গরিব মানুষজন তাদের আয়-উপার্জনের বেশিরভাগটাই উৎকোচ দিতে ব্যয় করতে বাধ্য হয়। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সরকার এক দিকে যখন কালো টাকার কারবারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে সম্মুখ সমরে নেমেছে; পাশাপাশি অন্যদিকে, সরকারি সুযোগ-সুবিধার বিলিবণ্টন ব্যবস্থায় উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার দৌলতে দরিদ্র মানুষজনকে দুর্নীতি ও ঘুষের কবলমুক্ত করতে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

*"একজন সফল শাসক রাষ্ট্র শাসন করবেন সুচারুভাবে; মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কাজকর্ম পরিচালনা করবেন তথা প্রসার ঘটাবেন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের, যার ফলস্বরূপ দেশের মানুষও অনতিবিলম্বে হয়ে উঠবেন সমৃদ্ধিশালী"—**চাণক্য***

রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index)-এর দাঁড়িপাল্লায় ভারতের অবস্থান বরাবরই নিচের পঙক্তিতে। দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ গরিবি ও অভাবের নাগপাশে আবদ্ধ রয়ে যাওয়ার দরুনই এই ছবির বিশেষ কোনও নড়চড় হয়নি বছরের পর বছর ধরে। গত বছর (HDI-২০১৬) ১৮৮-টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে ভারতের অবস্থান ছিল যথেষ্ট করুণ, ১৩১তম।

যাই হোক, অর্থনৈতিক সংস্কারকে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে তৎপরতা চালানো হচ্ছে। লক্ষ্য, আর্থিক বৃদ্ধির প্রান্তিক বলয়ে যারা পড়ে রয়েছেন, তাদের কাছে এর সুফল পৌঁছে দেওয়া। এ কাজে সফল হতে যে কৌশল নেওয়া হয়েছে তার প্রধান তিনটি স্তম্ভ অন্তর্ভুক্তি (Inclusion), স্বচ্ছতা (Transparency) এবং বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization)। এই তিনটি বিষয়ের সুদক্ষভাবে সঠিক মেলবন্ধন ঘটানোর দৌলতে এই প্রথমবারের জন্য আর্থিক বৃদ্ধির সুফল সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

সুষম আর্থিক বৃদ্ধির জন্য এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত সম্ভবত 'স্বচ্ছতা'। নিরপেক্ষভাবে যাচাই করলে প্রধান খলনায়ক হিসাবে আঙ্গুল উঠবে সেই দুর্নীতির দিকেই, যার দৌলতে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হাতে নেওয়া প্রতিটি কর্মসূচিও অচিরেই বিফলে যায়। দুর্নীতির সূত্রে উৎপত্তি হয় কালো টাকার আর এই দুয়ে মিলে কল্যাণ কর্মসূচিগুলির মূলে কুঠারাঘাত করে। সরকারের অর্থসংস্থানের পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সেই সূত্রেই বিবিধ কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণের কাজকর্মের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে। বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অর্থের সংস্থান তথা প্রযুক্তির জোগাড়যন্ত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়। নিজেদের যুবা বয়সী জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের পথ করে দিতে নিত্য হিমশিম এক জাতির সামনে চাকরি-বাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে। সেই বিদেশি পুঁজি কিন্তু দুর্নীতির গন্ধ পেলেই আসতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিশ্বব্যাংকের মতে, উন্নয়নশীল বিশ্বে এক নম্বর গণশত্রু (Public enemy) হল "দুর্নীতি" এবং গরিব মানুষজন তাদের আয়-উপার্জনের বেশিরভাগটাই উৎকোচ দিতে ব্যয় করতে বাধ্য হয়। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সরকার এক দিকে যখন কালো টাকার কারবারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে সম্মুখ সমরে

[লেখক এম. ভি. ভানুমতী "ভারতীয় রাজস্ব কৃত্যক"-এর বরিষ্ঠ আধিকারিক। বর্তমানে আয়কর বিভাগ (অনুসন্ধান), দিল্লি-র মুখ্য অধিকর্তা পদে আসীন। ইমেল : bhanumathi@incometax.gov.in এবং রোহিত দেও ঝা ওই একই কৃত্যকের আধিকারিক। বর্তমানে আয়কর বিভাগ (অনুসন্ধান), দিল্লি-র সহ অধিকর্তা পদে আসীন। ই-মেল : rohit.d.jha@incometax.gov.in]

নেমেছে; পাশাপাশি অন্যদিকে, সরকারি সুযোগ-সুবিধার বিলিবণ্টন ব্যবস্থায় উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার দৌলতে দরিদ্র মানুষজনকে দুর্নীতি ও ঘুষের কবলমুক্ত করতে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধরনের কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়ে এই নিবন্ধে বিশদ আলোচনা করা হল।

এক স্বচ্ছ অর্থনীতির উদ্দেশে

ভারতের কর-জিডিপি অনুপাত (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাপেক্ষে মোট সংগৃহীত করের অনুপাত) মেরেকেটে ১৬.৬ শতাংশ। আর এ দেশের কর-ভিত্তির আওতায় রয়েছেন মাত্র ৫ কোটি ৫০ লক্ষ করদাতা; যার মধ্যে পড়ছে কোম্পানিগুলি, ব্যক্তিবিশেষ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রকরণ। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের "অর্থনৈতিক সমীক্ষা" মোতাবেক, ভারতে প্রতি একশো ভোটারের মধ্যে সাতজন মাত্র করদাতা। অথচ ইচ্ছাকৃত কর ফাঁকির ছবিটা জ্বলজ্বল করছে বাস্তব তথ্য-পরিসংখ্যানের মধ্যেই। গত পাঁচ বছরে দেশে ১ কোটি ২৫ লক্ষ গাড়ি বিক্রি হয়েছে। এক ২০১৫ সালেই ২ কোটিরও বেশি ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছেন। এদিকে মাত্র ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষ কর দেওয়ার জন্য নিজেদের আয়-উপার্জন ৫০ লক্ষ টাকার বেশি বলে জানিয়েছেন।

কর এড়ানোর সূত্রে কালো টাকার উৎপত্তি একদিকে যেমন এক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিশেষ; অন্যদিকে তা সামাজিক দিক থেকেও আশঙ্কাজনক। ঘুষ দেওয়া-নেওয়া হোক বা নির্বাচনী ভ্রষ্টাচার, সংগঠিত অপরাধ বা আর্থিক ব্যয়বাহুল্যের কুরুচিকর প্রদর্শন, এসবই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও দেশের আর্থিক সংহতির পথে চরম অন্তরায়। সার্বিকভাবে তা অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ব্যাপকতর করে এবং জাতির সামাজিক বাঁধনকে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে। সরকার বিগত তিন বছরে চরম পন্থাপদ্ধতি অবলম্বনের পথে হেঁটে কালো টাকার বিরুদ্ধে বলতে গেলে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে পড়ছে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক উদ্যোগের মাধ্যমে নীতি-স্তরীয় সংস্কার, কার্যকরভাবে তা বলবৎ করা, কর্মক্ষমতার পরিসর বাড়ানো এবং তথ্য-পরিসংখ্যানের সূত্র ধরে ইন্টেলিজেন্স গড়ে তোলা।

● **স্বচ্ছ অর্থনীতির জন্য কর প্রশাসন :**

কালো টাকার সমস্যার মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

- কালো টাকার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এম. বি. শাহ-এর নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে।
- বিদেশে কালো টাকা লুকিয়ে রাখার ইস্যুটির কঠোরভাবে মোকাবিলার জন্য বিশেষ আইন, কালো টাকা (অঘোষিত বিদেশি আয় ও সম্পদ) এবং কর আরোপ আইন ["The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015"] লাগু করা হয়েছে। যাতে তিন থেকে দশ বছর কারাবাসের মতো কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন ["Prevention of Money Laundering Act (PMLA)"]-এর আওতায় কর ফাঁকিকে সুনির্দিষ্ট অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়।
- বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বিদেশের ব্যাংকে ভারতীয়দের অবৈধভাবে গচ্ছিত ৮,১৮৬ কোটি টাকা করের আওতায় দেশে ফেরানো হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সুযোগ সৃষ্টি করে পানামা নথি ফাঁস কাণ্ডের তদন্ত দ্রুত সমাপ্ত করতে বিভিন্ন সংস্থাকে নিয়ে "Multi-Agency Group" বা MAG গঠন করা হয়েছে।
- অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্বৈত করারোপ এড়ানোর চুক্তি (DTAAs), কর সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় চুক্তি (TIEAs)/বহুপাক্ষিক চুক্তি ইত্যাদি স্বাক্ষর।
- গোটা বিশ্বে কালো টাকার বিরুদ্ধে যে জোরদার তৎপরতা চালানো হচ্ছে, তাতে সামিল হতে তথ্যের স্বয়ংক্রিয় আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে যে বহুপাক্ষিক যোগ্য কর্তৃপক্ষ চুক্তি (Multilateral Competent Authority Agreement) রয়েছে তাতে যোগদান।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)"-এর আওতায় সে দেশের সঙ্গে তথ্য ভাগাভাগির সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর।
- মরিশাস, সিঙ্গাপুর এবং সাইপ্রাস-এর সঙ্গে দ্বৈত করারোপ এড়ানো চুক্তিতে রদবদল ঘটিয়ে তা নতুন করে সম্পাদন করা হয়েছে। যাতে এই চুক্তির শর্তের অপব্যবহার করে কর ফাঁকিবাজরা অবৈধ মুনাফা কামাতে না পারে।
- "Participatory Notes (PN)"-এর মাধ্যমে দেশে বিদেশি পুঁজি আসে একথা সত্যি; কিন্তু একই সাথে তা বিদেশে অবৈধভাবে গচ্ছিত কালো টাকাকে ঘুর পথে দেশে ঢোকানোর রাস্তাও খুলে দেয়। তাই কালো টাকা সংক্রান্ত বিশেষ তদন্তকারী দল এ ব্যাপারে কড়াকড়ির সুপারিশ করেছে। শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, SEBI এখন PN সংক্রান্ত বাড়তি কিছু তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। পাশাপাশি, অর্থ পাচারের (Money laundering) উপর রাশ টানতে সংশ্লিষ্ট মুনাফাকারী মালিকদের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য PN হস্তান্তরের উপর কড়াকড়ি জারি করেছে।
- বিধিবদ্ধ করা হয়েছে "বেনামি লেনদেন (নিষেধ) সংশোধন আইন, ২০১৬" ["Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2016"]। এই আইন বলে অন্য লোকের নামে বা ভুয়ো নামে রাখা সম্পত্তি, অর্থাৎ বেনামি সম্পত্তি কোনও রকম ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সরকারকে। আইনটিতে সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। রাজস্ব বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, ২৪৫-টিরও বেশি বেনামি লেনদেন ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। ১২৪-টি কেস-এ সাময়িকভাবে সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে, যার আর্থিকমূল্য ৫৫ কোটি টাকা।
- ২৩,০৬৪-টি তল্লাশি/জরিপের কাজ ইতোমধ্যে চালানো হয়েছে (যার মধ্যে ১৭,৫২৫-টি আয়করের, ২,৫০৯-টি বহিঃশুল্কের, ১,৯১৩-টি কেন্দ্রীয়

অন্তঃশুল্কের, ১,১২০-টি পরিষেবা করের) ১.৩৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অংকের কর ফাঁকি শনাক্ত করতে। যার মধ্যে ৬৯,৪৩৪ কোটি টাকা অংকের আয়কর ফাঁকি, ১১,৪০৫ কোটি টাকা অংকের বহিঃশুল্ক ফাঁকি, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ফাঁকি ১৩,৯৫২ কোটি টাকা অংকের এবং পরিষেবা কর ফাঁকি রয়েছে ৪২,৭২৭ কোটি টাকা অংকের।

- ২,৮১৪-টি কেস-এ ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার সূত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩,৮৯৩ জনকে।
- ED ৫১৯-টি কেস নথিভুক্ত করে ৩৯৬-টিতে তল্লাশি চালিয়েছে। এই সূত্রে ৭৯-টি কেস-এ গ্রেপ্তারির পাশাপাশি ১৪,৯৩৩ কোটি টাকা আর্থিক মূল্যের সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে।
- ২০১৬ সালের আয় ঘোষণা প্রকল্প (Income Declaration Scheme বা IDS)-এ সাড়া দিয়ে ৬৪,২৭৫ জন ব্যক্তি মোট ৬৫,২৫০ কোটি টাকার হিসাব-বহির্ভূত আয়ের ঘোষণা করেন। এই প্রকল্প এ দেশের কালো টাকার মালিকদের সামনে নিজেদের দুর্নীতিমুক্ত করার এক সুযোগ এনে দিয়েছিল।

● **বাজেট ২০১৭-'১৮, ''নয়ারূপে, কর্মশক্তিতে ভরপুর ও দুর্নীতিমুক্ত ভারত'' :**

কালো টাকার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ জারি রাখতে বিত্তমন্ত্রী নিম্নলিখিত মুখ্য সংস্কারের প্রস্তাব রেখেছেন।

- ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত নগদ ব্যয়ের অনুমোদন মিলবে কেবলমাত্র ব্যবসার কারণে।
- দাতব্য অছিগুলি কোনও একজন ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা অনুদান নগদে নিতে পারবে।
- কোনও একটি লেনদেনে ২ লক্ষের বেশি নগদ টাকা খরচের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এর অন্যথা ঘটলে সম পরিমাণ আর্থিক জরিমানা ধার্য করা হবে।
- কালো টাকা গচ্ছিত রাখার জন্য প্রাথমিক কৃষি-ঋণ সমিতিগুলির (Primary Agriculture Credit Societies) অপব্যবহার করা হয় বলে সন্দেহ। এই সমিতিগুলিকে কম্পিউটারাইজড করে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির কোর ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- আর্থিক অপরাধী-সহ অন্যান্য আইন ভঙ্গকারীরা আইনের হাত এড়াতে দেশত্যাগী হন। এরা নিজেদেরকে দেশের কানুন ব্যবস্থার হাতে তুলে না দেওয়া অবধি দেশে তাদের যে সব সম্পত্তি রয়েছে তা ক্ষমতাবলে সরকার যাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারে সে জন্য আইন প্রণয়নের প্রস্তাব।
- আয় কর রিটার্ন দাখিল করার জন্য তথা PAN পাওয়া এবং রাখার জন্য আধার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে অসাধু মানুষদের একাধিক সংখ্যক এবং ভুয়ো PAN তৈরির সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভবপর হবে; তথা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা-সহ বিভিন্ন লেনদেনের জন্য KYC যাচাইয়ের ব্যবস্থা মজবুত করা যাবে।

● **সৎ করদাতাদের সুবিধা করে দিতে উদ্যোগ :**

সরকারের লক্ষ্য দেশের কর-ভিত্তির পরিসর বাড়ানো। তাই দেশে বিনিয়োগ ও বৃদ্ধি অনুকূল তথা পরিস্থিতি আগাম অনুমানে সক্ষম এক টেঁকসই করারোপ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার জোরদার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। উন্নততর কর প্রশাসনের রাস্তায় হাঁটতে যেসব লক্ষণীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বা নীতি পরিবর্তন করা হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ নিচে করা হল।

- সাবেক আইন হাতে নেওয়ার সার্বভৌম অধিকার ছেড়ে না দিয়েই সরকার খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে অত্যন্ত সাবধানতা ও বিচক্ষণতার সাথেই তা প্রয়োগ করা হবে।
- করদাতাদের সশরীরে বারবার দপ্তরে হাজিরার প্রয়োজনীয়তা কমাতে ৭-টি শহরে 'ই-কর নির্ধারণ' (E-assessment) চালু করা হয়েছে। এর ফলে অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হবে।
- ২০১৫ সালে চালু হয় 'ই-সহযোগ' (E-Sahyog)। যেসব করদাতার দাখিল করা আয়কর রিটার্ন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের রিটার্নের ভুলভ্রান্তি সংশোধনের জন্য অনলাইন ব্যবস্থাপত্রের সংস্থান করতেই এই উদ্যোগ। বিশেষত, ক্ষুদ্র করদাতাদের "Compliance cost" কমাতে।
- বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের জন্য গঠিত এক উচ্চ স্তরীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ (Central Board of Direct Taxes বা CBDT) এবং কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ও বহিঃশুল্ক পর্ষদ (Central Board of Excise and Customs বা CBEC) নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর বিধি সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ জারি করবে।
- আয়কর নিষ্পত্তি আয়োগ (Income-tax Settlement Commission)-এর চৌহদ্দি বাড়ানো হয়েছে; যাতে আরও বেশি সংখ্যক করদাতা এই সুযোগ লাভ করতে পারেন।
- প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের (PMO) নজরদারির আওতাধীন "Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS)" এবং "e-nivaran" পোর্টাল-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি।
- বাছাই করা করদাতাদের জন্য একটিমাত্র পৃষ্ঠার আয়কর রিটার্ন ফর্ম "সহজ" (Sahaj)।
- আয়কর বিভাগ "Project insight" নামক এক বড়ো মাপের কর্মসূচি রূপায়ণের কাজে হাত দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য কর বিধি পালনের বিষয়ে আরও সাফল্য পেতে তথা দ্রুত অনুসন্ধানের পর্ব শেষ করার জন্য বিভিন্ন পক্ষ মারফৎ তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা মজবুত করে তোলা।

বিমুদ্রীকরণ

বিমুদ্রীকরণ বা পাঁচশো এবং হাজার টাকার মতো বড়ো নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়ার দৌলতে শাসনযন্ত্রের এক অভূতপূর্ব নতুন রূপ আমাদের চোখে পড়ছে; কর ফাঁকির জন্য কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ এবং দুর্নীতির

একেবারে মূলে কুঠারাঘাত। বিমুদ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের পিছনে অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম হল, জাল নোটের কারবার বন্ধ করা, অর্থনীতিকে আরও বেশি ডিজিট্যাল করে তোলা, আর্থিক সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো, অর্থনীতিকে আরও সংহত আকৃতি দান। এই সব উদ্দেশ্য পূরণের পরিণাম স্বরূপ আদতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি পাবে উচ্চ হারে, কর বিধি পালনের ক্ষেত্রে মিলবে বিশেষ সাফল্য, কর রাজস্ব আদায় হবে বেশি পরিমাণে। বিমুদ্রীকরণের পর, বাজারে থাকা প্রায় সব নগদ টাকাই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঢুকে গেছে। ফলত, আইন বলবৎ করে যে এজেন্সিগুলি, তাদের সামনে এই টাকার সুলুকসন্ধান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংকে জমা পড়া নগদ টাকার বিষয়ে খানাতল্লাশি চালিয়ে বহু ধরনের জোচ্চুরির হদিস মিলেছে। এর মধ্যে পড়ছে পুরোনো তারিখে বিক্রিবাটা দেখানো; বেনামি আমানত; গয়না, সোনা-রুপোর বাট, বিলাস পণ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা PAN ছাড়াই অচেনা ব্যক্তিকে বিক্রি করা; PAN দেওয়া এড়াতে বেশি টাকার বিল ভাগ ভাগ করে দেখানো; সমবায় ব্যাংকে টাকা জমানো, KYC নিয়ম পালনের কড়াকড়ি নেই যেখানে; একটিমাত্র PAN দিয়ে বহু সংখ্যক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করা ইত্যাদি।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, বিমুদ্রীকরণের পরে এক সাথে ২ লক্ষ থেকে ৮০ লক্ষের মধ্যে নগদ টাকা জমা পড়েছে ১.০৯ কোটি বাংক অ্যাকাউন্টে, যার মোট পরিমাণ ৫.৪৮ লক্ষ কোটি। ৮০ লক্ষের বেশি পরিমাণ নগদ টাকা জমা করা হয়েছে ১.৪৮ লক্ষ অ্যাকাউন্টে, যার মোট পরিমাণ ৪.৮৯ লক্ষ কোটি। "Operation Clean Money"-র অঙ্গ হিসাবে আয়কর বিভাগ প্রথম পর্যায়ে ১৮ লক্ষ মানুষকে ই-মেল এবং মোবাইল-এ লিখিত বার্তা পাঠায়। বিভাগের ই-ফাইলিং ওয়েবসাইটে ১২ লক্ষ অ্যাকাউন্ট থেকে প্রত্যুত্তর মেলে। যার ফলে পরবর্তী পর্যায়ের অনুসন্ধান পর্ব শুরু করার আগে খাঁটি কেসগুলিকে তালিকা থেকে বাদ দিতে আয়কর বিভাগের সুবিধা হয়। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে বিত্তমন্ত্রী জানান বিমুদ্রীকরণের পর আয়কর বিভাগ ১১০০-টি তল্লাশি ও যাচাই পর্বের কাজ চালিয়ে নগদ এবং মূল্যবান সামগ্রী মিলিয়ে মোট ৬০০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে।

কর ফাঁকিবাজদের কালো টাকার দাগ মুছে ফেলার একবার সুযোগ দিতে সরকার ঘোষণা করেছে "প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা"। এই যোজনার আওতায় ৩১ মার্চ ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত যারা ব্যাংকে নগদ টাকা জমা করেছেন, তাদের এই ঘোষিত আমানতের ৫০ শতাংশ কর হিসাবে কেটে নেওয়া হবে; ২৫ শতাংশে আমানত ৪ বছরের জন্য বিনা সুদে "প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা" প্রকল্পে জমা রাখতে হবে। এখনও পর্যন্ত PMGKY-র কোনও পরিসংখ্যান সরকারিভাবে পাওয়া যায়নি। তবে এখানে জমা পড়া টাকার অংকটা বড়ো কথা নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল, অজানতে যে নগদ টাকা তারা ভোগদখল করছিলেন, সাধারণ মানুষকে তা নিয়মানুগ করার একটা সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

ডিজিট্যাল অর্থনীতি

অর্থনীতিতে নগদের এত রমরমাই ব্যাপক হারে কর ফাঁকির মূল কারণ। Price waterhouse Coopers (PwC)-এর ২০১৫ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে পরিমাণের দিক থেকে সব লেনদেনের ৯৮ শতাংশ তথা লেনদেনের মোট পরিমাণের ৬৮ শতাংশই হয়ে থাকে নগদে। বিমুদ্রীকরণ ডিজিট্যাল লেনদেনের পথে এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। ডিজিট্যাল অর্থনীতি অনেক দিক থেকেই সুবিধাজনক; তার মধ্যে অন্যতম হল তা অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা আনে। "Transparency International"-এর "Corruption Perception Index" তালিকায় উপরের দিকে থাকা দেশগুলির ক্ষেত্রে মোট লেনদেনের ১০ শতাংশেরও কম নগদে হয়ে থাকে। এই তালিকায় ভারতের স্থান অনেক নিচে, ৭৯তম।

"National Payments Corporation of India" সফলভাবে রূপায়ণ করেছে 'Unified Payments Interface" নামক বিকল্প লেনদেন ব্যবস্থা। 'ভীম' (BHIM) নামক ই-ওয়ালেটটি ইতোমধ্যেই ১৯৬ লক্ষ মানুষ ডাউনলোড করেছেন। ভীম অ্যাপ-এর সাহায্যে মানুষ অনলাইন কেনাকাটার পর মোবাইলের বোতাম টিপেই সরাসরি নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দাম মেটাতে পারছেন। এবং "আধার পে" (AADHAR Pay) অ্যাপ ব্যবহার করে দোকান-বাজারে কাউন্টারে ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে দাম চোকাতে পারেন। এই সব উদ্যোগ যে কাঙ্ক্ষিত সুফল ইতোমধ্যেই দিতে আরম্ভ করেছে তার প্রমাণ মিলছে রিজার্ভ ব্যাংকের পরিসংখ্যান থেকে। দেখা যাচ্ছে, UPI-ভিত্তিক লেনদেন এক লাফে ২০ শতাংশ বেড়ে মার্চ, ২০১৭-এ ২০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে লেনদেন করতে উৎসাহ জোগাতে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২ কোটি টাকা পর্যন্ত বার্ষিক টার্নওভার এমন ক্ষুদ্র ও মাঝারি করদাতাদের ক্ষেত্রে নগদহীন লেনদেনের জন্য ধার্য আয়করের হার ৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৬ শতাংশ। ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দাম মেটাতে ব্যবহৃত POS (Point of Sales) যন্ত্র, মাইক্রো ATM ইত্যাদিকে সীমা শুল্ক, কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক এবং অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্কের আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

সরকার যেখানে আধারের সাথে PAN-কে যুক্ত করা আবশ্যিক করেছে; তার পরবর্তী ধাপ হিসাবে ৫০ হাজার টাকার বেশি নগদ লেনদেনের জন্য আধার প্রামাণিকতা-নিরূপণ আবশ্যিক করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)

দেশের অত্যন্ত জটিল পরোক্ষ কর কাঠামোকে সহজ-সরল করার লক্ষ্য নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়পর্বে কর সংস্কারের জন্য গৃহীত সবচেয়ে বড়ো মাপের পদক্ষেপগুলির অন্যতম হল GST বা পণ্য ও পরিষেবা কর। বহিঃশুল্ক (Customs Duty) ছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির বসানো সব ধরনের করকে অন্তর্ভুক্ত করে

GST এক অভিন্ন ভারতীয় বাজার গড়ে তুলবে। কর প্রশাসনকে নিপুণতর ও কর্মদক্ষ করে তুলবে; কর বিধি পালনের ছবিটা উজ্জ্বল হবে; বিনিয়োগ ও বৃদ্ধি ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটবে; যার ফলস্বরূপ রাজস্ব সংগ্রহ বাড়বে অনেকাংশে। GST সংক্রান্ত চারটি বিল সংসদে পাস করিয়ে সরকার চলতি বছরের পয়লা জুলাই পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করার পূর্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেছে। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার মারফৎ এক "State of art" মানের পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। কর ফাঁকির ঘটনায় কঠোর শাস্তিবিধান ও বেশ ভালো মতো জরিমানার সংস্থান রাখা হয়েছে; যার দৌলতে ভারত মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদে কর-GDP অনুপাতের ক্ষেত্রে হঠাৎ করেই চমকপ্রদ ফল দেখাতে পারে। পাশাপাশি, ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য প্রকাশ পাওয়ার সূত্রে প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সুফল মিলবে।

নির্বাচনী তহবিল সংস্থানের ক্ষেত্রে সংস্কার

বিশেষজ্ঞ সংস্থা "Association of Democratic Reforms"-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৪-'০৫ থেকে ২০১৪-'১৫ সালের মধ্যে এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলির হাতে অজ্ঞাত সূত্র মারফৎ এসেছে বিপুল অংকের অর্থ, ৭,৮৩৩ কোটি টাকা। এই পরিমাণ তাদের মোট আয়ের ৬৯ শতাংশ। ADR এই সব অজ্ঞাত সূত্রের পরিচয় অনুমান করার বিষয়টি আমাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য জগতের মাথারা যখন পর্দার আড়ালে রাজনৈতিক দলগুলিকে টাকার জোগান দেয়, সেখান থেকেই জন্ম নেয় কায়েমি স্বার্থ। রাজনীতি এবং ব্যবসা—এই দুয়ের অশুভ আঁতাতে ইন্ধন জোগায় তা। গণতন্ত্র ও জনগণের কল্যাণের সঙ্গে আপোস করেও রাজনীতিকরা তখন ব্যবসা জগতের এই তথাকথিত বন্ধুদের প্রতিদান ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। কাজেই, রাজনৈতিক দলগুলির অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় থাকা ভ্রষ্টাচারমুক্ত অর্থনীতির স্বার্থে খুবই জরুরি।

২০১৭-'১৮ অর্থবছরের বাজেটে এ বিষয়ে এক ছোট্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কোনও একক সূত্র থেকে রাজনৈতিক দলগুলির নগদে অনুদান নেওয়ার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ২ হাজার টাকা। নির্বাচনী বন্ড-এর প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে; অন্য দিকে কর্পোরেট মহল থেকে অনুদানের ক্ষেত্রে কোনও সীমা নির্দিষ্ট করে না দেওয়ার ফলে দাতার স্বার্থরক্ষার সম্ভাবনা হয়তো থেকে যাচ্ছে, কিন্তু একই সাথে অনুদানের উৎসের সুলুকসন্ধানও সম্ভব হচ্ছে।

ভ্রষ্টাচার ঠেকাতে

স্বাধীনতার সময় থেকেই বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে আসছে উন্নয়নের সুফল গরিব ও অভাবী মানুষজনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। আর বছরের পর বছর ধরে এই সব প্রকল্পের গভীরে শিকড় বিস্তার করেছে ভ্রষ্টাচার বা দুর্নীতি। ফলস্বরূপ, প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের নয়ছয় হয়েছে যথেচ্ছ পরিমাণে; আর প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য মাঠে মারা গেছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৫-'১৬ অর্থবছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে যে, গণবণ্টন ব্যবস্থার ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের আওতায় সুফলের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশই অর্জন করা যায়নি এই তছরূপের কারণে। সরকার আজকাল সরাসরি সুফল হস্তান্তর (Direct Benefit Transfer বা DBT) নামক এক উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করে যারা যথার্থই সুবিধা পাওয়ার হকদার সেই সব গরিব মানুষের অ্যাকাউন্টে টাকার অংকে তাদের হক পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে ভ্রষ্টাচারের আশঙ্কা থাকছে না। ২০১৪ সালে গরিব ও বঞ্চিত মানুষজনকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে সুবিশাল অভিযান চালু করা হয়। যার উপর DBT-র কাঠামো খাড়া করা হয়েছে। জন ধন (খোলা হয়েছে প্রায় ২৫.৭ কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট), আধার (নথিভুক্তির সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১১২ কোটি) এবং মোবাইল—এই ত্রয়ীর সৌজন্যে স্বচ্ছতা (Transparency) ও অন্তর্ভুক্তি (Inclusiveness)-র ভিত গড়ে উঠেছে। রিপোর্ট পাওয়া গেছে, বর্তমানে ১৭-টি মন্ত্রকের ৮৪-টি প্রকল্প DBT-র আওতায় নিয়ে আসার দরুন গত ৩ বছরে মোট ৫০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। উপকারভোগীদের তালিকা যাতে সবাই দেখতে পান তাই এই তালিকা আপলোড করাটা আরও বেশি স্বচ্ছতা আনার জন্য পরবর্তী ধাপ হতে পারে। সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধে অবশ্য আরও কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই নিয়েছে। খনি এবং খনিজ (বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন [Mines and Minerals (Development and Regulation) Act] সংশোধনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resources)-এর ক্ষেত্রে নিলাম ডেকে বণ্টন আবশ্যিক করা হয়েছে অন্য কোনও বিকল্প পথ না রেখে। এর দরুন প্রাকৃতিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বড়ো মাপের দুর্নীতির সুযোগ ঠেকানো যাচ্ছে। এছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ, দপ্তর, সরকার অধিগৃহিত সংস্থা (PSUs), স্বশাসিত সংস্থা ইত্যাদির প্রয়োজনে পণ্য ও পরিষেবা কিনতে চালু করা হয়েছে "Government eMarketplace" (GeM) এই সব পদক্ষেপ দুর্নীতির একদম মূলে আঘাত হানে তথা দেশ গঠনের কর্মকাণ্ডে সম্পদের জোগান বাড়ায়।

অসমাপ্ত অ্যাজেন্ডা

যে সাহস এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সরকার এক ভ্রষ্টাচারমুক্ত স্বচ্ছ ভারত (Clean India) গড়ে তোলার পথে পা রেখেছে, তা নিঃসন্দেহে অতীব সাধুবাদ যোগ্য। লক্ষ্যপূরণে সফল হতে নিম্নলিখিত আরও অতিরিক্ত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

- সক্রিয় ও দুর্নীতিমুক্ত কর প্রশাসন গড়ে তুলতে অপরিহার্য শর্ত হল কর বিধি এবং (কর জমা করার) প্রক্রিয়ার সরলীকরণ। কারও মর্জিমাফিক কাজের তথা মামলা-মোকদ্দমার সুযোগ যাতে যথাসম্ভব কম থাকে তা দেখতে হবে। ২০১৬-'১৭ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় এই তথ্য সামনে এসেছে যে, প্রথম

আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে কর সংক্রান্ত ৩ লক্ষ মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। আর এক্ষেত্রে যে অংকের টাকাকে ঘিরে বিতর্ক তার মোট পরিমাণ ৫.৫ লক্ষ কোটি।

➢ আইন ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের অপব্যবহার নিবারণ হল আর একটি জায়গা যা মজবুত করা দরকার। সরলীকৃত কর্পোরেট নিয়মবিধির সুযোগের অপব্যবহার করে স্রেফ নামে মাত্র অস্তিত্ব আছে এমন সংস্থা (Shell Company)-র সংখ্যা সময়ের সাথে হু হু করে বেড়ে গেছে। কোনও একটিমাত্র ঠিকানাতেই শতখানেক কোম্পানি নিবন্ধীকৃত রয়েছে। এই সব সংস্থার বৈশিষ্ট্য হল নামমাত্র মূলধন; আদপেই কেউ নেই বা একজন মাত্র কর্মী বা পরিচালক আছেন এবং তিনিও শিখণ্ডীমাত্র। বছরের পর বছর ধরে এই সমস্ত নাম সর্বস্ব কোম্পানি ভুয়ো বিল পেশ, জাল শেয়ার মূলধন পাইয়ে দেওয়া, নকল ঋণ ইত্যাদির এক ফুলেফেঁপে ওঠা কারবার ফেঁদে বসেছে। তাই যে কোনও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে জালজোচ্চুরি করতে এই সব কোম্পানিকেই ব্যবহার করা হয়। নিছক নাম্বারের সূত্র ধরে কোম্পানিগুলিকে চিহ্নিত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। আবার চিহ্নিত করা গেলেও বর্তমান নিয়মবিধির ব্যবস্থার ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করাটা বেশ দুষ্কর। ২০১৩-'১৪ থেকে ২০১৫-'১৬, এই সময়পর্বে আয়কর বিভাগের খানাতল্লাশির দৌলতে ১,১৫৫-টি নাম সর্বস্ব কোম্পানির/সংস্থার খোঁজ মিলেছে। এদের মাধ্যমে ১৩ হাজার ৩০০ কোটিরও বেশি টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে, যার সুযোগ নিয়েছেন ২২ হাজার দুর্নীতিগ্রস্থ মানুষ। এই সব কোম্পানির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। আপিল আদালতের সামনে পেশ হওয়ার পর মিশ্র ফল মিলেছে এই সব মামলাগুলির ক্ষেত্রে। সুতরাং এটা ধরে নেওয়া বোধহয় সঠিক হবে যে, নাম সর্বস্ব কোম্পানি চালানো এবং আর্থিক লেনদেনে জালজোচ্চুরির মতো বেআইনি কাজকে সংগঠিত অপরাধের তকমা দেওয়া জরুরি। একই সাথে তার মোকাবিলায় ফৌজদারি আইন লাগু হওয়া দরকার।

"ভারতে প্রতি একশো ভোটারের মধ্যে সাতজন মাত্র করদাতা। অথচ ইচ্ছাকৃত কর ফাঁকির ছবিটা জ্বলজ্বল করছে বাস্তব তথ্য-পরিসংখ্যানের মধ্যেই। গত পাঁচ বছরে দেশে ১ কোটি ২৫ লক্ষ গাড়ি বিক্রি হয়েছে। এক ২০১৫ সালেই ২ কোটিরও বেশি ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছেন। এদিকে মাত্র ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষ কর দেওয়ার জন্য নিজেদের আয়-উপার্জন ৫০ লক্ষ টাকার বেশি বলে জানিয়েছেন।"

➢ করদাতা ও আয়কর বিভাগের কর্মী-আধিকারিক, এই দু' পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের সুযোগ যথাসম্ভব কমানো। উভয় পক্ষের সশরীরে মুখোমুখি হওয়ার যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা থাকছে, তার জন্য নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া দরকার। তাও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে কিছু এড়িয়ে গেলে সেই সূত্র ধরে। আয়কর বিভাগ যে "ই-কর-নির্ধারণ" (e-assessment) চালু করেছে, এই দিশায় তা এক সঠিক পদক্ষেপ।

➢ ভারত "Financial Action Task Force" (FATF)-এর সদস্য। এই কর্মীদল ভারতের জন্য এক বিশেষ সুপারিশ করেছে। এ দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে রাজনৈতিক পরিচয় সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের (বিশেষ করে যখন কোনও উল্লেখযোগ্য সরকারি কাজকর্মের ভার তাদের উপর ন্যস্ত) ব্যবসায়িক যোগ চিহ্নিত করার উপর জোর দিতে হবে। তথা যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমকে কাজে লাগাতে হবে, আর্থিক অপরাধের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার উপায় হিসাবে।

➢ যে সব সংস্থার মাধ্যমে আইন-কানুন বলবৎ করা হয়, কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের কাজটি মসৃণভাবে সম্পন্ন করার উপর জোর দিতে হবে।

পরিশেষে

সব শেষে বলা যায় চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, হাল ছাড়লে চলবে না। ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে এবং অর্থনীতিকে দুর্নীতির কবল থেকে বের করে আনতে সরকার যেসব সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা থেকে লক্ষণীয় সুফল মিলছে। যদি সমান বলিষ্ঠতার সঙ্গে তথা একই রকমভাবে উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই অভিযান চালিয়ে যাওয়া হয়, তবে তা অচিরেই কাঙ্ক্ষিত সুফল দেবে। অর্থনৈতিক কাঠামোকে এক নতুন দিশায় চালিত করবে। বিত্তশালী নয়, অর্থনীতির বিপুল সংখ্যক সুফলের ভাগীদার হবেন এর প্রকৃত হকদার, অর্থাৎ দেশের গরিব মানুষজন। দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভবপর হবে; জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে; তথা এই মুহূর্তে দেশের জন্য যা আশু প্রয়োজন সেই দক্ষতা/নৈপুণ্যের মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কিছু পরিমাণ সুবিধা-অসুবিধার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনাকে মেনে নিতেই হবে। যে কোনও পালাবদলের ক্ষেত্রে এই পর্বের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী, তা এড়ানো যায় না। ভালো কিছু পেতে হলে খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। আর এক্ষেত্রে তো এক স্বচ্ছ তথা দুর্নীতিমুক্ত অর্থনীতির জন্য আমাদের সামান্যই মূল্য চোকাতে হচ্ছে।❑

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : ভারতের সংবিধান রচনা

১. সামগ্রিক ভাবে কিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ভারতীয় সংবিধানের কাঠামো?

২. কার সুপারিশক্রমে ১৯৪৬ সালের জুলাইতে গঠিত হয় সংবিধান সভা বা গণপরিষদ?

৩. সংবিধান সভার সদস্যদের নির্বাচন করে কারা?

৪. সংবিধান সভা (Constituent Assembly)-র সভাপতি নিযুক্ত হন কে?

৫. প্রথমে মোট কতজন সংবিধান সভার সদস্য হন?

৬. দেশভাগের পর সংবিধান সভার সদস্য সংখ্যা কমে কততে দাঁড়ায়?

৭. সংবিধান সভার সাংবিধানিক উপদেষ্টা রূপে কাকে নিয়োগ করা হয়েছিল?

৮. সংবিধান সভার সংবিধান রচনা কমিটি (Drafting Committee)-র প্রধান কে ছিলেন?

৯. সংবিধান রচনা কমিটির অন্যতম সদস্য ডি পি খৈতান ১৯৪৮ সালে মারা গেলে তার জায়গায় কাকে নেওয়া হয়?

১০. সংবিধানের খসড়া বানানোর জন্য সংবিধান রচনা কমিটিকে কবে নিয়োগ করা হয়?

সংবিধান সভার খসড়া কমিটির সদস্যরা

১১. পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সংবিধান সভায় যে "Objective Resolution" প্রস্তাব পেশ করেছিলেন সেটি পরবর্তীকালে সংবিধানের কোন অংশের রূপ নেয়?

১২. কত তারিখে পণ্ডিত নেহরু তার এই "Objective Resolution" প্রস্তাব পেশ করেন?

১৩. ভারতের সংবিধানে কোন দেশের অনুকরণে "বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা"র ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

১৪. সংবিধান সভায় দীর্ঘ বিতর্কের পর সংবিধান গৃহীত হয় কত তারিখে?

১৫. কোন তারিখে রাষ্ট্রপতি সংবিধানে স্বাক্ষর করেন?

১৬. আনুষ্ঠানিক ভাবে কত তারিখ থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়?

১৭. ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী"র আদর্শ কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?

১৮. ভারতীয় সংবিধান কয়টি খণ্ডে (Parts) বিভক্ত?

১৯. কোন মৌলিক অধিকারটিকে ড. আম্বেডকর "Heart and Soul of the Constitution" বলে বর্ণনা করেছিলেন?

২০. ভারতের একক নাগরিকত্বের ধারণাটি গ্রহণ করা হয়েছে কোন দেশের সংবিধান থেকে?

উত্তর :

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act)। ২. ক্যাবিনেট মিশন। ৩. প্রাদেশিক আইনসভাগুলি (Provincial Assembly)। ৪. ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ। ৫. ৩৮৯ জন (দেশীয় রাজ্যগুলির ৯৩ জন, কংগ্রেসের ২১১ জন ও মুসলিম লিগের ৭৩ জন। ৬. ২৯৯ জন। ৭. বি এন রাউ। ৮. ড. বি আর আম্বেডকর। ৯. টি টি কৃষ্ণমাচারি। ১০. ১৯৪৭ সালের ২৯ আগস্ট। ১১. প্রস্তাবনা (Preamble)। ১২. ১৯৪৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর। ১৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৪. ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর। ১৫. ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর। ১৬. ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। ১৭. ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণায়। ১৮. ২২-টি খণ্ডে। ১৯. Right to constitutional remedies (৩২নং ধারা)। ২০. ব্রিটেন।❑

সব বাধা ঘুচল জিএসটির, সংসদে পাস বিল

ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল ১৭ বছর আগে, অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায়। সারা দেশে অভিন্ন কর ব্যবস্থার লক্ষ্যে জিএসটি চালু করার কাজ শুরু করে আগের সরকার। অবশেষে নরেন্দ্র মোদীর জমানায় সেই জিএসটি দিনের আলো দেখল। শেষ পর্বে পা দিল পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি রূপায়ণ। এই কর সংক্রান্ত চার-চারটি বিলই একসঙ্গে সংসদে পেশ করলেন অরুণ জেটলি। লোকসভায় ও তার কয়েক দিনের ব্যবধানে রাজ্যসভাতেও পাস হয়ে গেল জিএসটি চালুর জন্য এই চারটি বিল। এ বার উৎপাদন শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও পরিষেবা কর তুলে দিয়ে পয়লা জুলাই থেকে অভিন্ন পণ্য-পরিষেবা কর চালু হলে তাতে দেশের কর ব্যবস্থায় আমূল বদল ঘটে যাবে। লোকসভায় গত ৩০ মার্চ এবং রাজ্যসভায় গত ৭ এপ্রিল জিএসটি-র ৪-টি বিল পাসের মাধ্যমে সংসদীয় ইতিহাসের একটি পর্বেও ইতি টানা হয়ে গেল।

কেন্দ্রীয় জিএসটি, আন্তঃ-রাজ্য জিএসটি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জিএসটি এবং রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ—এই চারটি বিলই গত ২৮ মার্চ অর্থমন্ত্রী লোকসভায় পেশ করেন। ২৯ মার্চ পরিষদের সদস্যদের বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাবে অবহিত করা যায়। লোকসভায় বিলগুলি নিয়ে সদস্য অবশ্য বিল খতিয়ে দেখতে তারা যথেষ্ট সময় সংসদীয় প্রতিমন্ত্রী সুরেন্দ্র সিংহ আলুওয়ালিয়া তাদের বিলগুলি আপলোড করে দেওয়া হয়। লোকসভার

এগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। তার আগে মন্ত্রী মোদী, যাতে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের আরও ভাল আলোচনার সময়, বিরোধী বেঞ্চের কোনও কোনও পাননি বলে অভিযোগ আনেন। সরকারের তরফে জানিয়ে দেন, ২৪ মার্চ রাতেই সরকারি ওয়েবসাইটে অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজনও বিরোধীদের যুক্তি খারিজ করে দিয়ে বলেন, ২৫ মার্চ তারিখেই সাংসদদের কাছে বিল পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই তাদের হাতে যথেষ্ট সময় ছিল তা খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার জন্য।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০০ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার প্রথম জিএসটি চালুর কাজ শুরু করে। তার ১৭ বছর পরে ২৮ মার্চ লোকসভায় পেশ করা বিলে জিএসটি-র সর্বোচ্চ করের হার ৪০ শতাংশ বেঁধে দেওয়া হয়। সাধারণ ভাবে বাকি হারগুলি হল : ৫, ১২, ১৮ ও ২৮ শতাংশ।

জিএসটি চালু হওয়ার পরে করের বোঝা কমে গেলে আমজনতাকে দামে সুবিধা না-দিলে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কর ফাঁকির ক্ষেত্রে গ্রেফতারির নিদান রয়েছে। ক্ষতিপূরণ বিল অনুযায়ী, রাজ্যগুলির রাজস্ব ক্ষতি হলে প্রতি দু'মাসে কেন্দ্র তা মিটিয়ে দেবে। সেই লক্ষ্যেই পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক সামগ্রী, তামাক ও কিছু ভোগ্যপণ্যের উপর সেস বসিয়ে আদায় করা অর্থে একটি তহবিল তৈরি হবে। ৫ বছর পরে তহবিল-এর টাকা বেঁচে গেলে তার সিংহভাগ পাবে কেন্দ্র।

এই চারটি বিলেই জিএসটি পরিষদ ছাড়পত্র দিয়েছিল। পরিষদের ৩১ মার্চের বৈঠকে নতুন কর ব্যবস্থার নিয়ম-কানুন নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা থাকায় তার আগেই মোদী সরকার লোকসভায় জিএসটি বিলগুলি পাস করাতে চাইছিল। চারটি বিলই অর্থ বিল হিসেবে পেশ করা হয়। তাই লোকসভায় পাস হওয়ার পর রাজ্যসভায় বিরোধীদের পক্ষে তা আটকানো সম্ভব ছিল না। তবে পঞ্চম বিলটি রাজ্য বিধানসভাগুলিতে পাস করাতে হবে। তা হলে স্বাধীনতার পরে এ পর্যন্ত পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সংস্কারে সিলমোহর দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

আগামী পয়লা জুলাই থেকে জিএসটি চালু করার জন্য মোদী সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু আপাতত পেট্রোপণ্যকে বাইরে রাখা হয়েছে। তবে তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যুক্তি দিয়েছেন, অল্প সময়েই পেট্রোপণ্য জিএসটি-র আওতায় আসবে। কেন্দ্র সেই চেষ্টা করবে। তবে রাজ্যগুলির আশঙ্কা, তাদের পরিষেবা কর ও ভ্যাট বাবদ আয় মার খাবে। জিএসটি চালুর পরে মার্কিন বহুজাতিক অ্যাপল-এর জন্য কর ছাড়ের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এ দেশে কারখানা তৈরির জন্য অ্যাপল মোদী সরকারের কাছে করছাড় দাবি করেছে। সীতারামন বলেন, জিএসটি চালু হলে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখতে হবে।

লোকসভায় বিলগুলি পাসের পর অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন, পয়লা জুলাই থেকে জিএসটি চালু করতে একটি কাজই বাকি রইল। তা হল, কোন পণ্যে কী হারে কর বসবে, তা চূড়ান্ত করা। ৪ রকম হার অবশ্য আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। লোকসভায় আলোচনার সময় বিরোধীরা দাবি করেছিলেন, জিএসটি পরিষদ করের হার ঠিক করলেও তাতে সংসদের সিলমোহর নেওয়া উচিত। জিএসটি বিলে অবশ্য সংসদকে এড়িয়ে যাওয়ারই কথা রয়েছে। কংগ্রেস, তৃণমূল ও অন্য বিরোধীরা এ নিয়ে সংশোধনী আনলেও ভোটাভুটিতে তা খারিজ

যোজনা ||| নোটবুক

হয়ে যায়। আসলে বিলগুলি নিয়ে এর পর রাজ্যসভায় আলোচনা ও সেখানে পাসের পর সেখানেই সংসদে কর ব্যবস্থা নিয়ে যাবতীয় আলোচনায় কার্যত দাঁড়ি পড়ে যায়। কারণ, জিএসটি চালু হওয়ার পর পরোক্ষ কর ঠিক করার ক্ষমতা আর কেন্দ্র বা রাজ্যের হাতে থাকার প্রশ্ন নেই। তা চলে যায় কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে তৈরি জিএসটি পরিষদের হাতে। বিরোধীদের আশঙ্কা, একের পর একরাজ্যে জেতায় জিএসটি পরিষদেও বিজেপির অর্থমন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবেন। ফলে সংসদকে এড়িয়ে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তারা। এই আশংকাকে অমূলক বলে উল্লেখ করে বিলগুলি লোকসভায় পাসের পরই অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানিয়ে দেন, জিএসটি পরিষদে ভোটাভুটি নয়, ঐক্যমত্যের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতেও তাই হবে।

লোকসভায় জিএসটি বিল পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, চারটি বিলই অর্থ বিল হিসেবে পেশ করা হয়। তাই লোকসভায় পাস হওয়ার পর রাজ্যসভায় বিরোধীদের পক্ষে তা আটকানো সম্ভব ছিল না। তবে রাজ্যসভাতেও জিএসটি বিলগুলিতে সংশোধনী এনেছিল বিরোধীরা। কংগ্রেস ও তৃণমূল, দুই দলই দাবি তোলে, পাঁচ বছর অন্তর করের হার ঠিক করার একচ্ছত্র অধিকার জিএসটি কাউন্সিলকে দেওয়া চলবে না। কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে সংসদের সম্মতি নিতে হবে। এই দাবিতে একই সংশোধনী দিয়েছিলেন কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন। সব দল একজোট হলে রাজ্যসভায় সংশোধনী পাসও হয়ে যেত। কিন্তু বাকিরা সংশোধনী থেকে পিছিয়ে যায়। শুধু অনড় থাকে তৃণমূল। ফলে ভোটাভুটিতে সংশোধনী খারিজ হয়ে যায়। বামেরাও তৃণমূলের সংশোধনীতে ভোট দেননি। আসলে সব দলই বুঝেছে, কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত জিএসটি পরিষদ এই বিলের খসড়াগুলি পাস করেছে। পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। গণতন্ত্রের রীতি মেনেই সেই ঐকমত্যকে সম্মান জানানো উচিত। এই যুক্তি দিয়েই রাজ্যসভায় তৃণমূলকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও। বলেন, জিএসটি পরিষদ এই বিলগুলিতেই প্রথম সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম বারেই যদি সেই বিলে সংসদ বা বিধানসভাগুলি সংশোধন করতে শুরু করে, তা হলে খারাপ নজির তৈরি হবে।

গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলিতে সংসদের অনুমোদন মিলেছে। ঠিক হয়ে গিয়েছে করের সমস্ত হারও (৫, ১২, ১৮ ও ২৮ শতাংশ)। তবে আত্মতুষ্ট হয়ে বসে নেই সরকার পয়লা জুলাই থেকে পণ্য-পরিষেবা কর (জিএসটি) চালুর জন্য এ বার তাই এই নিয়ে স্থানীয় স্তরে ঝোড়ো গতিতে সচেতনতা বাড়াতে চাইছে কেন্দ্র। আর সেই লক্ষ্যে প্রচারের জন্য দেশের ২৩-টি অঞ্চলকেই (জোন) এক কোটি টাকা করে বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় উৎপাদন ও আমদানি শুল্ক পর্যদ।

পর্যদের প্রধান বনজা এন সরনা জানান, প্রতি অঞ্চলের চিফ কমিশনারদের প্রচারের কাজে ওই টাকা ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। যাতে নতুন কর ব্যবস্থা, তার আইনি দিক, কর জমা দেওয়ার নিয়ম, সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে করদাতাদের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা সম্ভব হয়। এমনিতে জিএসটিকে স্বাগত জানালেও, শিল্পমহল সম্প্রতি বারবার বলেছে, নতুন ব্যবস্থায় কী ভাবে খাপ খাওয়াতে হবে, সে বিষয়ে এখনও আতান্তরে অনেকে। এই সমস্যা মেটাতে খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়া, হোর্ডিং ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কেন্দ্র। এ বার তার পাশাপাশি স্থানীয় স্তরে আরও বেশি করে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য অঞ্চল পিছু কোটি টাকা বরাদ্দ করল তারা। ❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

ভারতীয় যুব সমাজ

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

জানেন কি ?

গোটা দেশের আনাচ-কানাচ পর্যন্ত এদেশের নাগরিকদের সরকারের সাথে সরাসরি জুড়তে গড়ে তোলা হয়েছে এক নতুন ব্যবস্থাপত্র। এরই পোশাকি নাম "ই-সম্পর্ক" (eSampark)। এই দু'পক্ষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য হাতিয়ার করা হয়েছে ই-মেল অথবা SMS প্রেরণার মতো পন্থাকে। ভারত সরকার এই "ই-সম্পর্ক পোর্টাল" চালু করে ২০১৬ সালের মে মাসে। এটা একটা মঞ্চের মতো; যার মাধ্যমে সরকার মানুষের কাছে সরাসরি তার বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে পারে; আবার বিপরীতে তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের নির্ভেজাল প্রতিক্রিয়া, বক্তব্যও জেনে নিতে পারে এই মঞ্চ থেকেই। দেশের সরকারের সাথে আমজনতার যোগসূত্র আরও নিবিড়তর করাটাই এই পোর্টালের উদ্দেশ্য। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই মঞ্চকে ব্যবহার করে সরকারের ৪২০-টি প্রকল্প-উদ্যোগ-কর্মসূচির প্রচার চালানো হয়েছে। ই-মেল পাঠানো হয়েছে মোট ২৩৮ কোটিরও বেশি।

সরকারের যে কোনও উদ্যোগ, কর্মসূচি, প্রকল্প বিষয়ে মানুষকে অবহিত করানোটা সব চেয়ে আগে দরকার। তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে এই কাজটা যতটা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়, ঠিক ততটাই দ্রুততার সঙ্গেও হয়। তাই নিজের বক্তব্য, কর্মসূচি, উদ্যোগকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে সরকার তৎপর হয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে, যাকে বলা যেতে পারে "Digital Campaign"। এই সূত্রেই "ই-সম্পর্ক"-এর মতো একটা মঞ্চ গড়ার ধারণার বিকাশ ঘটে। এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চের কার্যকারিতা বহুবিধ। সরকার ও আমজনতার মধ্যে যে তা এক নিটোল, মসৃণ যোগাযোগের পথ করে দেয়, সে কথার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি এই পোর্টালে রক্ষিত আছে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত শীর্ষ সরকারি আধিকারিক (Nodal Officer), (জন) প্রতিনিধি, নাগরিকদের সাথে যোগাযোগের জন্য তাদের নাম-ধাম, কার্যালয়, ফোন/মোবাইল নাম্বার, ই-মেল ইত্যাদি-সহ এক বিস্তারিত তথ্য ভান্ডার (Database)। এর অতিরিক্ত হিসাবে এই পোর্টালে চোখ বুলিয়ে মানুষ আগের প্রচারাভিযানগুলি সম্পর্কে নিজের জ্ঞানগম্যিকেও ঝালিয়ে নিতে পারবেন। আজকের বহুচর্চিত ডিজিটাল ভারতের নির্যাসেরই ইঙ্গিত দিয়ে থাকে এই অনন্য মঞ্চ, "ই-সম্পর্ক"। সরকার তার শত শত উদ্যোগ-প্রকল্প-পরিকল্পনা-কর্মসূচি-কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য এই মঞ্চকে ব্যবহার করে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে মেলে ধরতে পারছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভারত আজ কিভাবে পালটে যাচ্ছে দ্রুত, তা প্রচারের আকারে স্পষ্টতর করে তুলতে পারছে আমজনতার সামনে; মানুষ যাতে সপ্তাহে অন্তত একটা দিনের জন্য হলেও পেট্রল বা ডিজেল চালিত যানবাহন এড়িয়ে চলেন, সে সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতার বিস্তার করতে, মানুকে উৎসাহিত করতে পারছে। প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব চিন্তাধারাকে ব্যক্ত করতে আকাশবাণীতে "মন কি বাত" শিরোনামে যে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়ে থাকে,

এই মঞ্চে এমনকি তাও সামিল করা হয়। এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এই "ই-সম্পর্ক" পোর্টালের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

- এই পোর্টলের সাথে নিজেদের জুড়েছেন, সেই রকম মানুষদের তালিকা (Customized List) ধরে ই-মেল বা SMS পাঠিয়ে; তা তারা সাধারণ নাগরিক হতে পারেন, সরকারি কর্মচারি হতে পারেন, আবার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিও হতে পারেন—সবাইকে বিভিন্ন জরুরি তথ্যাদি এবং সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কিত খবরাখবর পাঠানোর সংস্থান রয়েছে এই মঞ্চে।
- একই সাথে এই ব্যবস্থার সৌজন্যে সুনির্দিষ্ট গোত্রের মানুষের কাছে (Customized user-base) সুনির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক SMS পাঠানো যেতে পারে।
- সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের জানকারি সম্পর্কিত এক ব্যাপক তথ্য ভান্ডার (Database); যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদ করা হয়।
- এই তথ্য ভাণ্ডারকে হালনাগাদ করার সংস্থান রাখা হয়েছে হয় আলাদা আলাদা ভাবে, অথবা "bulk upload"-এর মাধ্যমে।
- কোনও প্রচারাভিযান চালানো কালীন কত সংখ্যক ই-মেল ও SMS পাঠানো হয়েছে, তার কত শতাংশ মানুষ পড়ে দেখেছেন, কত শতাংশ পুনরায় প্রেরণ (forward) করা হয়েছে, URL-এ ঢুকেছেন কত মানুষ; এই সমস্ত তথ্য যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট শীর্ষ আধিকারিক চটজলদি দেখে নিতে পারেন, তার জন্য পোর্টালে একটি বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবস্থা (Dashboard) রয়েছে।
- যে কোনও ব্যক্তি এই "ই-সম্পর্ক" তথ্য ভাণ্ডারের গ্রাহক হতে পারেন। যে কোনও তালিকার গ্রাহক হয়ে সরকারের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খবরাখবর ই-মেল এবং SMS-এর মাধ্যমে পাওয়ার জন্য সম্মতি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনও সময় গ্রাহক তালিকা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহারও করে নিতে পারেন।

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সব সুবিধার নাগাল পাওয়া গেছে, তার মধ্যে পড়ছে :

- কোনও দফতর সংক্রান্ত তথ্য পাঠানোর জন্য সরকারি আধিকারিকদের (তার মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি উভয় ধরনের আধিকারিকরাই পড়ছেন) বিস্তারিত বিন্যস্ত তথ্যভাণ্ডার।
- সরকারের চালু নীতিসমূহ তথা প্রস্তাবিত নীতিসমূহ, সরকারের তরফে নেওয়া সিদ্ধান্তসমূহ, আগামী দিনে সরকার কী প্রকল্প আনতে চলেছে সে সম্পর্কে খবরাখবর, আগাম জানকারি, এর সঙ্গে জড়িত সবার সাথে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। ফলত, পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির অবকাশ তৈরি হয়।
- জাতীয় স্বার্থ তথা জনস্বার্থ-এর সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি তথা সরকারি হালনাগাদ সম্পর্কে চটজলদি জানকারি পৌঁছে দিয়ে আমজনতার মধ্যে সচেতনতার প্রসার ঘটানোর দৌলতে সঠিক সময়ে তারা সেই প্রকল্প বা কর্মসূচির সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। ❑

সংকলক : যোজনা ব্যুরো

উন্নয়নের রূপরেখা

"BHIM আধার প্ল্যাটফর্ম" : সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নগদহীন লেনদেনের শাখা-প্রশাখা আরও ছড়াতে উদ্যোগী কেন্দ্র। আমজনতার মধ্যে ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেনের চলন জনপ্রিয় করে তুলতে ইদানীংকালে বহু নতুন নতুন উদ্ভাবনাকে কাজে লাগানো হয়েছে। গণ হারে ব্যবহার উপযোগী এরকমই আরও একটি উদ্ভাবনা অতি সম্প্রতি চালু করল সরকার। গত এপ্রিলের ১৪ তারিখে ড. ভীম রাও আম্বেডকরের ১২৬তম জন্মজয়ন্তীর দিনটিতে ডিজিট্যাল ভারতের সাথে সামিল হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সূচনা করলেন লেনদেনের এই নতুন প্ল্যাটফর্মটির। মানুষ নগদ অর্থ ছাড়াই কেনাকাটা করে শুধু নগদহীন লেনদেনই নয়, BHIM সরকার যুক্ত করেছে ছাড় হিসাবে টাকা অ্যাপ ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করার bonus) গোত্রের উৎসাহদানকারী অ্যাপ"-এর আরেকটি পিঠ, যার দৌলতে হবে নগদহীন রাস্তায়। সবচেয়ে মজার কথা যদি কোনও স্মার্টফোন, ইন্টারনেট সংযোগ; তা হলেও তিনি এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এক্ষেত্রে শুধু তার থাকতে হবে একটি ব্যাংক বিক্রেতাকে শুধু একটি স্মার্টফোন ও আঙুলের device) রাখতে হবে। ইতোমধ্যেই ২৭-টি সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে তৎপর হয়েছে, যাতে করতে পারেন।

- আধার-পে পরিষেবা দিতে সক্ষম এমন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলবেন বিক্রেতা।
- তাকে আধার-পে অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে।
- ব্যাংক কেওয়াইসি প্রক্রিয়ার পরে তাকে অ্যাপ-এর লিঙ্ক পাঠাবে।
- লিঙ্ক 'ক্লিক' করে আধার-পে অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে।
- কেনাকেটার পরে বিক্রেতা তাঁর ফোনে আধার-পে দিয়ে ক্রেতার ব্যাংকের কাছে টাকা চাইবেন।
- ক্রেতা কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তা এবং তার আধার নম্বর বিক্রেতাকে জানবেন।
- এর পর বিক্রেতার মোবাইলের সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রে আঙুলের ছাপ দেবেন তিনি।
- এটিই হবে তার লেনদেনের 'পাসওয়ার্ড'।
- আধার নম্বর ও আঙুলের ছাপ মিলে গেলে ক্রেতার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চলে আসবে বিক্রেতার অ্যাকাউন্টে।

"BHIM আধার" প্ল্যাটফর্মে মানুষকে সুবিধা দেওয়ার স্কিম এনেছে সরকার। প্রথমটি back), এবং দ্বিতীয়টি অন্যকে এই অ্যাপ স্বরূপ বোনাস লাভ (Referral bonus)। কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। বাজারে কেনাকাটা আধার" ব্যবহার করবেন তত বারই বিক্রেতা হিসাবে আর্থিক সুবিধা পাবেন। দ্বিতীয় ডাউনলোড করতে হবে। এরপর কাউকে তা হবে। যার রেফারাল কোড ব্যবহার করে করবেন, তিনি এবং সেই উপভোক্তা দুজনের অ্যাকাউন্টেই ১০ টাকা করে জমা হতে থাকবে। এই বোনাস স্কিমের ফলে যতজন এই রেফারাল ব্যবহার করে ভীম অ্যাপ ডাউনলোড করবে, ততবারই প্রথম উপভোক্তা ও পরবর্তী সকল উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ১০ টাকা করে যোগ হতে থাকবে। এই দু'টি সুবিধা পাওয়ার দরুন ডিজিট্যাল রীতিতে লেনদেনের অভ্যাস মানুষের মধ্যে দ্রুত তৃণমূল স্তর পর্যন্ত চারিয়ে যাবে। দু'টি স্কিমই পরিচালনা করবে বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক (MEIT); আর প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে 'National Payments Corporation of India (NPCI)'।

ডিজিট্যাল রীতিতে লেনদেনে মানুষকে উৎসাহ জোগাতে আর্থিক সুবিধাদানের যে দু'টি প্রকল্প (Incentives scheme) আনা হয়েছিল, তা হল "ভাগ্যবান গ্রাহক যোজনা" (Lucky Grahak Yojana) এবং "ডিজিধন ব্যাপার যোজনা"। ডিজিট্যাল রীতিতে মানুষকে "BHIM আধার প্ল্যাটফর্ম"। ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে আর্থিক আধার ভিত্তিক এই অ্যাপটির মাধ্যমে দাম মেটাতে পারবেন। তবে অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে এর সাথে ফেরত (Cash back), অন্যকে এই মাধ্যমে বোনাস লাভ (Referral স্কিমও।"BHIM আধার" হল "BHIM পাইকারী বা খুচরো ব্যবসাতে বিকিকিনি হল, যে কোনও ভারতীয় নাগরিক তার এমনকি ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডও না থাকে ডিজিট্যাল রীতিতে পেমেন্ট করতে পারবেন। অ্যাকাউন্ট এবং আধার নাম্বার। আর ছাপ নেওয়ার যন্ত্র (Biometric enabled প্রথম সারির ব্যাংক ৭.১৫ লক্ষ ব্যবসাদারের "BHIM আধার" ব্যবহার করে লেনদেন

সামিল হতে উৎসাহ জোগাতে দু'ধরনের হল, ছাড় হিসাবে টাকা ফেরত (Cash ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করার পুরস্কার একাজে আগামী ছয় মাসের জন্য ৪৯৫ করতে গিয়ে মানুষ যত বার "BHIM প্রতি লেনদেনের উপর "Cash back" সুবিধাটি পেতে প্রথমে ভীম অ্যাপটি ব্যবহারের জন্য সুপারিশ বা রেফার করতে কোনও উপভোক্তা সেটি ডাউনলোড

সড়গড় করে তুলে ভারতে একে এক গণ আন্দোলনের চেহারা দিতে নীতি আয়োগের তরফে দীর্ঘ ১০০ দিন ধরে তেড়েফুঁড়ে প্রচারাভিযানের পর এই স্কিম দু'টিতে ইতি টানা হয়েছে। উল্লেখিত প্রচারাভিযানে মানুষকে ডিজিট্যাল রীতিতে লেনদেন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, এর নিয়মকানুন বিষয়ে তাদের শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে, সর্বোপরি জোরদার গণসংযোগ চালানো হয়েছে। এই স্কিম দু'টিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী, সমাজ জীবনের সর্বস্তরের কারবারি এবং সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে ১৬ লক্ষ ভাগ্যবান জিতে নিয়েছেন ২৫৮ কোটি টাকার পুরস্কার মূল্য। ডিজিট্যাল পেমেন্টকে জনপ্রিয় করতে হাতে নেওয়া এই দুই প্রকল্প, "ভাগ্যবান গ্রাহক যোজনা" (Lucky Grahak Yojana) এবং "ডিজিধন ব্যাপার যোজনা"-র মেগা ড্র'র বিজেতাদের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিট্যাল রীতি অনুসরণের ব্যবহার বাড়াতে গোটা ভারত জুড়ে ১০০-টি শহরে নীতি আয়োগের পরিচালনায় ১০০ দিনব্যাপী "ডিজিধন মেলা"র আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত কেবলমাত্র এই ১০০-টি শহরেই, (যার মধ্যে দেশের ২৭-টি রাজ্য ও ৭-টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্তত একটি করে শহর সামিল) এর দৌলতে অন্তত পক্ষে ১৫ হাজার প্রতিষ্ঠানকে নগদহীন ব্যবস্থার ছাতার তলায় আনা গেছে। এছাড়াও এই মেলার দৌলতে দেশের ছোটো-বড় শহর ও গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব হয়েছে; যেখানে জমার পরিমাণ ১৫ লক্ষ। নতুন আধার কার্ডও তৈরি করা গেছে প্রচুর।

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে BHIM অ্যাপটি ডাউনলোড চালু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ যার দৌলতে অ্যাপটি করেছেন ১.৯ কোটি মানুষ। রেকর্ড কায়েম করে ফেলেছে। ইতোমধ্যেই এক নতুন বিশ্ব হল, মানুষ সহজেই ব্যবহার তার থেকেও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থার দৌলতে ডিজিট্যাল করতে পারছেন এমন বিবিধ বেড়েছে উল্কার গতিতে; যা এক রীতিতে লেনদেনের সংখ্যা কথায় ঐতিহাসিক। ২০১৬'র নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত ডিজিট্যাল লেনদেন মিলিয়ে সংখ্যাটা ছিল ২,৮০,০০০। আর টাকার অংকে বিচার করলে তা দাঁড়ায় ১০১ কোটিতে। তার ঠিক মাস চারেকের মাথায়, এ বছরের মার্চে, বিভিন্ন রীতির ডিজিট্যাল লেনদেন প্রকরণের সৌজন্যে এই সংখ্যাটা ২৩ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩ হাজার ৮০ লক্ষে। টাকার অংকে ২৪২৫ কোটি। আধার সংযুক্ত পেমেন্ট ২০১৬'র নভেম্বরের ২.৫ কোটির থেকে বেড়ে ২০১৭'র মার্চে হয়েছে ৫ কোটি। ওই একই সময় পর্বের মধ্যে তাৎক্ষণিক পেমেন্ট পরিষেবা (Immediate Payment Service, IMPS) লেনদেনও ৩.৬ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৬.৭ কোটি।

চলতি অর্থ বছরে সংখ্যার বিচারে ডিজিট্যাল লেনদেনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৫০০ কোটি। তার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী খোদ সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৭৫-টি উপনগরীকে "less-cash township"-এর তকমা দিতে চলেছেন। যে সব উপনগরীতে পেমেন্ট গ্রহণের পরিকাঠামো মোতায়েনের কাজ ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে, বাসিন্দা সব কয়টি পরিবার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় চলে এসেছে; এধরনের উপনগরীর ক্ষেত্রে এই শিরোপা জুটবে। উপনগরীগুলির নাম বিবেচনার কাজটির জন্য স্বনামধন্য সংস্থা, Pricewaterhouse Cooper (PwC)-এর মতো তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়নের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে মূল্যায়ন পর্ব চলাকালীন যে সব উপনগরীগুলিতে মোট আর্থিক লেনদেনের ৮০ শতাংশের বেশি ডিজিট্যাল পেমেন্ট প্রকরণ মেনে হবে বলে রিপোর্ট মিলবে, কেবল তাদেরই ঠাঁই হবে এই তালিকায়। আশা করা হচ্ছে এই তালিকায় জায়গা করে নেওয়া উপনগরীগুলিতে দৈনিক ১.৫ লক্ষ ডিজিট্যাল লেনদেন হবে। ফলত, বছরে এদের মিলিত ডিজিট্যাল লেনদেনের সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াবে ৫.৫ কোটিতে।❑

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফৎ অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানতে পারেন।

যোজনা ডায়েরি

(২১ মার্চ—২০ এপ্রিল, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

- নির্বাচনের ডাক দিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে। ১৮ এপ্রিল তার ঘোষণা, ৮ জুন ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন। ব্রেক্সিট পরবর্তী ডামাডোলে গত বছর জুনে পদত্যাগ করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। দায়িত্ব নেন টেরেসা। তবে ২০২০ সালের আগে সাধারণ নির্বাচনে যাওয়ার জন্য পার্লামেন্টের সমর্থন প্রয়োজন টেরেসার।
- শান্তির জন্য নোবেল জয়ী ১৯ বছরের মালালা ইউসুফজাইকে সাম্মানিক নাগরিকত্ব দিল কানাডা। গত ১২ এপ্রিল অটাওয়ায় এক অনুষ্ঠান মঞ্চে পাক কন্যা মালালার হাতে শংসাপত্র ও কানাডার পতাকা তুলে দেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ক্রুদো।
- গত ১০ ও ১১ এপ্রিল, এই দু' দিন, মধ্য ইতালির লুক্কা শহরে বাৎসরিক জি-৭ অধিবেশনে বসেন আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, ইত্যালি, ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপান—এই সাত দেশের বিদেশমন্ত্রী। তার ফাঁকে সিরিয়া পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য বিশেষ বৈঠক ডাকেন ইত্যালির বিদেশমন্ত্রী আঞ্জেলিনো আলফিনো। পার্শ্ব বৈঠকে অংশ নিতে তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব, জর্ডন ও কাতারের শীর্ষ কূটনীতিকদের আমন্ত্রণ জানান।
- বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতি পরস্পরের মুখোমুখি শীর্ষবৈঠকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নিতে সম্প্রতি ফ্লোরিডায় যান চিনা প্রেসিডেন্ট শি. চিনফিং। গত ৬ এপ্রিল শি. চিনফিং এবং তার স্ত্রী পেন লিউয়ানকে স্বাগত জানাতে ওয়েস্ট পাম বিচ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন বিদেশসচিব রেক্স টিলারসন। ফ্লোরিডার ওয়েস্টপাম বিচে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত রিসর্ট 'মার-এ-লাগো'-তে শুরু হয় দ্বিপাক্ষিক কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক।
- তারা আটকে রয়েছেন শত্রুপক্ষের দখল করা শহরে। কেউ সরকারপন্থী। কেউ বিদ্রোহীদের সমর্থক। এবার শত্রুপক্ষের এলাকা থেকে এদের বার করে আনতে উদ্যোগী হল সিরিয়া সরকার এবং বিদ্রোহীরা। গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত সিরিয়ার চারটি শহরে আটক বাসিন্দাদের আদান-প্রদানের জন্য চুক্তি হয়েছে দু' পক্ষের মধ্যে। গত ১৪ এপ্রিল সেই চারটি শহর থেকে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।
- মার্কিন মুলুকে কর্মরত তথ্য-প্রযুক্তির এন্ট্রিলেভেল প্রোগ্রামাররা এইচ-১বি ভিসা পেতে সমস্যায় পড়তে চলেছেন। ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস)-এর নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, যেসব প্রোগ্রামাররা কম্পিউটার সায়েন্সে অ্যাসোসিয়েটস মাস্টার্স হিসাবে স্নাতকোত্তর করেছেন বা যাদের কোনও স্নাতক ডিগ্রিই নেই, তারা আরএইচ-১বি ভিসার জন্য আবেদনই করতে পারবেন না। তবে আইটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দক্ষতার জন্য যারা ডিপ্লোমা কোর্স করেছেন, তারা আবেদন করতে পারবেন। এই মুহূর্তে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষের এইচ-১বি ভিসা রয়েছে মার্কিনমুলুকে।
- মার্কিন নিরাপত্তা পরিষদ থেকে স্টিভ ব্যাননকে সরিয়ে দিলেন ট্রাম্প। প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইকেল ফ্লিনের উপরে নজর রাখার জন্যই ব্যাননকে নিয়োগ করা হয়েছিল। রাশিয়া-যোগ নিয়ে পুরো তথ্য না দেওয়ায় সরতে হয়েছে ফ্লিনকে। এখন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ম্যাকমাস্টার দায়িত্ব নেওয়ার পরে ব্যাননের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।
- বাড়ি ফিরলেন মিশরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক। প্রায় ছ' বছর পর। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে গণহত্যার দায় থেকে বেকসুর মুক্তি পেয়েছিলেন গত মার্চ মাসের গোড়াতেই। আর গত ২৪ মার্চ ছাড়া পেলেন কায়রোর সামরিক হাসপাতাল থেকে। মুবারককে হাসপাতাল থেকে পৌঁছে দেওয়া হয় তার হেলিওপলিস জেলার বাড়িতে।
- ব্রিটেন ছাড়ার প্রশ্নে দ্বিতীয় গণভোট চেয়ে প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে-কে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠালেন স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার নিকোলা স্টার্জন। গত ২৮ মার্চই গণভোটের পক্ষে সায় দিয়েছে স্কটিশ পার্লামেন্ট। তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া এগোতে পারবে না তারা। ২০১৮-র শেষ থেকে পরের বছর শুরুর দিকে দ্বিতীয় গণভোট সেরে ফেলতে চাইছে স্কটল্যান্ড।
- জঙ্গি মারতে গিয়ে ইরাকের মসুলে বিমান হানায় প্রচুর নিরীহ মানুষেরও মৃত্যু হয়েছে বলে শেষমেশ স্বীকার করল পেন্টাগন। মসুল দীর্ঘ দিন ধরেই সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেটের (আইএস) শক্ত ঘাঁটি। পেন্টাগন জানিয়েছে, ইরাকি সেনাবাহিনীর অনুরোধে সেই মসুলকে আইএস-এর দখলমুক্ত করতে গিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বে মিত্রজোট যে বিমান হানা চালিয়েছিল, তাতে ২০০-রও বেশি নিরীহ মানুষের মৃত্যু হতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা অবশ্য বলছেন, ছবিটা আরও ভয়াবহ। মসুলের পাশেই আঘাওয়াতজাদিদা বলে রয়েছে একটি এলাকা। সেখানে অত্যন্ত জনবহুল বাগদাদ স্ট্রিটের ওপর গত ১৭ মার্চ যে বিমান হানাদারি হয়েছিল, শুধু তাতেই কয়েকশো' মানুষের মৃত্যু হয়।

● **পানামা পেপার্স কাণ্ডে শরিফের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ পাক সুপ্রিম কোর্টের :**

পানামা পেপার্স কাণ্ডে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিল পাক সুপ্রিম কোর্ট। দেশের ফেডেরাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি-র অ্যাডিশনাল ডিরেক্টরের নেতৃত্বে যৌথ তদন্তকারী দল গঠন করে সর্বোচ্চ আদালত। দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখে ৬০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়।

২০১৬ সালে পানামার ল' ফার্ম "মোসাক ফনসেকা"-র প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ গোপন নথি ফাঁস হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধনী ও ক্ষমতাবানদের ভিন দেশে নামে-বেনামে কত সম্পত্তি রয়েছে, সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসে। জানা যায় শরিফের চার সন্তানের নামে বিদেশে প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে। নওয়াজের যে মেয়েকে তার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী মনে করা হয়, সেই মরিয়মের সন্তানদের নামেও বিপুল সম্পত্তি বিদেশে আছে। নওয়াজকে বরখাস্ত করে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করার দাবিতে পাকিস্তানের বিরোধী দলনেতা তথা পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের প্রধান প্রাক্তন ক্রিকেটার ইমরান খান সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি গ্রহণ করে; শুনানি শেষ হয় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। গত ২০ এপ্রিল মামলাটির রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

প্রসঙ্গত, পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ক্ষমতায় থাকাকালীন ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানিকে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে পদ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

● **ভিসা নিয়ে এবার চাপ অস্ট্রেলিয়ায় :**

'৪৫৭ ভিসা' তুলে দিল অস্ট্রেলিয়া। গত ১৯ এপ্রিল এই ভিসা বাতিলের কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুল। নব্বইয়ের দশকে চালু হওয়া এই ভিসা প্রকল্পে ভর করেই এত দিন অস্থায়ীভাবে ৪ বছরের মেয়াদে অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি করে আসছিলেন ভিনদেশিরা। গত সেপ্টেম্বরের হিসেব বলছে, সেই সংখ্যাটা অন্তত ৯৫ হাজার। যার বেশির ভাগটাই ভারতীয়। প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়ী এবং বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীদের দ্রুত অভিবাসনের জন্য চালু হয়েছিল 'ভিসা ৪৫৭' প্রকল্প।

● **দক্ষিণ কোরিয়ায় দুর্নীতির দায়ে পার্ক :**

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ঘুষ নেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগে আগেই জেলে যেতে হয়েছিল। গত ১৭ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পার্ক গুয়েন হে-র বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ গঠন করল আদালত। এর পরে সোল সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে তিন বিচারপতির প্যানেল গঠন করে শুরু হবে বিচার। দোষী প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে ৬৫ বছরের পার্কের। এর আগে দেশে সেনা অভ্যুত্থান ঘটানোর অভিযোগে ১৯৯৬ সালে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাক্তন সামরিক শাসক চুন দু-হোয়াংকে। তার পর এটাই সে দেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিচার-প্রক্রিয়া।

২০১৩ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পার্কের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়। ব্যবসায় সুবিধা পাওয়ার জন্য তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু চোই সুন সিলকে ঘুষ দিয়েছিলেন স্যামসাং গোষ্ঠীর কর্ণধার জে. ওয়াই. লি। এর জন্য গত ডিসেম্বরে পার্লামেন্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় তাকে। তার কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের সাংবিধানিক আদালতের নির্দেশে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে যেতে হয়। তার বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রমাণ নষ্ট করে দেওয়া হতে পারে এই আশঙ্কায় আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ গঠনের আগেই এপ্রিল মাসের গোড়ায় তাকে জেলে ভরা হয়। বর্তমানে দেশে কার্যনির্বাহী প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন হোয়াং কিয়ো-আন। পরবর্তী নির্বাচন ৯ মে।

● **তুরস্কে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পথে এর্দোগান :**

প্রেসিডেন্টের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা তুলে দিতে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব নিয়ে গত ১৭ এপ্রিল গণভোটের পথে হাঁটে তুরস্ক। গভীর রাতে ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এর্দোগান জানিয়ে দেন, জয়ী হয়েছেন তিনিই। এর পরই বিজয় সমাবেশও করে ফেলেন প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদিরিম। নির্বাচনী বোর্ড জানিয়েছে, সংবিধান সংশোধনের পক্ষে ভোট পড়েছে ৫১.৪১ শতাংশ। বিপক্ষে ৪৮.৫৯ শতাংশ। আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত ফল ঘোষণা হবে ১১ থেকে ১২ দিন বাদে। উল্টো দিকে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে গণভোটের ফল বাতিল করার দাবি তুলেছেন বিরোধীরা। তাদের হুঁশিয়ারি, বোর্ড সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনা না করলে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের দ্বারস্থ হবেন তারা। এই পরিস্থিতিতে দেশে জরুরি অবস্থার মেয়াদ আরও বাড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে নিরাপত্তা কাউন্সিল।

● **ছোঁড়া মাত্রই ধ্বংস উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র :**

গত ১৬ এপ্রিল ক্ষেপণাস্ত্রটি ছুঁড়েছিল উত্তর কোরিয়া। কিন্তু উৎক্ষেপণ হওয়া মাত্রই সেটি ধ্বংস হয়ে যায়। গত ৫ এপ্রিল যেখান থেকে জাপান সাগরে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছিল উত্তর কোরিয়া, এবারও সেই সিনপো থেকেই ক্ষেপণাস্ত্রটি ছোঁড়া হয়। সিনপোকে কেন্দ্র করেই কিম জং উনের সামরিক তৎপরতা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে ইদানীংকালে। সিনপো নৌঘাঁটি হল কিম জং উনের সবচেয়ে বড়ো সাবমেরিন ঘাঁটি। এর এক দিন আগেই কিমের সরকার রাজধানী পিয়ংইয়ং-এর বুকে সেনা কুচকাওয়াজে নিজের সামরিক শক্তির বিপুল প্রদর্শনী করেছেন। কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ায় প্রতিষ্ঠাতা তথা কিম জং উনের দাদু কিম ইল সুং-এর ১০৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ওই সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন। উত্তর কোরিয়াকে চাপে ফেলতে কোরীয় উপকূলের দিকে যে স্ট্রাইক গ্রুপ পাঠিয়েছে মার্কিন নৌসেনা, তার প্রেক্ষিতেই উত্তর কোরিয়ার এই তৎপরতা বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

● **গোপনে আকছার ফাঁসি চিনে, দাবি অ্যামনেস্টির :**

আকছার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় চিনে। তা কার্যকরও হয় নির্বিচারে। জানালো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

অ্যামনেস্টির পূর্ব এশিয়ার অধিকর্তা নিকোলাস বেকেলিন জানান, বিশ্বের ২৫-টি দেশে ২০১৫-এ ১ হাজার ৬৩৪-টি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল। গত বছর ওই দেশগুলিতে সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় ১ হাজার ৩২ জনে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইরান, সৌদি আরব, ইরাক ও পাকিস্তান। গত বছর ইরানে ৫৬৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। সৌদি আরবে ১৫৪ জন ও ইরাকে ৮৮ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। আর আমেরিকায় গত বছর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে মাত্র ২০ জনের। যা গত ২৫ বছরে সবচেয়ে কম। আর চিনে ফি-বছর অন্তত এক হাজার মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। কিন্তু সরকারি পরিসংখ্যানে তা কমিয়ে দেখানো হয়। চিনে ৯৯.৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদগুলিকেও উপেক্ষা করে চলেগ্নে বেজিং।

অ্যামনেস্টির চিন গবেষক উইলিয়াম নী জানিয়েছেন, চিনে ৪৬ ধরনের অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে দলবিরোধী কাজের অভিযোগে আকছারই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে থাকে চিনে। ২০ বছরে ৭ লক্ষ ১২ হাজার মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়।

● **সিন্ধু নিয়ে ভারত-পাক কথা শুরু :**

সিন্দু জলচুক্তি নিয়ে ফের আলোচনার টেবিলে ভারত ও পাকিস্তান। ভারত থেকে পাকিস্তানে প্রবাহিত ছ'টি নদীর জলের উপরে দু' দেশের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে সিন্ধু জলচুক্তি। ওই নদীগুলির উপরে কৃষ্ণগঙ্গা, রাতলে, পাখতুল, মিয়ার, নিম্ন কালনাইয়ের মতো ভারতের বেশ কিছু প্রকল্প নিয়ে আপত্তি আছে পাকিস্তানের। কৃষ্ণগঙ্গা নিয়ে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল ইসলামাবাদ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওই প্রকল্পকে ছাড়পত্র দিয়েছে আদালত। তবে দিল্লিকে তার বিনিময়ে পাকিস্তানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল দিতে হবে।

উরি হামলা ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ঠাণ্ডা ঘরে চলে যায়। সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গে ট্র্যাক-টু আলোচনায় স্থির হয়, জলচুক্তি নিয়ে বৈঠকের মাধ্যমেই আলোচনা ফের শুরু করা হবে। ইসলামাবাদে গত ২১ মার্চ পাক প্রতিনিধিদের সঙ্গ বৈঠক করে ভারতের সিন্ধু জল কমিশনার পি. কে. সাক্সেনা-র নেতৃত্বাধীন ১০ সদস্যের দল। পাখরুল, মিয়ার ও নিম্ন কালনাই প্রকল্পের নকশা চেয়েছে পাকিস্তান।

● **নয়া নেত্রী পেল হংকং :**

প্রশাসনিক স্তরে হংকং-এর পরবর্তী নেতাকে বেছে নিল বেজিং-এর নিয়ন্ত্রণে থাকা নির্বাচন কমিটিই। শহরের প্রথম মহিলা চিফ এগজিকিউটিভ হলেন ক্যারি ল্যাম (৫৯)। প্রভূত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও প্রাক্তন অর্থ সচিব জন সাং আটকে গেলেন ৩৬৫-তেই। আর বেজিংপন্থী ল্যাম পেলেন ১,১৬৩-র মধ্যে ৭৭৭-টি ভোট।

এমনটা হওয়ার আশঙ্কায়। দিন কয়েক আগে থেকেই 'হলুদছাতা' মাথায় রাস্তায় নামতে শুরু করেছিলেন হংকংবাসীর একটা বড়ো অংশ। গণতন্ত্র আর ভোটাধিকার প্রয়োগের দাবিতে ২০১৪ থেকেই হংকং-এ চলছে এই 'ছাতা আন্দোলন'। প্রসঙ্গত, হংকং-এর জনসংখ্যা এই মুহূর্তে ৭৫ লক্ষের কাছাকাছি। কিন্তু নেতা বাছাইয়ের ক্ষমতা রয়েছে শুধু ১২০০ জনের একটি নির্বাচনী কমিটির হাতে। প্রথম থেকেই যার মাথায় রয়েছেন শহরের বেজিংপন্থী তাবড় শিল্পপতিরা।

মাঝে বেশ কয়েকবার হাত-বদলের পরে ১৯৯৭-এ চিনা শাসনের অধীনে আসে হংকং। তকমা জোটে 'বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল'-এর। সরকারিভাবে পয়লা জুলাই ক্ষমতায় আসছেন ল্যাম। বিশ বছর আগে ওই দিনই চিনা শাসনের অধীনে এসেছিল হংকং।

● **সুখী দেশের তালিকায় এক নম্বরে নরওয়ে, ভারত ১২২তম :**

গত ২১ মার্চ আন্তর্জাতিক সুখ দিবসে রাষ্ট্রপুঞ্জ সব চেয়ে সুখী দেশের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। যার শীর্ষে নরওয়ে। গত বছরের প্রথম স্থানাধিকারী ডেনমার্ক এবার দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে যথাক্রমে আইসল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড। তালিকায় ভারত রয়েছে ১২২ নম্বরে। ২০১৩-'১৫-র রিপোর্টে ভারতের স্থান ছিল ১১৮। তালিকায় চিনের স্থান ৭৯, পাকিস্তান ৮০, নেপাল ৯৯, বাংলাদেশ ১১০ আর শ্রীলঙ্কা ১২০। আর তালিকার সব চেয়ে পিছনে রয়েছে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া ১৫২ নম্বরে, ইয়েমেন ১৪৭ নম্বরে।

প্রতি বছর ১৫০-টির বেশি দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার, মানুষের গড় আয়ু, সামাজিক সহায়তা, কাজ করার স্বাধীনতা, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হয়। তালিকায় আমেরিকার স্থান ১৪ নম্বর।

● **ইকুয়েডরে জয়ী লেনিন :**

ইকুয়েডরে ক্ষমতায় বামপন্থীরা। প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট লেনিন মোরেনোই সে দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট। নির্বাচনের সমীক্ষাগুলি যদিও এগিয়ে রেখেছিল মোরেনোর প্রতিদ্বন্দ্বী, কনজারভেটিভ নেতা গুইলেরমো লাসো-কে।

২০০৭ থেকে ইকুয়েডরে প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টরা ফায়েল কোরিয়া। মোরেনো তারই উত্তরসূরি। ১৯ ফেব্রুয়ারি হয়েছিল ভোট। গত ৩ এপ্রিল থেকে গণনা শুরু হয়। ৬১ বছরের লাসো আটচল্লিশ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। মোরেনো পেয়েছেন ৫১.১৬ শতাংশ ভোট।

২০০৭ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত লাতিন আমেরিকার এই তেল সমৃদ্ধ দেশের ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ সামলেছেন মোরেনো। ২০১২ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল তার নাম। মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের সর্বোচ্চ পদে বসতে চলেছেন তিনি।

● **অর্থনৈতিক করিডোরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সিলমোহর, উল্লসিত চিন :**

ভারতের আপত্তি গ্রাহ্য হল না নিরাপত্তা পরিষদে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে যে অর্থনৈতিক করিডোর তৈরি করছে চিন-পাকিস্তান, তাতে সায় দিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। 'সিল্ক রোড' প্রকল্পের আওতায় চিনের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের এবং পরবর্তী পর্যায়ে গোটা বিশ্বের যোগাযোগ আরও মসৃণ করতে চান প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং। সেই প্রকল্পেরই পোশাকি নাম 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' (ওবিওআর)। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক উন্নয়নের 'স্বার্থে' এই প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে।

চিনের পশ্চিম প্রান্তের জিনজিয়াং অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে চিন-পাক অর্থনৈতিক করিডোর। শেষ হয়েছে পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের গোয়াদর বন্দরে। কিন্তু সড়ক এবং রেল পথে চিন থেকে পাকিস্তানে বা পাকিস্তান থেকে চিনে ঢোকার এই করিডোর গিলগিট-বাল্টিস্তানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের এই গিলগিট-বাল্টিস্তানকে ভারত নিজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই মনে করে। চিন-পাকিস্তান যৌথভাবে সেই গিলগিট-বাল্টিস্তানের মধ্যে দিয়েই অর্থনৈতিক করিডোর বানানোর সিদ্ধান্ত নিলে ভারতের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়, রাষ্ট্রপুঞ্জে এমনটাই জানায় নয়াদিল্লি। নিরাপত্তা পরিষদ ভারতের সে আপত্তি খারিজ করে বৃহত্তর ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্পকে সবুজ সঙ্কেত দিয়ে চিন-পাক অর্থনৈতিক করিডোরকেও বৈধতা দিয়ে দিয়েছে।

● **আফগানিস্তানে সব চেয়ে বড়ো নন-নিউক্লিয়ার বোমায় হানাদারি আমেরিকার :**

ওজন ১১ টন। লম্বায় ৩০ ফুট। গায়ে লেখা 'এমওএবি'। পুরো কথাটা হল, 'জিবিইউ-৪৩ ম্যাসিভ অর্ডন্যান্স য়োর ব্লাস্ট', সংক্ষেপে মোয়াব। মার্কিন সেনাবাহিনীর মুখে মুখে সেটাই—'মাদার অব অল বম্বস'। ২০০৩-এ ইরাক যুদ্ধের সময় জিপিএস পরিচালিত এই বোমা তৈরি করেছিল আমেরিকা। ব্যবহার করল এই প্রথম। গুহা, সুড়ঙ্গ এবং ভূগর্ভস্থ ডেরা ধ্বংস করতে এ ধরনের বোমা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ৮,১৬৪ কেজির মতো বিস্ফোরক থাকে এর মধ্যে। টিএনটি বিস্ফোরকের তুলনায় ১১ গুণ শক্তিশালী এই বোমা। এই বোমাই গত ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যে ৭-টা ৩২ মিনিট নাগাদ পাক সীমান্তের কাছে নানগড়হর প্রদেশের অচিন জেলার পাহাড়ে অজস্র গুহাজুড়ে তৈরি সুড়ঙ্গ লক্ষ্য করে বোমা ফেলা হয়। মোমান্দ দারা এলাকায় বোমাটি পড়েছিল। পেন্টাগনের দাবি, আইএস ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করতেই এই পদক্ষেপ।

পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সীমান্ত লাগোয়া নানগড়হর প্রদেশের প্রায় গোটাটাই পর্বত-সঙ্কুল। উত্তর দিকে রয়েছে হিন্দুকুশ পর্বতমালা। দক্ষিণাংশে রয়েছে সফেদ কুহ বা স্পিন ঘর পর্বতমালা। ওই প্রদেশের অনেকটা এলাকাই বেশ দুর্গম এবং গুহা ও সুড়ঙ্গ পথ বিছিয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। তাই পাক-আফগান সীমান্তবর্তী অচিন জেলাকে নিজেদের স্বর্গরাজ্য বানিয়ে তুলেছিল আইএস। আকাশপথে বার বার অভিযান চালিয়েও ফল পাওয়া যায়নি। একটি মাত্র দানব-বোমায়

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সেই টানেল কমপ্লেক্স এখন শ্মশান। মোআবের হানার মৃত্যু হয়েছে ৯০ জন আইএস জঙ্গির।

● **ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড দিল পাকিস্তান :**

কুলভূষণ সুধীর যাদব। ভারতীয় নৌসেনার এই প্রাক্তন অফিসারের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল ইসলামাবাদের মিলিটারি কোর্ট। গত ১০ এপ্রিল পাকিস্তান আর্মি অ্যাক্ট অনুযায়ী ওই নির্দেশের কথা জানিয়েছেন পাক সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া।

প্রত্যাশিতভাবেই ভারত দ্রুত ও কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বিদেশসচিব এস. জয়শঙ্কর নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত পাক রাষ্ট্রদূত আবদুল বাসিতকে তলব করে কঠোর ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, এই দণ্ড কার্যকর করা হলে ভারত সেটাকে 'পূর্ব পরিকল্পিত হত্যা' বলে গণ্য করবে।

২০১৩ সালে ভারতীয় নৌবাহিনী থেকে অবসর নেন কুলভূষণ। ইরানে তার ব্যবসা ছিল। গত বছর মার্চে বালুচিস্তানে আফগানিস্তান সীমান্তের লাগোয়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। মাঝে একবারও তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি ইসলামাবাদের ভারতীয় দূতাবাসকে। এ ব্যাপারে অনুরোধ বার বার খারিজ করেছে পাকিস্তান। তার প্রায় এক বছর পরে পাক সেনার প্রচার শাখা 'ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশনস এক বিবৃতিতে তার মৃত্যুদণ্ডের কথা জানানো হল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০১৬-র ৩ মার্চ বালুচিস্তানের মাশকেল থেকে পাক গোয়েন্দাদের এক অভিযানে বন্দি করা হয় কুলভূষণকে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ভারতের চর হিসাবে বালুচিস্তানে নাশকতা ছড়াচ্ছিলেন।

● **সিরিয়ায় ফের বিষাক্ত গ্যাস হামলা :**

বিমান থেকে বিষাক্ত গ্যাস হামলা সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের খান সেখুন শহরে। ইদলিব প্রদেশের বেশির ভাগটাই ইসলামিক স্টেট ও আল-কায়দার শাকা ফতেহ আলসাম-এর দখলে। ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও রাষ্ট্রপুঞ্জের দু' দিনের বৈঠক শুরু হতেই এই বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস হামলায় ১১ জন শিশু-সহ মোট ৫৮ জনকে হত্যার অভিযোগ আনল সিরিয়ান অবজার্ভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস। পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭০ ছাড়ায়। গত ৪ এপ্রিল স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ছ'টা নাগাদ বিদ্রোহী অধ্যুষিত ইদলিব প্রদেশের খান সেখু শহরের আকাশে দেখা যায় যুদ্ধবিমান। অভিযোগ, সেই বিমান থেকেই ছড়িয়ে দেওয়া হয় সারিন ও ক্লোরিন জাতীয় গ্যাস। সারিন যা কিনা গন্ধ ও বর্ণহীন। অজান্তেই সরাসরি বিকল করে স্নায়ুতন্ত্রকে।

২০১৩ সালের ২১ আগস্ট বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে দামাস্কাসের কাছে ঘোউতা প্রদেশে গণহত্যা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল সরকারের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছিল, সেই হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে প্রাণঘাতী সারিন গ্যাস। যে কোনও পরিস্থিতিতেই রাসায়নিক গ্যাস প্রয়োগ যুদ্ধাপরাধের সামিল বলে মনে করে রাষ্ট্রপুঞ্জ। ঘোউতায় গ্যাস হামলার পর আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ১৩০০ টন বিষাক্ত রাসায়নিক অস্ত্র হস্তান্তরে রাজি হয় সিরিয়া সরকার। সিরিয়ার উপর মার্কিন সেনা জোটের অভিযান ঠেকাতে আন্তর্জাতিক নজরদারির অধীনে রাসায়নিক অস্ত্র কর্মসূচি বন্ধ করতেও রাজি হয় তারা। সরকার এই চুক্তি মেনে চলছে কি না, তা জানতে তদন্ত করেছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ ও রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা। গত অক্টোবরে তাদেরই দেওয়া একটি রিপোর্টে দেখা যায়, ২০১৪-'১৫ সালের মধ্যে অন্তত তিন বার রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছে সরকার। ২০১৫ সালে অবশ্য মাস্টার্ড গ্যাস ব্যবহার করে হামলা চালিয়েছে ইসলামিক স্টেট।

● **টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্র গুঁড়িয়ে দিল সিরিয়ার বিমানঘাঁটি :**

অবশেষে দীর্ঘ 'নিষ্ক্রিয়তা' ভেঙে সিরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমেরিকা। রাশিয়ার প্রত্যক্ষ আশ্রয়ে টিকে থাকা আসাদের সেনাবাহিনীকে 'শিক্ষা' গত ৬ এপ্রিল গভীর রাতে ভূমধ্যসাগর থেকে সিরিয়ার শায়রত বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে ৫৯-টি টোমাহক ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে মার্কিন সেনা। অসমর্থিত সূত্রে খবর, হোমস প্রদেশের ওই বিমানঘাঁটি এই হামলায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। নিহত হয়েছেন কয়েক জন সিরীয় সেনাও। যেখানে টোমাহক হামলা চালানো হয়েছে, তার কাছাকাছির রাশিয়ার সেনা ক্যাম্পও রয়েছে। আগে থেকেই এই হামলার খবর তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। ফলে রুশ সেনারা নিরাপদ স্থানে সরে যায় বলে পেন্টাগনের মুখপাত্র জেভ ডেভিস জানান।

● **বকেয়া না মেটালে সার্কের প্রকল্প থেকে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি পাকিস্তানকে :**

সার্কের সব সদস্য দেশ টাকা দিয়ে দিয়েছে। দেয়নি শুধু পাকিস্তান। বকেয়া ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি খাতে প্রদেয় এই টাকা অবিলম্বে মেটাতে হবে—পাকিস্তানকে জানিয়ে দিল অন্য সব সদস্য দেশ।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির পড়ুয়াদের সামনে উন্নত মানের উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরও বাড়াতে সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে সার্ক দেশগুলি। ২০১০ সালে দিল্লিতে অস্থায়ী ক্যাম্পাস চালু হয়। পাকিস্তান এই প্রকল্পের অংশীদার হয়েও তাদের আর্থিক দায়বদ্ধতা পালন করেনি। ২০১৭-র ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকে কাঠমাণ্ডুতে সার্ক প্রোগ্রামিং কমিটির ৫৩তম বৈঠক বসেছিল। সেখানে পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে এবং পাকিস্তানকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। সার্কের সদস্যরা পাকিস্তানকে সাফ জানিয়েছে, কয়েক মাসের মধ্যে বকেয়া না মেটালে সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রকল্প থেকে পাকিস্তানকে বহিষ্কারের কথাই ভাবতে হবে।

● **আমেরিকাগামী বিমানে নিষিদ্ধ ট্যাব-ল্যাপটপ :**

বিশেষ ছ'টি মুসলিম দেশে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা আগেই ছিল। এবার নজরে পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা মিলিয়ে মোট ১০-টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সংশ্লিষ্ট দশটি বিমানবন্দর থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে সেলফোন বাদে অন্য কোনও ইলেকট্রনিক গ্যাজেট হাত-ব্যাগে নিয়ে ওঠা যাবে না। তল্লাশির পরে তা চলে যাবে বিমানের পেটে। গত ২১ মার্চ জানায় ট্রাম্প প্রশাসন। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে ২৪ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলি রয়েছে, সেগুলি হচ্ছে, সংযুক্ত আরব আমির শাহির আবু ধাবি ও দুবাই, মিশরের কায়রো, জর্ডনের আম্মান, কুয়েতের কুয়েত সিটি, মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কা, কাতারের দোহা, সৌদি আরবের রিয়াধ ও জেড্ডা, তুরস্কের ইস্তানবুল। এই নির্দেশের ফলে মোট ন'টি বিমানসংস্থার উপরে প্রভাব পড়বে। রয়্যাল জর্ডনিয়ান এয়ারলাইন্স, ইজিপ্ট এয়ার, টার্কিশ এয়ারলাইন্স, সৌদি এয়ারলাইন্স, কুয়েত এয়ারওয়েজ, রয়্যাল এয়ার মারোক, কাতার এয়ারওয়েজ, এমিরেটস এবং ইতিহাদ এয়ারওয়েজ।

আমেরিকার পাশাপাশি গত ২২ মার্চ নিষেধাজ্ঞা চাপায় ব্রিটেনও। ব্রিটেন ছ'টি দেশকে নিষেধ-তালিকায় রেখেছে। ছাড় দিয়েছে দুবাই এবং আবু ধাবির মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে। ব্রিটেনের নিষেধ-তালিকায় রয়েছে, তুরস্ক, মিশর, লেবানন, জর্ডন, তিউনিসিয়া এবং সৌদি আরব। ব্রিটেনের নিরাপত্তা বাহিনী সূত্রে খবর, সোমালিয়ায় আল কায়দার শাখা সংগঠন আল শাবাব ল্যাপটপ বোমা তৈরি করেছে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা-ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই বিস্ফোরক বেরিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা গোয়েন্দাদের।

● **অশান্ত প্যারাগুয়ে, পুড়ল পার্লামেন্ট :**

বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে প্যারাগুয়ে। রাজধানী অ্যাসুনসিওনে অবস্থিত দেশের পার্লামেন্টে গত পয়লা এপ্রিল রাতে আগুন লাগিয়ে দেয় বিদ্রোহীরা।

বিরোধীদের অভিযোগ, সংবিধানে সংশোধনী আনতে চাইছেন প্রেসিডেন্ট হোরাসিও কার্তেস। ১৯৯২ সালে তৈরি সংবিধান অনুযায়ী, দেশের কোনও শাসক পাঁচ বছরের বেশি সময় ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। সেই আইনেই এখন বদল আনতে চাইছেন প্রেসিডেন্ট কার্তেস। তার দাবি, নতুন সংবিধানে শাসকের সময়কাল কোনও সীমায় বেঁধে রাখা যাবে না। সংবিধান সংশোধন করতে একটি নতুন বিলের প্রয়োজন। পার্লামেন্টের ২৫ জন সেনেটর তাতে সায় দেওয়ার পরই খেপে ওঠেন বিরোধীরা। নতুন বিল তৈরি করতে পার্লামেন্টের অন্য কক্ষেরও সম্মতি দরকার। আর সেখানে কার্তেসের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় খুব সহজেই তা পাস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা বিরোধীদের।

১৯৫৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসন কায়েম ছিল প্যারাগুয়েতে। জেনারেল আলফ্রেডো স্ত্রোয়েসনারকে গদিচ্যুত করার পর গণতন্ত্র আসে দেশে। ১৯৯২ সালে তৈরি হয় নতুন সংবিধান। সেই সংবিধানেই এখন সংশোধন আনতে চেয়ে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন কার্তেস।

● **শুরু ব্রেক্সিট পর্ব, চিঠিতে সই টেরেসার :**

ছ' পাতার চিঠি। হাতে-হাতেই লন্ডন থেকে পৌঁছে গেল ব্রাসেলসের ঠিকানায়। প্রাপক ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড টাস্ক। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে ৪৩ বছরের সম্পর্ক শেষ করতে চেয়ে গত ৩০ মার্চ বিচ্ছেদ চিঠিতে সই করলেন টেরেসা মে। অর্থাৎ লিসবন চুক্তির ৫০ নম্বর ধারা মেনে ওই দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল ব্রেক্সিট। গত জুনে এই বিচ্ছেদ চেয়েই গণভোটে সাড়া দিয়েছিল রানির দেশ। বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া শেষ হতে অপেক্ষা অন্তত দু' বছরের। তবে ইইউ-এর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০২২-এর আগে কিছুতেই জোট ছেড়ে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারবে না ব্রিটেন। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে এতদিনের সব দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবে না রানির দেশ। ব্রিটেনকে কোনও বাড়তি ছাড় দিতেও রাজি নয় ইইউ। সে ক্ষেত্রে ব্যবসা চালাতে হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন ডব্লিউটিও-র নিয়ম মেনেই।

● **ওবামার জলবায়ু নীতি উল্টে দিলেন ট্রাম্প :**

আমেরিকার কার্বন নির্গমণ কমিয়ে এনে বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এগোনোর নীতি নিয়েছিলেন ওবামা। গত ২৮ মার্চ নতুন এগজিকিউটিভ অর্ডারে সই করে সেই নীতিই খারিজ করে দিলেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ঘোষণা করলেন, কয়লাচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপরে সরকারের খবরদারির পথ বন্ধ করে দেবে তার এই নির্দেশ। ২০১৫-র প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ওবামা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০০৫ সালে আমেরিকার কার্বন নির্গমণের পরিমাণ যা ছিল, তার অন্তত ২৬ শতাংশ কমানো হবে ২০২৫ সালের মধ্যে। কয়লাচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ক্রমে বন্ধ করে দিয়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির উপরে জোর দেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যে ওবামা প্রশাসন তৈরি করেছিল 'ক্লিন পাওয়ার প্ল্যান'। ট্রাম্প-এর কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির নেপথ্যে রয়েছে খনি ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পুনরুজ্জীবনের বার্তা। এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি (ইপিএ)-র দপ্তরে কয়েক জন খনি শ্রমিককে পাশে দাঁড় করিয়েই এগজিকিউটিভ অর্ডারে সই করেছেন তিনি। উষ্ণায়ণকে 'চিনা প্রচার' বলেও আগেই দাগিয়ে দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

● **কংগ্রেসেই খারিজ ট্রাম্পের স্বাস্থ্য বিল :**

কংগ্রেসে ১৫-টি ভোট কম পেয়ে খারিজ হয়ে গেল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পছন্দের স্বাস্থ্য বিল। এর আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিবাসন ফতোয়া ও তার সংশোধনীটির ওপরেও দু'-দু'বার স্থগিতাদেশ জারি করেছে মার্কিন আদালত। ফলে, নির্বাচনী প্রচারে যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করেছিলেন, তার কোনওটিই রাখতে পারলেন না নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। অভিবাসন ফতোয়া আটকালো আদালত। আর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাধের স্বাস্থ্য বিলের কট্টর বিরোধী ডেমোক্র্যাটদের যা সাধ্যে কুলোতো না, সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায়; তাদের সেই সাধ পূরণ করে দিলেন শাসক দল রিপাবলিকান পার্টির কংগ্রেস সদস্যরা। বিলটি পাস করানোর জন্য দরকার ছিল কমপক্ষে ২১৬-টি ভোট। স্বাস্থ্য বিলটি কংগ্রেসে খারিজ হয়ে যাওয়ায় সাত বছর আগে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্বাস্থ্য নীতি 'ওবামা কেয়ার'-ই বহাল থাকল। অথচ, ২০১০ সাল থেকেই ওই 'ওবামা কেয়ার'-এর লাগাতার বিরোধিতা করে গিয়েছেন রিপাবলিকানরা।

● **নতুন ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার, উদ্বেগে গোটা পৃথিবীই :**

দীর্ঘ পাল্লার নয়, কিন্তু ঘণ্টায় ৭,৪০০ কিলোমিটার বেগে ছোটে 'জারকন' নামের এই রুশ অ্যান্টি-শিপ মিসাইলটি। যে বেগে ধেয়ে আসা কোনও ক্ষেপণাস্ত্রকে মাঝপথেই রুখে দেওয়ার মতো কোনও মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম আমেরিকাও এখনও তৈরি করতে পারেনি।

শব্দের বেগের চেয়েও জোরে ছোটে যে ক্ষেপণাস্ত্র, তাকে বলে সুপারসনিক মিসাইল। ভারত-রুশ যৌথ উদ্যোগে তৈরি ব্রহ্মস একটি সুপারসনিক মিসাইল। ব্রহ্মসের গতিবেগ শব্দের গতিবেগের প্রায় তিন গুণ, ৩৭০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। মার্চ মাসেই জারকনের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের ছবি প্রকাশ করে রুশ সরকার পরিচালিত সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, এটি একটি হাইপারসনিক মিসাইল। অর্থাৎ সুপারসনিকের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি বেগে ছুটতে সক্ষম। অ্যান্টি-শিপ মিসাইলটির পাল্লা সর্বোচ্চ ৪০০ কিলোমিটার। কিন্তু ঘণ্টায় ৭৪০০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে সক্ষম জারকন মাত্র ৪০০ কিলোমিটার দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে এতই কম সময় নেবে যে অত্যাধুনিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের পক্ষেও জারকনকে রোখা প্রায় অসম্ভব। আর হামলা অভ্রান্তভাবে আঁচ করে মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম সক্রিয় হলেও ইন্টারসেপ্টর মিসাইল লক্ষ্যবস্তু থেকে খুব দূরে জারকনকে আঘাত করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে জারকনের ধ্বংসাবশেষও প্রচণ্ড বেগে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুর উপর আছড়ে পড়বে। সেই আঘাতও বড়োসড়ো ক্ষয়ক্ষতির কারণ হবে। ২০২২ সালে এই জারকন ক্ষেপণাস্ত্র রুশ নৌসেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। কিরভ শ্রেণির পরমাণু শক্তিচালিত যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করা হবে এই ক্ষেপণাস্ত্র।

● **গিলগিট-বাল্টিস্তান ভারতের, ঘোষণা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে :**

গিলগিট-বাল্টিস্তান অঞ্চলকে পাকিস্তানের পঞ্চম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামাবাদ, তার নিন্দা শুরু হল আন্তর্জাতিক মহলে।

পাক প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ নীতি সংক্রান্ত উপদেষ্টা সরতাজ আজিজের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরের গিলগিট-বাল্টিস্তান অঞ্চলকে পাকিস্তানের পঞ্চম প্রদেশের মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করেছে। কিন্তু ভারত গিলগিট-বাল্টিস্তানের উপর নিজেদের দাবি ছাড়েনি। ওই অঞ্চল যে ভারতের জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা এবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টও মেনে নিল।

ব্রিটেনের শাসক দল কনজারভেটিভ পার্টির এমপি বব ব্ল্যাকম্যান সে দেশের পার্লামেন্টে প্রস্তাবটি পেশ করেন। তাতে বলা হয়েছে, গিলগিট-বাল্টিস্তান হল ভারতের জম্মু-কাশ্মীর প্রদেশের বৈধ এবং সাংবিধানিক

অংশ, পাকিস্তান ওই অঞ্চলকে ১৯৪৭ সাল থেকে অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। গত ২৩ মার্চ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাবটি পাস হয়ে গিয়েছে। ব্রিটেন বলেছে, পাকিস্তান এমন একটি অঞ্চলকে নিজেদের পঞ্চম প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করতে চলেছে, যে অঞ্চলের উপর তাদের অধিকারই নেই।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত প্রস্তাবটিতে অস্বস্তি বাড়ল চিনেরও। চিনের কাশগড় থেকে পাকিস্তানের গোয়াদর পর্যন্ত যে চিন-পাক অর্থনৈতিক করিডোর তৈরি হয়েছে, ব্রিটেন সেই করিডোরকেও অবৈধ আখ্যা দিয়েছে। কিছু দিন আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ চিনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। চিন-পাক অর্থনৈতিক করিডোর সেই 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' উদ্যোগেরই অন্যতম অংশ। গিলগিট-বাল্টিস্তানের মধ্যে দিয়ে ওই করিডোর তৈরি হওয়ায় ভারত বার বার এর বিরোধিতা করছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জ চিনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' নীতিকে স্বাগত জানানোয় প্রকারান্তরে চিন-পাক অর্থনৈতিক করিডোরের উপরেও রাষ্ট্রপুঞ্জের সিলমোহর পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রিটেন এবার ওই প্রকল্পকে অবৈধ দখলদারি বলে আখ্যা দেওয়ায়, চিনের অস্বস্তি ফিরে এল। কারণ যে নিরাপত্তা পরিষদ তাদের প্রকল্পকে অনুমোদন দিয়েছে, সেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ব্রিটেনই খুব সুনির্দিষ্টভাবে চিনা প্রকল্পের বিরোধিতা করল।

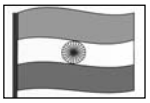

জাতীয়

- ভারত ও বাংলাদেশ-সহ 'বিমস্টেক' গোষ্ঠীর দেশগুলির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা সন্ত্রাসবাদ রুখতে নয়াদিল্লিতে একটি বৈঠকে মিলিত হলেন গত ২১ মার্চ। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকাকে নিরাপত্তার প্রশ্নে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সমন্বয় আরও বাড়ানোয় জোর দিয়েছেন তারা। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, বাংলাদেশের তারেক আহমেদ সিদ্দিকী-রা পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও বৈঠক করেন।
- এপ্রিল মাসে ভারত সফরে এলেন নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা ভাণ্ডারী। নেপাল বিষয়ক যুগ্মসচিব সুধাকর দালিলা জানিয়েছেন, নেপালের প্রেসিডেন্টের এই সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার কথা। মূলত জলসম্পদ, বিদ্যুৎ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, তরাই-এ সড়ক নির্মাণ, আন্তঃসীমান্ত রেল সংযোগের মতো বিষয়ে বড়ো সহযোগিতার পথে হাঁটার উদ্দেশ্যেই এই সফরে। প্রসঙ্গত, গত ছ' মাসে দু' দেশের মধ্যে চারটি শীর্ষ পর্যায়ের সফর হয়েছে।
- ৩ রাজ্যে পাল্টাল ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া ডে। 'গুড ফ্রাইডে'-র দিন দেশে 'ডিজিট্যাল ইণ্ডিয়া ডে' পালনের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু খ্রিস্টান-প্রধান নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও মিজোরামে তা নিয়ে আপত্তি ওঠায় নীতি আয়োগের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার অমিতাভ কান্ত মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়ের মুখ্য সচিবদের চিঠি দিয়ে জানান, তারা ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া দিবস সুবিধা মতো দিনে পালন করতে পারবেন।
- পর্যটন, বাণিজ্য এবং চিকিৎসায় উৎসাহ দিতে ভিসা ব্যবস্থা আরও সরল করল ভারত। গত ৩০ মার্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। পয়লা এপ্রিল থেকেই নতুন ব্যবস্থা চালু হয়। এখন থেকে ই-ভিসাকে তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে—ই-পর্যটক ভিসা, ই-বাণিজ্য ভিসা এবং ই-মেডিক্যাল ভিসা। ১৬১-টি দেশের নাগরিকরা ভারতের ২৪-টি বিমানবন্দর এবং প্রাথমিকভাবে তিনটি বন্দরে এই ই-ভিসার সুবিধা পাবেন। এতে ৬০ দিন পর্যন্ত ভারতে থাকার অনুমতি মিলবে। জরুরি প্রয়োজনে আবেদন করার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাণিজ্য ভিসা এবং মেডিক্যাল ভিসা পাওয়া যাবে। এছাড়া ইনটার্ন ভিসা এবং ফিল্ম ভিসার সুবিধা গত পয়লা মার্চ থেকেই চালু হয়ে গিয়েছে।
- আরবসাগরের বুকে ভারতীয় নৌসেনার নতুন ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র (এসএএম) তার প্রথম পরীক্ষায় দারুণভাবে সফল। গত ২২ মার্চের ওই সফল পরীক্ষার কথা ২৪ মার্চ বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করা হয় নৌসেনার তরফে। যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রমাদিত্য থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয়। ওয়েস্টার্ন ন্যাভাল কম্যান্ড-এর প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল গিরীশ লুথরার নেতৃত্বে এই পরীক্ষা করে নৌসেনা। এটি অপারেশনাল রেডিনেস ইন্সপেকশন-এর একটা অংশ। সমুদ্রের তলা থেকে শত্রুপক্ষের জাহাজকে ধ্বংস করার জন্য মার্চ মাসের গোড়াতেই জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছিল নৌসেনা। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি কালবারি গোত্রের ডুবোজাহাজ থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয়। সেই পরীক্ষাতেও সফল হয় নৌসেনা।
- আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি মামলায় গত ৩১ মার্চ হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিংহ ও তার স্ত্রী প্রতিভা সিং-সহ ন' জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয় সিবিআই। এই মামলায় তাদের গ্রেপ্তারি বা জেরার উপর স্থগিতাদেশের আবেদন খারিজও করে দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, ৮২ বছরের এই কংগ্রেস নেতাকে গত বছর খানিক স্বস্তি দিয়ে হিমাচলপ্রদেশ হাইকোর্ট বলেছিল, আদালতের অনুমতি ছাড়া বীরভদ্রের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারবে না সিবিআই। পরে সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি হিমাচলপ্রদেশ হাইকোর্ট থেকে দিল্লি হাইকোর্টে পাঠায়।

● **এইচআইভি বিল পাস :**

কারও এইচআইভি সংক্রমণ ধরা পড়লে সেই তথ্য গোপন রাখাটাই নিয়ম। গোপনীয়তার এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে এবার থেকে অভিযুক্তের সর্বোচ্চ দু' বছরের জেল এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানার নিদান দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এইচআইভি আক্রান্তদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ রুখতে গত ১১ এপ্রিল নতুন একটি বিল পাস করে লোকসভা। এইচআইভি-এড্স (প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণ), ২০১৭ নামে বিলটি এইচআইভি রোগীদের চিকিৎসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, চাকরির সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য রুখবে। বিলে বলা হয়েছে, জোর করে কাউকেই এইচআইভি পরীক্ষায় বাধ্য করানো যাবে না।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে হোক বা সমাজের অন্য ক্ষেত্রে, এইচআইভি পজিটিভ-রা যাতে কোনও রকম বৈষম্যের শিকার না হন, সেটা দেখতে আগেই সরকারি নির্দেশ ছিল। বিলে এক ধাপ এগিয়ে চিকিৎসার বিষয়টিকে রোগীর আইনি অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিলে এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিদের সম্পত্তির অধিকারকেও সুরক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে.

● **কোহিনুর ফেরাতে বলবে না আদালত :**

কোহিনুর ফিরিয়ে আনতে কোনও নির্দেশ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহরের বেঞ্চ গত ২২ এপ্রিল বলেছে, বিদেশে থাকা কোনও সামগ্রীর বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ জারি করতে পারে না। কোনও সামগ্রী (এক্ষেত্রে কোহিনুর) নিলাম হলে তা বন্ধ রাখার জন্য অন্য দেশের সরকারকে নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে কূটনৈতিক দৌত্যের

মাধ্যমে কোহিনুর ফেরানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে আদালতকে যে মোদী সরকার জানিয়েছে, সে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন প্রধান বিচারপতি।

কোহিনুর ফেরানোর আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল হিউম্যান রাইটস সোশ্যাল জাস্টিস ফ্রন্ট নামে একটি সংগঠন। এর পর তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ের উদ্যোগে কলকাতার সংগঠন 'হেরিটেজ বেঙ্গল'ও জনস্বার্থ মামলা করে। আদালতে প্রথমে সংস্কৃতি মন্ত্রক জানিয়েছিল, কোহিনুর ফেরৎ আনার চেষ্টা করা ঠিক নয়। কারণ, ওই হিরে চুরি করে ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কেউ তা ছিনিয়েও নেয়নি। ব্রিটিশদের এটি উপহার দেওয়া হয়েছিল। সুখেন্দুবাবুরা নথি দিয়ে আদালতে দেখিয়েছিলেন, কাকতীয় সাম্রাজ্য, খিলজি শাসকদের হাত ঘুরে মোগলদের হাতে আসার পর শাহজাহানের ময়ূর-সিংহাসনে কোহিনুর শোভা পেত। নাদির শাহ তা দিল্লি থেকে লুঠ করেন। পরে তা আফগানিস্তানের আমিরদের হাত ঘুরে পাঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ-এর হাতে আসে। দ্বিতীয় ব্রিটিশ-শিখ যুদ্ধে ব্রিটিশরা শিখ সাম্রাজ্য দখল করে। তার জন্য লর্ড ডালহৌসি লাহোরের শেষ চুক্তি তৈরি করেন। তখনই কোহিনুর-সহ মহারাজার যাবতীয় সম্পত্তি রানি ভিক্টোরিয়াকে সমর্পণের কথা বলা হয়েছিল।

● **রেস্তোরাঁয় সার্ভিস চার্জ ক্রেতার ইচ্ছা অনুযায়ী :**

হোটেল বা রেস্তোরাঁয় খাওয়ার পর সার্ভিস চার্জ দেওয়া আবশ্যিক নয়। জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। গত ২১ এপ্রিল এই সংক্রান্ত নির্দেশিকায় সিলমোহর দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। দেশের খাদ্য ও ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ান এ খবর জানিয়েছেন ট্যুইটারে। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে যে নির্দেশিকা স্থির করেছে, তা সব রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে বলেও মন্ত্রী উল্লেখ করেন। কেন্দ্রের তৈরি করা নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এবার থেকে হোটেল বা রেস্তোরাঁগুলি বিলে সার্ভিস চার্জ কলামে কোনও টাকার অংক লিখতে পারবে না, ওই অংশ ফাঁকা রাখতে হবে। সার্ভিস চার্জ হিসেবে ক্রেতা যা দিতে চাইবেন, তিনি নিজেই ওই ফাঁকা ঘরে সেই অংক বসিয়ে নেবেন।

● **নিলামে দিল্লির তাজমহল হোটেল :**

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিলামে উঠতে চলেছে দিল্লির ঐতিহ্যশালী তাজমহল হোটেল ওরফে তাজ মান সিংহ হোটেল। বর্তমানে টাটা গোষ্ঠীর অধীন ইন্ডিয়ান হোটেলস কোম্পানি লিমিটেড-এর হাতে রয়েছে এই হোটেলটি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাজ মান সিংহ খালি করে দিতে হবে টাটাদের। এর পরেই হোটেলটি নিলামে তুলবে নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (এনডিএমসি)।

এনডিএমসি-র হাত থেকে টাকা গোষ্ঠী এই হোটেলটি নিয়েছিল ৩৩ বছরের লিজে। ২০১১ সালেই সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে। এর পরে আরও ন' বার স্বল্পমেয়াদি এক্সটেনশন পায় ইন্ডিয়ান হোটেলস। এই লিজ আরও বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করেছিল টাটা গোষ্ঠী। কিন্তু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবালের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে হোটেলটি নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল টাটা গোষ্ঠী। টাটাদের আবেদন নাকচ করে সুপ্রিম কোর্ট নিলামের নির্দেশই বহাল রাখে।

● **বাবরি কাণ্ডে ২১ জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা বহাল :**

মুরলী মনোহর জোশী এবং লালকৃষ্ণ আডবাণী-সহ ২১ নেতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা চালাতে সিবিআই-কে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি পিনাকীচন্দ্র ঘোষ ও বিচারপতি রোহিনটন নরিম্যানের বেঞ্চ গত ১৯ এপ্রিল এই নির্দেশ দিয়েছে। সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছিল ওই নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা চালানো হোক। তদন্তকারী সংস্থার আর্জিতেই সিলমোহর দিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে কল্যাণ সিংহকে এই মামলার বাইরে রাখা হয়েছে। তিনি এখন রাজস্থানের রাজ্যপালের পদে রয়েছেন। সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পরই তার বিরুদ্ধে এই মামলা চালু করা হবে। নিম্ন আদালতগুলিকে প্রতি দিন এ বিষয়ে শুনানি চালু রাখতে হবে। পাশাপাশি, যে সব বিচারকরা এই মামলার সঙ্গে জড়িত, মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনওভাবেই তাদের বদলি করা যাবে না বলে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

বাবরি কাণ্ডে আলাদা আলাদাভাবে দু'টি আদালতে মামলা হয়। প্রথম মামলাটি হয় কর সেবকদের বিরুদ্ধে লখনউ আদালতে। এবং শীর্ষ বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলাটি হয় রায়বেরিলি আদালতে। ইলাহাবাদ হাইকোর্ট আডবাণীদের বিরুদ্ধে মামলা নাকচ করে দেয়। সিবিআই শীর্ষ আদালতে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানায়। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, বিজেপি নেতা ও কর সেবকদের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি এক সঙ্গে লখনউয়ে হবে। বাবরি নিয়ে মামলা চলছে ২৫ বছর ধরে। তাই মামলাটি দু' বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে দুই আদালতকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

● **পয়লা মে থেকে লালবাতি বাতিল গোটা দেশে :**

লালবাতির ব্যবহার নিয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। এবার থেকে কোনও গাড়িতেই আর লালবাতি ব্যবহার করা যাবে না। সিদ্ধান্ত পয়লা মে থেকে কার্যকরী হচ্ছে। তবে, আপৎকালীন পরিষেবা ক্ষেত্রে নীল বাতি আগের মতোই ব্যবহার করা যাবে। ওই তালিকায় রয়েছে দমকল, পুলিশ, অ্যাম্বুল্যান্স, সেনাবাহিনীর গাড়ি। গত ১৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে ঠিক হয়, আগামী মাস পয়লা থেকে আর কোনও গাড়িতেই লালবাতি ব্যবহার করা যাবে না। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারি আমলা, সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতি—কোনও ব্যক্তি বা পদাধিকারীই আর লালবাতিওয়ালা গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে রাজ্য সরকারগুলিকে জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে কোন কোন গাড়িতে বাতি ব্যবহার করা যাবে তার নয়া তালিকা তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

● **ইভিএম-এ 'ভিভিপিএটি' লাগানোর সিদ্ধান্ত :**

ভোট যন্ত্রের কারচুপি ঠেকাতে গত ২০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে দেশের প্রতিটি বুথে ইভিএম-এ 'ভিভিপিএটি' লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী দু' বছরে ১৬ লক্ষ ১৫ হাজার ইভিএম-এ ওই যন্ত্র বসানোর জন্য ৩ হাজার ১৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দু'টি রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থার মাধ্যমে ওই নতুন ব্যবস্থা কমিশনের হাতে আসবে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে। তার পরের সব ভোটেই ইভিএম-এর সঙ্গে ওই যন্ত্র লাগানো থাকবে।

পোশাকি নাম 'ভোটার ভেরিফায়েবেল পেপার অডিট ট্রেল'। সংক্ষেপে ভিভিপিএটি। নির্বাচন কমিশন জানাচ্ছে, এটি একটি প্রিন্টারের মতো যন্ত্র, যা ব্যালট ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ইভিএম-এর পাশে রাখা থাকে। ভোটার বোতাম টিপলে ভিভিপিএটি যন্ত্র থেকে একটি স্লিপ বেরিয়ে আসে। তাতে ভোটদাতার নাম, ক্রমিক নম্বর এবং কোন প্রার্থীকে তিনি ভোট দিয়েছেন তা লেখা থাকবে। কাঁচের বাক্সে ওই স্লিপ ৭ সেকেন্ড দেখতে পাবেন ভোটার। তার পরে সেটি সিল করা বাক্সে জমা পড়বে। এতে লাভ তিনটি : (১) ভোটদাতা নিশ্চিত হতে পারবেন

যে তার ভোট ঠিক জায়গায় পড়েছে, (২) স্লিপগুলি বন্ধ বাক্সে কমিশনের হেফাজতে থাকায় প্রত্যেকের ভোট গোপন থাকবে, (৩) ইভিএম-এ বৈদ্যুতিন কারচুপি হয়েছে বলে মনে হলে ওই স্লিপের মাধ্যমে তা যাচাই করা যাবে।

ভিভিপ্যাট যন্ত্রের মাধ্যমে ভোটের ব্যবস্থা করতে ২০১৩ সালে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। একলপ্তে না হলেও তা যেন দফায় দফায় করা যায় তাও জানিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

● **অরুণাচলের ৬ এলাকার নতুন নামকরণ, প্ররোচনার রাস্তায় চিন :**

অরুণাচলপ্রদেশ নিয়ে ভারতের সঙ্গে সংঘাত আরও বাড়িয়ে তুলল চিন। চিনের সিভিল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক অরুণাচলপ্রদেশের ছ'টি অঞ্চলের নতুন নামকরণ করেছে। চিনের শাসক নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চিনের সিভিল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক ১৪ এপ্রিল 'দক্ষিণ তিব্বত'-এর ছ'টি অঞ্চলের নতুন চিনা নামকে স্বীকৃতি দিয়েছে। চিনা ভাষার নামগুলিকে তিব্বতি এবং রোমান বর্ণমালায় কীভাবে লিখতে হবে, তাও মন্ত্রক নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যে ছ'টি নতুন চিনা নামকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল—ও'গিয়াইনলিং, মিলা রি, কোইড গারবো রি, মাইনকুকা, বি মোলা, নামকাপুব রি।

অরুণাচলপ্রদেশকে দীর্ঘ দিন ধরেই 'দক্ষিণ তিব্বত' নামে ডাকে চিন। ১৯৬২-র যুদ্ধে চিনা সেনা অরুণাচলের ভিতরে ঢুকেও পড়েছিল। গোড়া থেকেই ভারতের শাসনে রয়েছে অরুণাচলপ্রদেশ। কিন্তু চিনের দাবি, অরুণাচল দু' দেশের মধ্যে একটি বিতর্কিত এলাকা। ভারতের পাল্টা দাবি, ১৯৬২-র যুদ্ধে জম্মু-কাশ্মীরের যে এলাকা (আকসাই চিন) দখল করেছিল চীন, সেই এলাকা ভারতকে ফেরত দেওয়া হোক। ফলে জম্মু-কাশ্মীর থেকে শুরু করে অরুণাচল পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ চিন-ভারত সীমান্ত বহু বছর ধরেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির পথে কাঁটা।

● **হিন্দির প্রসারে উদ্যোগী সরকার :**

হিন্দি ভাষার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় এবং সিবিএসই-র সব বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দি পড়ানো বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি সায় দিয়েছেন। তবে এই সায় 'নীতিগত' হওয়ায় কেন্দ্র একা তা কার্যকর করতে পারবে না। রাজ্যগুলির সঙ্গে কথা বলেই এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করতে হবে কেন্দ্রকে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও দূর হবে হিন্দি ব্যবহারের বাধা। অ-হিন্দিভাষী রাজ্যে অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া চাইলেও হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে পারেন না। এবার হিন্দিতেও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে সেখানে। সিভিল সার্ভিসেসের পরীক্ষায় প্রশিক্ষণের 'মেটেরিয়াল'-ও আর শুধু ইংরেজি নয়, জোগানো হবে হিন্দিতেও।

গোটা দেশে সরকারি ভাষার ব্যবহার নিয়ে সংসদীয় কমিটির নবম রিপোর্ট জমা পড়েছিল ২০১১ সালে। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় তার বেশির ভাগ সুপারিশ অনুমোদন করেছেন। তারই ভিত্তিতে হিন্দি ভাষার প্রসারে এই সব পদক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে সরকারের সামনে। এবং সেই অনুযায়ী সরকারি নির্দেশও জারি করা হয়েছে ইতোমধ্যেই।

● **মুসলিমদের ১২ শতাংশ সংরক্ষণ তেলেঙ্গানায় :**

চাকরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য ১২ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করল তেলেঙ্গানা সরকার। বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই সংক্রান্ত বিলটি গত ১৭ এপ্রিল পাস করানো হয়। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাও 'অনগ্রসর জাতি, তফসিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি সংরক্ষণ বিল ২০১৭' নামে যে বিলটি বিধানসভার সামনে আনেন, তাতে মুসলিমদের পাশাপাশি তফসিলি উপজাতিদের সংরক্ষণ বাড়ানোরও প্রস্তাব দেওয়া হয়। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণি (ই)-র আওতায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অংশের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এই সীমা ৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ করা হল। এছাড়া, বিলে রাজ্যের তফসিলি উপজাতিদের জন্যও সংরক্ষণ ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। নতুন প্রস্তাবের পরে তেলেঙ্গানায় সব মিলিয়ে সংরক্ষণের অংক পৌঁছেছে ৬২ শতাংশে।

● **দেশে প্রথম, চার মহিলা এখন চার হাইকোর্টের শীর্ষে :**

কলকাতা, বম্বে, দিল্লি এবং মাদ্রাজ—দেশের এই চারটি বড়ো হাইকোর্টেরই শীর্ষস্থানে এখন মহিলারা। ৩১ মার্চ মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নেওয়ার পরই এই ইতিহাস গড়ে ওঠে। এই প্রথম দেশের চার বড়ো হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি পদে চারজন মহিলা। সম্প্রতি মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মাসের শেষে তিনি শপথ নেন। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে। ২০১৬-র পয়লা ডিসেম্বর থেকে তিনি এই দায়িত্ব নেন। ২০১৪-র ১৩ এপ্রিলে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন জি. রোহিনী। এবং বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এখন মঞ্জুলা চেল্লুর। ২০১৬-র ২২ আগস্ট থেকে তিনি বম্বে হাইকোর্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, দেশের ২৪-টি হাইকোর্টে মোট ৬৩২ জন বিচারপতি রয়েছেন। এর মধ্যে মাত্র ৬৮ জন মহিলা। এর মধ্যে দিল্লি হাইকোর্টে ৯ জন, কলকাতা হাইকোর্টে ৪ জন, মাদ্রাজ হাইকোর্টে ৬ জন এবং বম্বে হাইকোর্টে ১১ জন মহিলা বিচারপতি রয়েছেন। এমনকী সুপ্রিম কোর্টের মোট ২৮ জন বিচারপতির মধ্যে একজনই মহিলা বিচারপতি আছেন। তিনি আর বাবুমথি।

● **আট রাজ্যের দশটি উপনির্বাচনে পাঁচটিই বিজেপি-র দখলে :**

উত্তরপ্রদেশের বিপুল জয়ের পর আট রাজ্যের দশটি উপনির্বাচনে পাঁচটি কেন্দ্রই জিতে নিল বিজেপি। তবে এরই মধ্যে নিজেদের গড়গুলি সামলে রাখল কংগ্রেস। বিজেপি-র সব থেকে বড়ো জয় অবশ্য দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরীবালের দলকে ধূলিস্যাৎ করা। আর তার পর রাজস্থানে বিএসপি-র থেকে একটি আসন ছিনিয়ে নেওয়া। এছাড়া অসম, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলে জেতা আসনগুলি ধরে রাখতে পেরেছে বিজেপি। কিন্তু মধ্যপ্রদেশে অটের আসনটি কংগ্রেস ধরে রেখেছে। ঝাড়খণ্ডে জেএমএম হাতছাড়া করতে দেয়নি নিজেদের আসন।

উপনির্বাচনে ১০

আসন	জয়ী
★ বান্ধবগড় (মধ্যপ্রদেশ)	বিজেপি
★ অটের (মধ্যপ্রদেশ)	কংগ্রেস
★ কাঁথি দক্ষিণ (পশ্চিমবঙ্গ)	তৃণমূল
★ নঞ্জাগুড় (কর্ণাটক)	কংগ্রেস
★ গুণ্ডলুপেট (কর্ণাটক)	কংগ্রেস
★ ধেমাজি (অসম)	বিজেপি
★ ঢোলপুর (রাজস্থান)	বিজেপি
★ ভেরেঞ্জ (হিমাচল)	বিজেপি
★ রাজৌরি গার্ডেন (দিল্লি)	বিজেপি
★ লিট্টিপাড়া (ঝাড়খণ্ড)	জেএমএম

● **গুজরাতে পুলিশের শীর্ষে গীতা জোহরি :**

গুজরাতের প্রথম মহিলা আইপিএস অফিসার তিনি। নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যের প্রথম মহিলা পুলিশ প্রধানও হলেন তিনি, গীতা জোহরি।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ইশরাত জাহান ভুয়ো সংঘর্ষের মামলায় অভিযুক্ত আইপিএস পি. পি. পাণ্ডেকে গুজরাতের ডিজি-র পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছে গত ৪ এপ্রিল। পরের দিন সেই পদে ১৯৮২ ব্যাচের আইপিএস গীতার নাম ঘোষণা করেছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রতাপসিং জাডেজা। এখন গুজরাত পুলিশ আবাসন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে রয়েছেন গীতা। এক সময়ে গুজরাতের 'ত্রাস' মাসিয়া ডন ও রাজনীতিক অব্দুল লতিফের সহযোগী শরিফ খানকে গ্রেপ্তার করে শোরগোল ফেলেছিলেন গীতা।

● **খরচ বাঁচাতে আট হাজার সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র রেলের :**

রেল মন্ত্রক আট হাজার সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রের ক্ষমতা হবে ৫০০ মেগাওয়াট। স্টেশন ও রেলের অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজে লাগবে সৌরবিদ্যুৎ। সম্প্রতি দিল্লিতে রেল ভবনে এই বিষয়ে একটি বৈঠক হয়। প্রথম পর্যায়ে ভিলাই ও ছত্তীশগড়ে ৫০০ মেগাওয়াটের দু'টি সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির জন্য দরপত্র ডাকা হচ্ছে। রেল এক হাজার একর নিজস্ব ফাঁকা জমি বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার জন্য চিহ্নিত করেছে। এই সৌর বিদ্যুতের ঠিকমতো ব্যবহার হলে বিদ্যুৎ বাবদ রেলের খরচ এক ধাক্কায় ৪০ শতাংশ কমে যাবে। ইতোমধ্যে ২৩-টি বড়ো স্টেশনে আলাদা করে ছাদে সৌর প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি গড়ার ব্যবস্থা করেছে রেল। দক্ষিণ-পূর্ব রেল ও কলকাতা মেট্রোয় ইতোমধ্যেই ছাদে সৌর প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। চক্রধরপুর স্টেশনে তৈরি হচ্ছে ৪০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। মার্চে পাটিয়ালা ডিজেল লোকোমোটিভে দুই মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির জন্য রেল ও ভেলের মধ্যে 'মউ' বা সমঝোতাপত্র সই করেছেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু।

● **খনির ভার পশ্চিমবঙ্গ-কেই :**

যৌথভাবে নয়, দেউচা-পাঁচামি খনি থেকে কয়লা তোলার প্রকল্পটি একাই রূপায়ণ করার দায়িত্ব গত ১১ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের হাতে তুলে দিল কেন্দ্র। বীরভূমের মহম্মদবাজার ব্লকের ওই খনি থেকে কয়লা তুলতে শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু—ছয় রাজ্য মিলে তৈরি হয় 'বেঙ্গল বীরভূম কোলফিল্ডস লিমিটেড' সংস্থা। কিন্তু রাজ্যগুলির মধ্যে মতভেদে থমকে যায় কাজ।

বছর দেড়েক আগে ওই খনির সব দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের কাছে আর্জি জানায় নবান্ন। কেন্দ্রের আন্তঃমন্ত্রক বৈঠকের পর ওই খনির দায়িত্ব রাজ্যের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সব মিলিয়ে বিনিয়োগ হবে প্রায় সাড়ে বারো হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রের হিসেবে দেউচা ব্লকে মাটির প্রায় দেড়শো মিটার নিচে ২১৫ কোটি টনের কাছাকাছি কয়লা রয়েছে।

● **ইজরায়েলের সঙ্গে ২০০ কোটি ডলারের অস্ত্রচুক্তি করল ভারত :**

প্রতিরক্ষা খাতে ইজরায়েলের সঙ্গে বড়োসড়ো চুক্তি করল ভারত। ভারতের নিরাপত্তা খাতে এত বড়োসড়ো অস্ত্রচুক্তি এর আগে হয়নি। ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাজট্রিজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০০ কোটি ডলারের অস্ত্রচুক্তিতে মাঝারি পাল্লার ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র, লঞ্চার এবং কমিউনিকেশন টেকনোলজি ভারতকে সরবরাহ করবে তারা। ভারতের নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে আনা হচ্ছে দূরপাল্লার ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র।

প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানকে সামনে রেখে এই সব অস্ত্রের বেশিরভাগ অংশ এ দেশেই তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছে ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাজট্রিজ। প্রসঙ্গত, ভারত ইতোমধ্যেই সোভিয়েত জমানার অস্ত্রগুলিরও আধুনিকীকরণের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

● **ভারতকে ইউরেনিয়াম দিতে তৈরি অস্ট্রেলিয়া, ঘোষণা টার্নবুলের :**

ভারতের পরমাণু প্রকল্পের জন্য ইউরেনিয়াম দিতে তৈরি অস্ট্রেলিয়া। জানালেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী টার্নবুল। আড়াই বছর আগে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অসামরিক পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ভারত সফরে এসে গত ১০ এপ্রিল অস্ট্রেলিয় প্রধানমন্ত্রী জানালেন, যত দ্রুত সম্ভব ভারতে ইউরেনিয়াম রপ্তানি করতে চায় তার দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে দ্বিদলীয় সমর্থনের ভিত্তিতে একটি বিল পাস হওয়ার দরকার রয়েছে। ওই বিল পাস হয়ে গেলেই ভারতকে ইউরেনিয়াম দিতে অস্ট্রেলিয়ার সামনে আর কোনও বাধা থাকবে না। প্রসঙ্গত, পৃথিবীর মোট ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের ৪০ শতাংশই রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। প্রতি বছর অস্ট্রেলিয়া প্রায় ৭০০০ টন ইউরেনিয়াম রপ্তানি করে।

● **কলকাতা-খুলনা ট্রেন রুট খুলল, বাসেও জুড়ল নয়া যাত্রাপথ :**

মৈত্রী এক্সপ্রেসের পর বাংলাদেশ যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করল আরও একটি ট্রেন। একই সঙ্গে কলকাতা-খুলনা বাসের যাত্রাপথ বৃদ্ধির সূচনাও হল। ৮ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে হায়দরাবাদ হাউসে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক থেকে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে যাত্রার সূচনা করল কলকাতা-খুলনা ট্রেন। এই ট্রেন জুলাই থেকে নিয়মিত চলবে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এখন যাত্রাপথে দু' দেশের ইমিগ্রেশনে দীর্ঘ সময়ের বাধা কাটাতে ঢাকা স্টেশনেই (ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন) ইমগ্রেশনের সব কাজ শেষ করার বিষয়টি যাচাই করা হচ্ছে। একই সঙ্গে কলকাতা থেকে যারা ঢাকা যাবেন তাদের ইমগ্রেশনের সব কাজ সম্পন্ন করা হবে শিয়ালদহ স্টেশনে।

● **শুঙ্গলু কমিটির রিপোর্ট :**

আম আদমি পার্টি সরকারের কাজকর্ম খতিয়ে দেখে প্রাক্তন কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি) ভি. কে. শুঙ্গলু নিজের রিপোর্টে জানিয়েছেন, ক্ষমতা হাতে পেয়েই যথেচ্ছ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে কেজরীবালের সরকার। তিন সদস্যের শুঙ্গলু কমিটি দিল্লি সরকারের প্রায় ৪০৪-টি ফাইল খতিয়ে দেখে। রিপোর্ট জমা পড়ে নভেম্বর মাসে।

দিল্লির প্রশাসক কে, এই প্রশ্নে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কেজরীবাল সরকার। সেই মামলার রায় জানাতে গিয়ে গত ৪ আগস্ট দিল্লি হাইকোর্ট উপ-রাজ্যপালকেই প্রশাসক হিসাবে মনোনীত করে। এর পরেই কেজরী সরকারের নানা সিদ্ধান্তের তদন্তে এই কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন তৎকালীন উপ-রাজ্যপাল। গত বছরেই উপ-রাজ্যপালকে এই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয় শঙ্গলু কমিটি। তবে এই রিপোর্ট কোনও দিনই প্রকাশ্যে আনেননি নজীব জঙ্গ। গত ৫ এপ্রিল প্রথম এই রিপোর্টের কথা প্রকাশ্যে আসে। তথ্যের অধিকার আইনে তার এক কপি সম্প্রতি হাতে পেয়েছে কংগ্রেস।

শুঙ্গলু কমিটির মতে, সব ক'টি অনিয়মের মূলে রয়েছে ২০১৫-য় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবালের গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত। কেজরী সরকার দাবি করে, সংবিধানের ২৩৯(৩)এ ধারার ভিত্তিতে বিধানসভায় পাস হওয়া বিষয়গুলিতে উপ-রাজ্যপালের সঙ্গে কোনও আলোচনার প্রয়োজন নেই। একশো পাতারও বেশি জুড়ে এই রিপোর্টে আপ সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছে কমিটি।

● **শেখ হাসিনার ভারত সফর :**

নির্ধারিত সূচি মতো 'মিনিস্টার ইন ওয়েটিং' বাবুল সুপ্রিয় নন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাতে প্রোটোকল

ঢাকা-দিল্লি ৩০ চুক্তির এক ডজন

- ঢাকাকে ৫০০ কোটি ডলার ঋণ
- অস্ত্র কিনতে আরও ৫০ কোটি ডলার
- প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় সমঝোতাপত্র
- অসামরিক পরমাণু ক্ষেত্রে সাহায্য
- কলকাতা-খুলনা বাস
- কলকাতা-খুলনা মৈত্রী এক্সপ্রেস
- সীমান্ত হাটের সংস্কার ও সংখ্যা বৃদ্ধি
- বিশাখাপত্তনম-চট্টগ্রাম যাত্রী-জাহাজ
- ত্রিপুরা থেকে বাড়তি বিদ্যুৎ
- যৌথ উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের তথ্যচিত্র
- বিচারবিভাগীয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা
- পণ্য পরিবহণে জলপথের উন্নয়ন

ভেঙে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই বিমানবন্দরে পৌঁছে সোজা চলে যান টারম্যাকে। ৭ এপ্রিল হাসিনার সফর শুরুর দিনটির থেকেই এবারের ভারত-বাংলাদেশ শীর্ষ বৈঠকের সুর এ ভাবেই বেঁধে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সফরে তিস্তা জট না কাটলেও দুই প্রতিবেশীর পক্ষ থেকেই এই সফরকে অত্যন্ত ইতিবাচক বলে জানানো হয়েছে। ঠিক একুশ বছর পরে ফের রাষ্ট্রপতি ভবনে উঠলেন হাসিনা। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ৮ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি ভবনে এসে তার সঙ্গে দেখা করেন। ৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় তার। ৯ এপ্রিল হায়দরাবাদ হাউসে নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া মধ্যাহ্নভোজে মমতা-হাসিনা দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন। ১০ এপ্রিল হাসিনার সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে বিশেষ ভোজসভার আয়োজন করা হয়। হাসিনার এই সফরকালে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ৩০-টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

● **মদ খেয়ে গাড়ি চালালে জরিমানা ১০ হাজার :**

গত ৭ এপ্রিল লোকসভায় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নিতিন গড়কড়ী মোটর ভেহিকল আইনের সংশোধনী বিল পেশ করবেন। বিলটি আইনে পরিণত হলে মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর জন্য ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। এখন এর পরিমাণ ২ হাজার টাকা। মোবাইলে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রেও জরিমানা বেড়ে হবে ৫ হাজার টাকা।

গত বছর আগস্টেই এই বিলটি সংসদে নিয়ে এসেছিলেন গড়কড়ী। সেই সময় বিলটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। স্থায়ী কমিটির প্রায় সব সুপারিশ মেনে নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। মদ্যপান, মোবাইলে কথা বলার অপরাধে শাস্তি বাড়ানোর পাশাপাশি, ট্রাফিক সিগনাল না মানা, সিটবেল্ট-হেলমেট না পড়ে গাড়ি-বাইক চালানোতে ১ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। সঙ্গে তিন মাসের জন্য লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হবে। সংসদ-বিধায়ক বা সরকারি চাকুরে হলে দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে।

● **৮৬ লক্ষ কৃষকের ঋণ মকুব যোগী সরকারের :**

শপথ গ্রহণের ১৫ দিন পরে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই ৪ এপ্রিল প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ মকুব করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিলেন উত্তরপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের ৯২.৫ শতাংশই সরকারের এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন। সংখ্যার বিচারে প্রায় ২ কোটি ১৫ লক্ষ কৃষক ঋণ মকুবের সুবিধা পেতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে।

১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সমস্ত কৃষিঋণ মকুব করে দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। যোগী মন্ত্রিসভার সদস্য সিদ্ধান্তনাথ সিংহ জানিয়েছেন, এই ঋণ মকুব করতে ৩০ হাজার ৭২৯ কোটি টাকা খরচ হবে। এ ছাড়া প্রায় ৭ লক্ষ কৃষক রয়েছেন, যারা ঋণ নিয়ে শোধ করতে পারেননি এবং ব্যাংক সেই সব ঋণকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট ঘোষণা করেছে। সেই সব ঋণও রাজ্য সরকারই ব্যাংককে মিটিয়ে দেবে বলে যোগী মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার জন্য আরও প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা খরচ হবে।

● **দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় বেঙ্গালুরুর আইআইএসসি :**

প্রকাশিত হল দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি তালিকা। গত ৩ এপ্রিল প্রকাশিত এই রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা পেল বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স ও সেরা কলেজ হিসাবে উঠে এল দিল্লির মিরান্ডা হাউসের নাম। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে যাদবপুর। ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সমীক্ষা অনুযায়ী, জেনারেল ডিগ্রি কলেজের তালিকায় মিরান্ডা হাউসের পরেই নাম রয়েছে চেন্নাইয়ের লয়োলা কলেজের। তৃতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লিরই শ্রী রাম কলেজ অব কমার্স। এই প্রথম সরকারি ভাবে দেশের কলেজগুলোর র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হল।

২০১৬ সালের প্রায় পুরো জুড়ে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ওই সেরার তালিকায়, দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি। সেরা দশের তালিকায় রয়েছে দেশের সাতটি আইআইটি। এই তালিকার উপর ভিত্তি করেই মিলবে সরকারি অনুদান। ৩,৩০০-রও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে এই সমীক্ষার প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালে। কিন্তু সেই সময় যথেষ্ট মনোনয়ন জমা না পড়ায় কলেজগুলোর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন'স কলেজ, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সস, রামজস কলেজ ও হংসরাজ কলেজের মতো নামী ইনস্টিটিউটগুলো অংশগ্রহণ করেনি এই সমীক্ষায়। ২০১৬ সালে প্রকাশিত ন্যাশনাল ইন্সটিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী মোট ২০-টি বিষয়কে মাথায় রেখে এই তালিকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

● **দেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার পুলিশ অফিসার :**

দেশের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার পুলিশ অফিসার হলেন চেন্নাইয়ের কে প্রীতিকা ইয়াসিনি। বছর পঁচিশের প্রীতিকা তামিলনাড়ু পুলিশ অ্যাকাডেমি থেকে ট্রেনিং শেষে সাব-ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব পান। ১০২৮ জন ট্রেনির মধ্যে তিনিই একমাত্র ট্রান্সজেন্ডার প্রার্থী ছিলেন। এই চাকরি পেতে তাকে দীর্ঘ আইনি লড়াই লড়তে হয়েছে। ১০৮৭-টি সাব-ইন্সপেক্টর পদের জন্য তামিলনাড়ু ইউনিফমড সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড-এ আবেদনপত্র জমা দেন। কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার প্রার্থী হওয়ার কারণে তার আবেদনপত্র বাতিল করে দেয় বোর্ড। বোর্ডের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রীতিকা। আদালত বোর্ডকে প্রীতিকার পরীক্ষা নিতে নির্দেশ দেয়। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পর ফিজিক্যাল ফিটনেসের পরীক্ষাতেও সফল ভাবে উতরে যান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ই পলানিস্বামীর হাত থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে যোগ দেন বাহিনীতে।

● **গোহত্যায় যাবজ্জীবন শাস্তি, কঠোর সংশোধনী পাস গুজরাত বিধানসভায় :**

বেআইনি ছিল আগেই। ছিল কড়া শাস্তির ব্যবস্থাও। এ বার গোহত্যার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—এই মর্মে সংশোধনী পাস হয়ে গেল গুজরাত বিধানসভায়। গোহত্যার বিরুদ্ধে এটাই এযাবৎ দেশের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি। ২০১১ সালে 'গুজরাত প্রাণীরক্ষা আইন ১৯৫৪'-য় বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়েছিল। সেই সংশোধনী অনুযায়ী, গোহত্যার সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল সাত বছরের জেল। সেই শাস্তিই এ বার বাড়িয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করা হল। এ ছাড়াও গরু পাচারের মতো ঘটনায় জড়িত থাকলে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। এত

দিন সর্বোচ্চ আর্থিক জরিমানা ছিল ৫০ হাজার টাকা। এ বার তা দ্বিগুণ করে এক লক্ষ টাকা করা হচ্ছে।

● **নতুন মনোস্বাস্থ্য বিল লোকসভাতেও পাস :**

নতুন মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বিল, ২০১৬ গত ২৭ মার্চ পাস হয়েছে লোকসভায়। গত বছরের আগস্টে রাজ্যসভায় এই বিলটি পাস হয়েছিল। এখন আইন হিসাবে স্বীকৃতি পেতে ওই বিলটির শুধু রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সম্মতির অপেক্ষা।

এই মুহূর্তে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারা অনুযায়ী, যদি কোনও ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, তবে তা অপরাধের সামিল। সাজা হিসাবে ওই ব্যক্তির সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে। নয়া ওই বিলে বলা হয়েছে, যদি অন্য কোনও কারণ প্রমাণিত না হয় তবে ধরে নিতে হবে ওই ব্যক্তি অতিরিক্ত মানসিক চাপের মুখে পড়েই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। ফলে, নয়া আইন অনুযায়ী আত্মহত্যা মানসিক চাপেরই ফল। আর সে জন্য কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় না। কাজেই আত্মহত্যার চেষ্টাকে আর 'অপরাধ' হিসাবে দেখবে না আইন।

মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে নয়া ওই বিলে। যেমন, গরিব অথচ মানসিক ভাবে অসুস্থ মানুষদের জন্য সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ থাকবে। শিশুদের মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে শক থেরাপি বন্ধ করা হচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ওই থেরাপি দেওয়ার আগে রোগীর অনুমতি নিতে হবে। রোগীকে অজ্ঞান করে উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করেই শক থেরাপি দিতে হবে। নতুন এই বিলে গোপনীয়তার শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মানসিক রোগীর চিকিৎসার সমস্ত তথ্যই গোপন রাখতে হবে। রোগীর সম্মতি ছাড়া তা কোনও ভাবেই প্রকাশ করা যাবে না। মানসিক রোগের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক বা সমাজকর্মীকে একই ছাতার তলায় আনতেও জাতীয় স্তরে 'সেন্টাল মেন্টাল হেলথ অথরিটি' ও প্রতিটি রাজ্যে 'স্টেট মেন্টাল হেলথ অথরিটি' গঠনের কথা বলা হয়েছে ওই বিলে। দেশের সমস্ত মনোবিদ, নার্স বা এই ক্ষেত্রে কর্মরত সমাজকর্মীকে তাতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করাতে হবে বলেও বিলে বলা হয়েছে।

● **দলাই লামার তাওয়াৎ সফর :**

চিনের আপত্তি উড়িয়ে শেষ পর্যন্ত গত ৮ এপ্রিল তাওয়াংয়ে পা দিলেন চতুর্দশ দলাই লামা তেনজিং গাৎসো। ৪ এপ্রিল তাওয়াং আসার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু মন্দ আবহাওয়ায় যাত্রা পিছিয়ে যায় তিন দিন। এ দিন দিরাং থেকে তাওয়াংয়ের ৭০ কিলোমিটার রাস্তায় গ্রামবাসীরা দলাই লামার কনভয় দেখতে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তাওয়াংয়ের মন-পা উপজাতির প্রতিনিধি পেমা খাণ্ডু ও স্পিকার টি এন থন্ডক। তাওয়াংয়ে তার সফর ধর্মাচরণেই সীমাবদ্ধ ছিল। ৯ এপ্রিল থেকে তিন দিন তাওয়াং স্টেডিয়ামে বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি বলেন।

তিব্বতে চিনের আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে এই তাওয়াং ও গুয়াহাটি হয়েই ভারতে চলে আসেন চতুর্দশ দলাই লামা। সেই ঘটনার পরে ২০০৯ সালে প্রথম, দিন তিনেকের জন্য তিনি তাওয়াং সফরে এসে চিনের সমালোচনাও করেছিলেন। স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাওয়াংয়ের উপরে ভারতের অধিকারকে। এর পর ২০১৪ সালে এক দিনের সফরে গুয়াহাটিতে দু'টি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তবে এবারে উত্তর-পূর্বে তার সফর ছিল দীর্ঘতম। এ বারের সফরে গুয়াহাটিতে তিন দিন কাটান ৮১ বছর বয়সী দলাই লামা। ৩১ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল 'নমামি ব্রহ্মপুত্র' উৎসব চলে ধুবুরি-শদিয়া পর্যন্ত গোটা রাজ্য জুড়ে। অঙ্গরাগ মহন্তর সুরে নমামির থিম সং গেয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, অরিজিৎ, সোনু নিগম, অভিজিৎরা। গত ২১ মার্চ সন্ধ্যায় সেই গানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানেই রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, পয়লা এপ্রিল নমামি ব্রহ্মপুত্র উৎসবের প্রধান অতিথি হবেন দলাই লামা। পরের দিন আইআইটিতে নিজের জীবনীর অনুবাদ 'মোর দেশ অরু মোর মানুহ'-র উদ্বোধন করার পাশাপাশি, তিনি তিব্বতের ইতিহাস, তিব্বতিদের সংগ্রাম, ১৯৫৯ সালে পালিয়ে আসার ঘটনা নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। দেন বক্তৃতা।

পশ্চিমবঙ্গ

- ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন' (হু) এ বছরের থিম নির্বাচন করেছে অবসাদ। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরো সায়েন্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, অবসাদগ্রস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ। এ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি মানসিক অবসাদে ভোগেন ষাটোর্ধ্ব মানুষেরা। পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশি অবসাদগ্রস্থ।
- নারী ও শিশু পাচার বাড়ছে গোটা দেশেই। আর দেশের মধ্যে মানুষ পাচারে আবার শীর্ষ স্থান দখল করেছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৬-র ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর পরিসংখ্যান এই তথ্যই দিচ্ছে। গত ২৯ মার্চ কংগ্রেস সাংসদ মতিলাল ভোরার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যসভায় এই মর্মে রিপোর্ট পেশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩৫৭৯ জনকে পাচার করা হয়েছে। ২০১৫-এ দেশে ৫৬০৮ জনকে পাচারের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল। ২০১৬-য় সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৮০৫৭। মানুষ পাচারে পশ্চিমবঙ্গের পরেই স্থান রাজস্থান (১৪২২) গুজরাত (৫৪৮)-এর।
- রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিলের কিছু অংশের সংশোধন চেয়ে এ বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। গত ১৮ এপ্রিল এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ আদালতে একযোগে আবেদন করেছে পশ্চিমবঙ্গ আইএমএ-র কয়েকটি স্থানীয় শাখা। কলকাতায় আইএমএ-র ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য বিলের বেশ কিছু ধারা চিকিৎসক-বিরোধী। সেগুলির সংশোধন চেয়েই আদালতে যাওয়া।

● **শিল্প বান্ধবের দৌড়েও পিছিয়ে বাংলা :**

গত দু'বছরে 'ইজ অব ডুইং বিজনেস' (ইওডিবি) র‍্যাঙ্কিং-এ চারধাপ নেমে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। মোদী সরকার আসার পর ২০১৫-এ বিশ্বব্যাংক এবং ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রমোশন (ডিআইপিপি) যৌথ ভাবে একটি 'বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি করে।

রাজ্যগুলির মধ্যে 'র‍্যাঙ্কিং' করতে কেন্দ্র প্রথম বছর ৯৮-টি সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছিল। লক্ষ্যমাত্রার ৪৭ শতাংশ পূরণ করে বাংলার স্থান হয়েছিল ১১তম। সে বছর ৭১ শতাংশ সংস্কার করে গুজরাত ছিল প্রথম স্থানে। তার পরেই অন্ধ্রপ্রদেশ ও ঝাড়খন্ড। পরের বছর আরও ৫৮-টি ক্ষেত্রে সংস্কারের কথা বলা হয়। রাজ্য লক্ষ্যমাত্রার ৮৪ শতাংশ কাজ করলেও অন্য রাজ্যগুলি প্রায় ১০০ শতাংশ কাজ করে ফেলায় রাজ্যের স্থান ১১ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ১৫-য়। প্রথম স্থানে যুগ্ম ভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় যথাক্রমে গুজরাত ও ছত্তীসগঢ়।

● **উচ্চশিক্ষা আইন প্রয়োগের বিধি তৈরিতে কমিটি :**

নতুন শিক্ষা আইন অনুযায়ী দু'টি কমিটি গঠন করেছে উচ্চশিক্ষা দফতর। একটি কমিটি নিয়মকানুন তৈরির পরামর্শ দেবে এবং খসড়া বিধি তৈরি করবে কলেজের জন্য। অন্য কমিটি একই কাজ করবে, তাদের ক্ষেত্র হবে বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজের অন্য তৈরি সতেরো সদস্যের কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন ডিপিআই জয়শ্রী রায়চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তৈরি কমিটিতে রয়েছেন ন'জন সদস্য। কমিটির মাথায় রাখা হয়েছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শুভশঙ্কর সরকারকে।

পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) বিল ফেব্রুয়ারিতে পাস হয়েছে বিধানসভায়। ওই শিক্ষা বিল আইনে পরিণত হয়ে কাগজে-কলমে বলবৎ হয়েছে পয়লা এপ্রিল থেকে। কী ভাবে এই আইন প্রয়োগ করা হবে, তারই পথ বার করবে জোড়া কমিটি। রিপোর্ট তিন মাসের মধ্যে জমাপড়ার পরে রাজ্য সরকার তা খতিয়ে দেখে বিধি চূড়ান্ত করবে।

● **বিমার জোরে স্বাস্থ্য ফিরছে রাজ্যের :**

তিন বছর আগে ২০১৩-১৪ সালে যে সংখ্যাটা মেরে কেটে ছিল ৩ কোটি, সেটাই প্রায় ১৮ গুণ বেড়ে হয়েছে ৫৫ কোটি। বছর তিনেক আগে 'রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা' (আরএসবিওয়াই) প্রথম পুরোদমে চালু হয়। ২০১৬-১৭ সালে আরএসবিওয়াই-তে রাজ্য সরকার বিমা সংস্থাগুলিকে প্রিমিয়াম দিয়েছে ৪০ কোটি টাকা এবং সরকারি হাসপাতালগুলিতে বিমা সংস্থার থেকে 'ক্লেম' বাবদ আদায় করেছে ৫৫ কোটি টাকা। ফলে ১৫ কোটি টাকা সরকারি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিগুলিতে সংগৃহীত হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পুরোপুরি 'ফ্রি' হয়ে যাওয়ার পর সরকারি হাসপাতালগুলির রোগী কল্যাণ সমিতির অর্থ সংগ্রহের পথ অনেকাংশে রুদ্ধ হয়েছিল। কারণ, পেয়িং বেড ও কেবিনের ভাড়া এবং সেখানে ভর্তি থাকা রোগীদের ওষুধপত্র এবং বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা থেকে আর টাকা নেওয়া যায় না। এদিকে অনেক দামি ওষুধ বা চিকিৎসা সামগ্রী স্বাস্থ্য দফতর সময় মতো সরবরাহ না করলে হাসপাতালকেই আরকেএস থেকে কিনে দিতে হয়।

আরএসবিওয়াই প্রকল্পে বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারের ৪ জন এক বছরে মোট ৩০ হাজার টাকার চিকিৎসা নিখরচায় পান। এর প্রিমিয়ামের ৭৫ শতাংশ কেন্দ্র ও ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকার দেয়। বেসরকারি-সরকারি সব হাসপাতালেই এই প্রকল্পে পরিষেবা দেওয়া যায়।

● **দামোদরের বন্যা রুখতে ঋণ :**

দামোদর নদের অববাহিকায় সেচ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে ঋণ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। মোট ৩০০০ কোটি টাকার প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) থেকে ৩৫ শতাংশ করে ঋণ নেওয়া হবে। বাকি টাকা দেবে রাজ্য। সেচ দফতরের এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের ছাড়পত্র মিলেছে। এআইআইবি গঠনের পরে এটাই রাজ্যের পাওয়া প্রথম ঋণ।

ঝাড়খণ্ড থেকে দুর্গাপুর ব্রিজ পর্যন্ত এলাকা রয়েছে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের আওতায়। তার পর থেকে বাঁকুড়ার একাংশ, বর্ধমান এবং হুগলির মধ্য দিয়ে হুগলি নদীতে মিশেছে দামোদর। এই বিস্তীর্ণ এলাকা রাজ্যের অধীন। ঋণের টাকায় সেচ ব্যবস্থার সংস্কার হবে এখানেই। তিন হাজার কোটি টাকায় নদনদীর সংস্কার, ক্যানালের জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো, ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হবে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক নীতিগত ছাড়পত্র দেওয়ার পরে প্রকল্পের 'ফিজিবিলিটি স্টাডি' বা সম্ভাব্যতা-সমীক্ষা শুরু হয়েছে। এর পরে তৈরি হবে সবিস্তারে প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর। বিশ্ব ব্যাংক এবং এআইআইবিসেটি মঞ্জুর করলেই পাওয়া যাবে ঋণ।

● **দক্ষিণ কাঁথি বিধানসভা উপ-নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল :**

দক্ষিণ কাঁথিতে ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান ছিল ৩৪ হাজারের আশেপাশে। এক বছরের মাথায় সেই ব্যবধান বেড়ে পৌঁছল সাড়ে ৪২ হাজারে। ৫২ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়ে দক্ষিণ কাঁথিতে দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই ছিল ত্রিমুখী। এক দিকে তৃণমূল, অন্য দিকে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বাম-কংগ্রেস জোট। বিজেপি ছিল তৃতীয়শক্তি। ভোট পড়ে ছিল ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮০৩-টি। জয়ী তৃণমূল পেয়েছিল ৯৩ হাজার ৩৫৯-টি ভোট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা কংগ্রেস সমর্থিত বাম প্রার্থী ৫৯ হাজার ৪৬৯-টি ভোট। আর তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি পেয়েছিল ১৫ হাজার ২২৩-টি ভোট।

২০১৭-র উপনির্বাচনে লড়াই হল চতুর্মুখী—তৃণমূল, বাম, কংগ্রেস, বিজেপি। মোট ভোট পড়ল ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৬২২-টি। তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ৯৫ হাজার ৩৬৯-টি। দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৫২ হাজার ৮৪৩-টি। সিপিআই প্রার্থী পেলেন ১৭ হাজার ৪২৩-টি ভোট। কংগ্রেস প্রার্থী পেলেন মাত্র ২ হাজার ২৭০-টি ভোট।

● **অবসরের দিন থেকেই ই-পেনশন :**

শিক্ষক-শিক্ষিকা, পুর ও পঞ্চায়েতের কর্মীদের অবসরের দিন থেকেই ই-পেনশন চালু করছে অর্থ দফতর। সরকারি কর্মচারীরা সরাসরি এজি-র অফিস থেকে পেনশন পান। কিন্তু ১০ লক্ষ কর্মীর মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ সরকারি কর্মচারী। বাকিরা শিক্ষক-শিক্ষিকা, পঞ্চায়েত-পুরসভার কর্মী বা বিভিন্ন সরকার পোষিত সংস্কার চাকুরে।

রাজ্যে ফি-বছর ২৫-৩০ হাজার কর্মী অবসর নেন। এ বার থেকে অবসরের ছ'মাস আগে ই-পেনশন পোর্টালে নিজেদের তথ্য দিতে হবে কর্মীদের। একই তথ্য তার নিয়ন্ত্রক অফিস থেকেও দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। দু'তরফের তথ্য পাওয়ার পরে তা মিলিয়ে দেখবে কম্পিউটার। সবকিছু মিলে গেলে পেনশন চালু করার আগে এক বার মাত্র 'ভেরিফিকেশন' বা যাচাই হবে। তার পরেই চালু হয়ে যাবে পেনশন। যদি কোনও তথ্যে ভুল ধরা পড়ে, এসএমএস অ্যালার্ট এবং ই-মেল করে তা জানানো হবে প্রাপকদের। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্মীর কাছে তথ্য চাওয়া হবে।

● **রাজ্যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ এ মাসেই :**

বাঘডাঙা, মৌসুনি, বালিআড়া ও কুসুমতলা। আলো আসার দিন গুনছে নামখানা ব্লকের এই চারটি গ্রাম। বৈদ্যুতিক আলো ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই সব গ্রামের বাসিন্দারা হয়ে উঠবেন ইতিহাসের শরিক। বাংলার একশো শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়ার সেই ইতিহাস চলতি মাসেই লেখা হয়ে যাবে বলে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দাবি। সাবস্টেশন বসে গিয়েছে। এখন নামখানার কাছে মৌসুনি নদীর দু'পারের টাওয়ারে হাইটেনশন লাইনের সংযোগ হলেই ওই চার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে।

রাজ্যের অন্য সব জেলার গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেলেও বাকি ছিল সুন্দরবনের ১৪-টি গ্রাম। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য ওই সব এলাকায় পরিকাঠামো তৈরির কাজ চালানো কষ্টসাধ্য। তবু গত এক বছর ধরে গোসাবা, পাথরপ্রতিমা ও নামখানার ১৪-টি গ্রামে গ্রিডের বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছিলেন বিদ্যুৎকর্মীরা। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৪৫ হাজার পোল বসানো হয়েছে। পরে পাঁচটি নদীর দু'পারে ৪৩ মিটার উঁচু টাওয়ারের মাধ্যমে হাইটেনশন লাইন টেনে গোসাবা ব্লকের সাতটি এবং পাথরপ্রতিমা ব্লকের তিনটি গ্রামে বিদ্যুৎ

পৌঁছে দেওয়া হয়েছে মার্চের শেষে। বাকি শুধু সুন্দরবনের চার গ্রাম। গ্রামীণ বিদ্যুদয়নের কাজের নিরিখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকও বাংলার উপর খুশি।

● **খনি ও শিল্পাঞ্চল নিয়ে ২৩ তম জেলা, দু'ভাগে ভেঙে গেল বর্ধমান :**

রাজ্যের ২৩তম জেলা হিসেবে জন্ম নিল পশ্চিম বর্ধমান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসানসোলে আয়োজিত প্রশাসনিক জনসভা থেকে ঘোষণা করেন, নতুন জেলার জন্মদিন ৭ এপ্রিল, ২০১৭। বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চল এবং খনি অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত হল এই নতুন জেলা। জেলার কৃষিপ্রধান অঞ্চলের নাম হল পূর্ব বর্ধমান। পশ্চিম বর্ধমানের সদর শহর হচ্ছে আসানসোল। থাকছে ২-টি মহকুমা—আসানসোল ও দুর্গাপুর। জেলায় থাকছে ১৬-টি থানা। এর মধ্যে আসানসোল মহকুমায় থাকছে ৯-টি থানা। সেগুলি হল—চিত্তরঞ্জন, সালানপুর, কুলটি, হীরাপুর, আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, বারাবনি, জামুড়িয়া ও রানিগঞ্জ। বাকি ৭-টি থানা দুর্গাপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। সেগুলি হল—অন্ডাল, পাণ্ডবেশ্বর, ফরিদপুর-দুর্গাপুর, দুর্গাপুর, নিউ টাউনশিপ, কোকওভেন ও কাঁকসা। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যা ৯-টি—পাণ্ডবেশ্বর, দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল উত্তর, আসনসোল দক্ষিণ, কুলটি, বারাবনি।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় থাকছে ৪-টি মহকুমা—বর্ধমান সদর উত্তর, বর্ধমান সদর দক্ষণ, কালনা ও কাটোয়া। থাকছে ১০-টি থানা। সেগুলি হল—বর্ধমান, ভাতার, আউশগ্রাম, গলসি, বুদবুদ, মেমারি, জামালপুর, রায়না, মাধবডিহি, খন্ডঘোষ, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, কালনা, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর ও নাদনঘাট। এই জেলায় থাকছে ১৬-টি বিধানসভা কেন্দ্র। সেগুলি হল—মন্তেশ্বর, খন্ডঘোষ, জামালপুর, মেমারি, বর্ধমান উত্তর, বর্ধমান দক্ষিণ, রায়না, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, আউশগ্রাম, ভাতার, কাটোয়া, কালনা, পূর্বস্থলী উত্তর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ ও গলসি। তবে গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের ২৯৩-টি পার্টের মধ্যে ৮১-টি পার্ট পশ্চিম বর্ধমানে পড়ছে।

● **ঝাড়গ্রাম জেলার ঘোষণা :**

জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে নতুন জেলার সূচনা। পশ্চিম মেদিনীপুর ভেঙে নতুন ঝাড়গ্রাম জেলার জন্ম হল। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের মাঠে প্রশাসনিক সভার মঞ্চ থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের ২২তম জেলা। পরে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (স্বরাষ্ট্র) মলয় দে ঝাড়গ্রাম জেলা তৈরির সরকারি বিজ্ঞপ্তি পড়ে শোনান।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখন থেকে ৪ এপ্রিল ঝাড়গ্রাম জেলার জন্মদিন পালন করা হবে। নতুন জেলার জেলাশাসক আর অর্জুন এবং পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তার সঙ্গে জনতার পরিচয়ও করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

● **রাজ্যে জুন থেকে আবশ্যিক ডিজিটাল রেশন কার্ড :**

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে রাজ্যে আবশ্যিক হতে চলেছে ডিজিটাল রেশন কার্ড। খাদ্য সচিবের নির্দেশ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের কাছে। কলকাতা পুরসভা এলাকাতেও সরকারি সিলমোহর দেওয়া সেই বার্তা গিয়েছে রেশন ডিলারদের কাছে। ফলে, খাদ্যসাথী প্রকল্পের তিন এবং চার নম্বর ফর্ম কিংবা পুরনো রেশন কার্ড দেখিয়ে রেশন তোলার দিন শেষ।

তবে, ডিজিটাল কার্ড আবশ্যিক হলে, প্রাথমিক ভাবে রাজ্যের প্রায় দু'কোটি গ্রাহক গণবন্টন ব্যবস্থার বাইরে চলে যাবেন বলে খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের ৯.২৩ কোটি রেশন গ্রাহকের মধ্যে সাকুল্যে ৬.৮ কোটি গ্রাহকের হাতে ডিজিটাল কার্ড তুলে দেওয়া গেছে। পুরনো কার্ড জমা দিয়ে ডিজিটাল কার্ড সংগ্রহ করার জন্য জেলায় বিডিওদের প্রচারে নামানো হয়েছে। প্রথমে, ১ ফেব্রুয়ারি, তার পর দিন পিছিয়ে পয়লা মার্চ থেকে আবশ্যিক করার কথা ছিল ডিজিটাল কার্ড। এ বার, এক ধাক্কায় তা পিছিয়ে দেওয়া হল দু'মাস। তবে, ডিজিটাল কার্ড না-থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক রেশন খাদ্যপণ্য না পেলেও কেরোসিন পাবেন।

● **১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ বাড়াল কেন্দ্র :**

একশো দিনের কাজ প্রকল্পে বাংলার জন্য শ্রম বাজেট এক ধাক্কায় প্রায় ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দিল মোদী সরকার। গত আর্থিক বছরে ওই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যকে ১৮ কোটি শ্রম দিবস তৈরির সুযোগ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের জন্য তা বাড়িয়ে ২৩ কোটি করতে রাজ্যকে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। যার অর্থ, ওই পরিমাণ কাজের সুযোগ তৈরি করলে পারলে একশো দিনের প্রকল্পে আগের বছরের তুলনায় অন্তত ১ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পেতে পারে বাংলা।

চলতি আর্থিক বছরে একশো দিনের প্রকল্পে অন্যদের তুলনায় ভাল কাজ করেছে পশ্চিমবঙ্গ। প্রকল্পের টাকায় ভাল সম্পদ তৈরি হয়েছে। তাই শ্রম বাজেট উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ানো হয়। কোনও রাজ্যের জন্য শ্রম বাজেট এতটা বাড়ানো এক প্রকার নজির বিহীন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে দেখতে সম্প্রতি বৈঠক ডেকেছিল গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। শ্রম বাজেটে বৃদ্ধির খবর সে দিনই পায় নবান্ন। এ বার রাজ্যের চ্যালেঞ্জ আরও বেড়ে গেল। প্রকল্প রূপায়ণে গোটা দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে থাকতে হলে লক্ষ্য মাত্রার (২৩ কোটির) ৫ শতাংশ বেশি শ্রম দিবস তৈরি করে দেখাতে হবে।

● **মাওবাদী দমনে অভিন্ন কম্যান্ড :**

ওড়িশা, ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে মাওবাদী দমনের একটি পৃথক ব্যবস্থা গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রক। মাওবাদী দমন সংক্রান্ত উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার আর কে সিংহ নবান্নকে জানিয়েছেন, তিন রাজ্যের পুলিশ, গোয়েন্দা এবং বিশেষ ঘাতক দলকে নিয়ে তৈরি করা হবে জয়েন্ট কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার। ঝাড়খন্ডের পূর্ব সিংভূমে হবে কম্যান্ডের সদর কার্যালয়। তার প্রধান হবেন জেলার এসপি। কেন্দ্রের প্রস্তাবে আপত্তি নেই রাজ্যের।

হিসেব বলছে, রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে ২৯১-টি মাওবাদী হামলা বা দমন সংক্রান্ত মামলা চলছে। সব মিলিয়ে ২৮২ জন মাওবাদী জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে। বিভিন জেলায় বন্দি রয়েছে ৮২ জন। মাওবাদী দমনে রাজ্যে এখন ৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী জঙ্গলমহলে মোতায়েন রয়েছে।

● **কমিউনিটি রেডিও শালবনির স্কুলে :**

রাজ্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাটি রয়েছে। এবার প্রত্যন্ত গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়েও চালু হচ্ছে 'কমিউনিটি রেডিও স্টেশন'। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি ব্লকের সদর-উত্তর চক্রের মহাশোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই এফএম রেডিও স্টেশন থেকে নানা ধরনের সরকারি শিক্ষামূলক ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। এ জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রাথমিক সম্মতিও মিলেছে। মন্ত্রকের অধীন 'ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড' (বেসিল) স্কুল চত্বরে ট্রান্সমিটার বসাবে এবং স্টুডিওর পরিকাঠামো তৈরি করে দেবে। প্রকল্প রূপায়ণে শালবনির বিধায়ক শ্রীকান্ত মাহাতো বিধায়ক তহবিল থেকে ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন।

● **সম্পত্তি মামলায় হলফনামা তলব :**

গত পাঁচ বছরে তাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে হলফনামা দাখিল করার জন্য রাজ্যের ১৯ মন্ত্রী ও বিধায়কের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের

প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রের ডিভিশন বেঞ্চ। ওই মন্ত্রী-বিধায়কদের সম্পত্তির পরিমাণ কী করে পাঁচ বছরে বিপুল বাড়ল, সেই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ কোনও সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিক আদালত। গত ২৪ মার্চ সেই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ওই নির্দেশ দেয়।

জনস্বার্থ মামলার আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, ২০১১ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় ওই মন্ত্রী ও বিধায়কেরা তাদের সম্পত্তির একটি ফিরিস্ত দিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নেমে তারা নিজেদের সম্পত্তির যে হিসেব দিলেন, তা আগের চেয়ে বহু গুণ বেশি। মামলার আবেদনে জানতে চাওয়া হয়েছে, মাত্র পাঁচ বছরে সম্পত্তি এত বাড়ল কী করে?

দু'পক্ষের সওয়াল শুনে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, মন্ত্রী ও বিধায়কেরা চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের হলফনামা দাখিল করবেন। হলফনামার প্রত্যয়িত কপি পেয়ে মামলার আবেদনকারীরাও তাদের পাল্টা বক্তব্য জানাবেন দু'সপ্তাহের মধ্যে। ছয় সপ্তাহ পরে ওই মামলার পরবর্তী শুনানি।

অর্থনীতি

- এপ্রিল থেকে দিনে সর্বাধিক ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদ লেনদেন করা যাবে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব সচিব হাসমুখ আড়িয়া গত ২১ মার্চ এ কথা জানান। নিয়ম ভাঙলে জরিমানা দিতে হবে। ওই ঊর্ধ্বসীমা ভেঙে কেউ যে পরিমাণ টাকা তুলবেন, তাকে সেই পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে। বাজেট ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ওই ঊর্ধ্বসীমার পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা ধার্য করেছিলেন।
- পয়লা মে থেকে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম প্রতি দিন পরিবর্তিত হবে। আন্তর্জাতিক বাজারের উপর ভিত্তি করে ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম—এই তেল সংস্থাগুলো প্রতি দিনের ভিত্তিতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে, দেশের পাঁচটি শহরে—পুদুচেরি, বিশাখাপত্তনম, উদয়পুর, জামশেদপুর এবং চণ্ডীগড়-এ; এই পাইলট প্রোজেক্ট কার্যকর করা হবে। বর্তমানে তেল সংস্থাগুলো মাসের পয়লা ও ১৬ তারিখে আন্তর্জাতিক বাজারের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম পরিবর্তন করে।
- অনলাইন বিপণন সংস্থা 'আমাজন'-এর কর্ণধার জেফ বেজস। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষের তালিকায় তার নাম চতুর্থ থেকে উঠে এল দ্বিতীয় স্থানে। পিছনে ফেলে দিলেন বিশ্বের আরও দুই ধনী অ্যামানসিও ওভেগা ও ওয়ারেন বাফেকে। দুবাইয়ের একটি অনলাইন রিটেলার সংস্থা 'সউক ডট কম' কিনছে 'আমাজন', এই খবর চাউর হয়ে যেতেই গত ২৯ মার্চ 'আমাজন'-এর শেয়ারের দাম হুট করে ১৮.৩২ ডলার বেড়ে যায়। ফলে ৫৩ বছর বয়সী জেফ বেজসের সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে যায় আরও ১৫০ কোটি ডলার। বেজসের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এখন ৭ হাজার ৫৬০ কোটি মার্কিন ডলার।
- এই প্রথম দেশে গত অর্থবর্ষে বিক্রি হয়েছে ৩০ লক্ষেরও বেশি যাত্রী গাড়ি। গত ১১ এপ্রিল প্রকাশিত সিয়ামের পরিসংখ্যান অনুসারে, গত বছরের তুলনায় তা বেড়েছে ৯.২৩ শতাংশ। সব মিলিয়ে বিক্রি হয়েছে ৩০,৪৬,৭২৭টি যাত্রী গাড়ি। বিশেষ করে ২০১৩-'১৪ অর্থবর্ষের পরে এই প্রথম ইউটিলিটি ভেহিকুল এত বেশি (২৯.৯১ শতাংশ) বৃদ্ধির মুখ দেখেছে।
- নভেম্বরে নোট বাতিলের পরে এমন ১৮ লক্ষ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত হয়েছে, যেগুলিতে রাখা টাকার সঙ্গে গ্রাহকের আয়ের সঙ্গতি নেই। গত ৭ এপ্রিল লোকসভায় এ কথা জানান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। এই সময়ে নতুন ৫০০ ও ২০০০ টাকার নোটে মোট ১৪১.১৩ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর পেশ করা খতিয়ান অনুযায়ী, ওই ১৪১ কোটি টাকার মধ্যে ১১০ কোটি ধরেছে আয়কর দফতর, ৪.৫৪ কোটি তদন্তকারী এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আর ২৬.২১ কোটি টাকা ধরা পড়েছে সিবিআইয়ের হাতে।
- ফের একবার ৩০ হাজারের ঘর ছুঁল সেনসেক্স। গত ৫ এপ্রিল সকালে গত এক বছরে প্রথম এবং সর্বকালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৃদ্ধি (৩০,০০৭.৪৮ পয়েন্ট) দেখা গেল সেনসেক্সের। এর আগে ২০১৫-র মার্চে সেনসেক্স উঠেছিল ৩০,০২৪ পয়েন্ট। ওই দিন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জও (নিফটি) তার সর্বকালের সেরা উচ্চতায় (৯,২৬৪ পয়েন্ট) পৌঁছয়। এক টানা বিদেশি শেয়ার বাজারগুলি চাঙ্গা থাকার কারণে মার্চ কোয়ার্টারে ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে সেনসেক্স। শুধুমাত্র মার্চেই ভারতীয় বাজার থেকে প্রায় আটশো কোটি ডলারের শেয়ার এবং বন্ড কিনেছে বিদেশি সংস্থাগুলি। ২০০২-র পর এটিই এক মাসে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ।
- আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠী পেমেন্টস ব্যাংক খুলতে চূড়ান্ত সায় পেল রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে। গোষ্ঠীর শাখা আইডিয়া সেলুলারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তা গড়বে আদিত্য বিড়লা নুভো। নাম হবে আদিত্য বিড়লা আইডিয়া পেমেন্টস ব্যাংক।
- অবশেষে স্টেট ব্যাংকের সঙ্গে ভারতীয় মহিলা ব্যাংক-কে মিশিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। এর আগে স্টেট ব্যাংকের পাঁচ সহযোগী ব্যাংকে নিজেদের সঙ্গে মেশাতে চূড়ান্ত সায় মিলেছিল। গত ২০ মার্চ কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, তিন বছরের পুরনো মহিলা ব্যাংক-কে স্টেট ব্যাংকের ছাতার তলায় আনা হবে। উল্লেখ্য, এখন মহিলা ব্যাংকের ৭-টি সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত শাখা রয়েছে।
- দেড় বছরে সর্বোচ্চ টাকা। গত ২৭ মার্চ বড় মাপের উত্থান হয়েছে টাকার দামে। ডলার কেনাবেচার ক্ষেত্রে টাকার দাম গত প্রায় দেড় বছরে বা ১৭ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় উঠে গিয়েছে। এ দিন ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম এক লাফে বেড়ে যায় ৩৭ পয়সা। যার ফলে বিদেশি মুদ্রার বাজার বন্ধের সময়ে প্রতি ডলারের দাম দাঁড়ায় ৬৫.০৪ টাকা

● **দেউলিয়া ঘোষণা তোশিবার শাখার :**

আমেরিকায় নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করল তোশিবার পরমাণু বিদ্যুৎ শাখা সংস্থা ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক। নিউ ইয়র্কের দেউলিয়া আদালতে 'চ্যাপ্টার-১১' ধারার আওতায় ওই আবেদন করেছে তারা। গত বছর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ন'মাসে ৪৩০ কোটি ডলার লোকসান হবে বলে মনে করছে জাপানি বহুজাতিকটি। শুধু মাত্র পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যবসা থেকেই ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়াতে পারে ৬২০ কোটিতে। প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালে ওয়েস্টিংহাউসকে অধিগ্রহণ করেছিল তোশিবা। কিন্তু ২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমায় ভূমিকম্পের পরে পরমাণু বিদ্যুৎ নিয়ে জার্মানির মতো বিভিন্ন দেশে আপত্তি দেখা দেয়। এর ফলে সুরক্ষা ব্যবস্থা বাড়ানো-সহ নানা কারণে বাড়তে থাকে সংস্থার খরচও। যার জের পড়ে তাদের আর্থিক ফলাফলে।

● **বড় ঋণ দিতে আলাদা ব্যাংক চায় আরবিআই :**

বড় অঙ্কের ঋণ লম্বা মেয়াদে দেওয়ার জন্য আলাদা ধাঁচের ব্যাংক খুলতে চায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। সম্প্রতি ১,০০০ কোটি টাকা মূলধনে এ ধরনের ব্যাংক খোলার জন্য প্রস্তাবনাপত্র প্রকাশ করেছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, যার ওপর সাধারণ মানুষ মতামত জানাতে পারবেন আগামী ১৯ মে পর্যন্ত। নতুন ব্যাংক চালু করার উদ্দেশ্য মূলত সেই সব বড় মাপের পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য ঋণের সংস্থান করা, যেগুলি শেষ হতে বেশ দেরি হয় বলে টাকা জোগাড় করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

আরবিআই তার প্রস্তাবে বলেছে, এ ধরনের ধার শোধে দেরি হয় বলেই ব্যাংকের ব্যালান্স শিটে তা খরচের খাতায় ধরা থাকে দীর্ঘ দিন। ফলে ওই ধরনের অনাদায়ী ঋণ অনুৎপাদক সম্পদে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় ব্যাংকগুলি ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে পিছিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, স্বাধীনতার পরে উন্নয়নমূলক ব্যাংক হিসেবে গড়া হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আইডিবিআই), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (আইসিআইসিআই), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (আইএফসিআই)-র মতো প্রতিষ্ঠান। এখন আবার বড় প্রকল্পে ঋণ জোগাড় করতে সেই পুরনো ধাঁচের ব্যাংক খোলার পথেই আরবিআই হাঁটতে চায়।

● **ব্রিটেনে মশলা বন্ড ছাড়বে রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সংস্থা :**

বিক্রি বিদেশে, দাম টাকায়। চলতি অর্থবর্ষেই ব্রিটেনের বাজারে এমন 'মশলা বন্ড' ছেড়ে ১০০ কোটি ডলার (প্রায় ৬,৫০০ কোটি টাকা) তুলবে ভারতের বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ সংস্থা। এর মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত এনটিপিসি, রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশনও। গত ৮ এপ্রিল এ কথা জানান কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। সেই ২০১৫ সাল থেকেই লন্ডনের বাজারে এই মশলা বন্ড (যা বিদেশের বাজারে বিক্রি হওয়া রুপি বন্ড হিসেবেও পরিচিত) ইস্যুর পরিকল্পনা করছে এনটিপিসি, রুরাল ইলেকট্রিফিকেশনের মতো সংস্থা। ২০১৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-কে প্রথম মশলা বন্ড ছাড়ার অনুমতি দিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাংক।

● **এক দিনেই প্যান, দাবি কর পর্ষদের :**

নতুন সংস্থাকে এক দিনেই পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার (প্যান) দিচ্ছে আয়কর দফতর। গত অর্থবর্ষের শেষ দিন, অর্থাৎ ২০১৭-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৯,৭০৪-টি প্যান এক দিনে ইস্যু করা হয়েছে। সাধারণ প্যান কার্ডের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ (সিবিডিটি) বৈদ্যুতিন বা ই-প্যান কার্ডও চালু করেছে। এটি ই-মেল মারফত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে আবেদনকারীর কাছে। সংস্থা ও ব্যক্তি, দু'ধরনের আবেদনকারীই এই সুবিধা পাবেন। সিবিডিটি জানিয়েছে, ই-প্যান কার্ডে থাকবে ডিজিটাল স্বাক্ষর, যার ফলে সেটি প্রয়োজনে পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা যাবে। ডিজিটাল লকারে এটি রাখা যাবে।

● **লাভের মুখ দেখছেই বেঙ্গল কেমিক্যাল :**

২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষ শেষে ছ'দশক পরে এই প্রথম লাভের মুখ দেখতে চলেছে বেঙ্গল কেমিক্যালস (বিসিপিএল)। বাঙালিকে ব্যবসামুখী করতে যে সংস্থার গোড়াপত্তন করেছিলেন দেশের অন্যতম অগ্রণী রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

গত অর্থবর্ষের প্রথম ছ'মাসে বিসিপিএল-এর লাভের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ১.১৬ কোটি টাকা। এই মুহূর্তের হিসেব, সংস্থার পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী মুনাফা ৩ থেকে ৪ কোটি টাকার মধ্যে থাকবে। ১২ এপ্রিল পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে তাদের আর্থিক ফলাফল পেশ। গত ষাণ্মাসিকে আয় ছিল ৫১.৩৭ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, ২০০৬ সালে পুনর্গঠনের পরেও সংস্থার হাল বেশ খারাপ হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ২০১৩-'১৪ সালে তাদের আয় কমে দাঁড়ায় ১৭ কোটি টাকায়, যা সংস্থা জাতীয়করণের পরে সর্বনিম্ন। অবশ্য ২০১৫-'১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯৬ কোটিতে।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯০১ সালে চালু করেছিলেন এই সংস্থা। ১৯৫৪-র পরে আর লাভের মুখ দেখেনি সংস্থা। মানিকতলার প্রথম কারখানা থেকে পরে এ রাজ্যের পানিহাটি এবং মুম্বাই, কানপুরে কারখানা বিস্তৃত করলেও দীর্ঘ লোকসানের জেরে ১৯৭৭-এ সংস্থা জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। গরিমা আরও হারিয়ে ১৯৯২ সালে বিআইএফআরে চলে যায় সংস্থাটি।

● **বাংকের আয়ের পথ ঋণনীতিতে :**

নতুন অর্থবর্ষের প্রথম ঋণনীতিতে সুদ কমানোর পথে হাঁটলেন না রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর উর্জিত পটেল। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব নেওয়ার পরে এটি ছিল উর্জিত পটেলের তৃতীয় দফার ঋণনীতি পর্যালোচনা। তিন বারই পটেল সুদ কমানোর রাস্তায় হাঁটলেন না।

৭ এপ্রিল ঋণনীতির পর্যালোচনায় পটেল প্রথমত, ৬.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখলেন রেপো রেট (বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ঋণ দেওয়ার সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক যে-হারে সুদ নেয়)। দ্বিতীয়ত, নোট-কাণ্ডের জেরে ব্যাংকের হাতে আসা অতিরিক্ত নগদ লগ্নির সুযোগ করে দিতেই রিভার্স রেপোর হার (ব্যাংকগুলির কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক যে-হারে সুদ দেয়) ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৬ শতাংশ করলেন।

রিভার্স রেপো রেট বাড়িয়ে ব্যাংকের আয়ের রাস্তা খোলার পাশাপাশি তাদের খরচ কমাতে মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি (এমএফএফ)-র হারও ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। অতি অল্প সময়ের (সাধারণত ১ দিন) জন্য ঋণ নেওয়ার সময়ে (সরকারি ঋণপত্র গচ্ছিত রেখে) ব্যাংকগুলিকে যে-হারে সুদ দিতে হয়, তাকেই বলে এমএসএফ। প্রতিদিন আমানত এবং ঋণের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হয় ব্যাংকগুলিকে। এর জন্য অনেক সময়েই অতি অল্প সময়ের জন্য ঋণ নিতে হয় তাদের। এই ঋণ 'কল মানি' হিসাবেও ব্যাংকিং মহলে পরিচিত। এই সঙ্গেই নির্মাণ শিল্পে ব্যাংকের তহবিল লগ্নির রাস্তাও খুলে দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। তবে তা করতে হলে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (আরইআইটিএস)-এর মাধ্যমে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি নোট-কাণ্ডের পরে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যাংকের হাতে আসা বাড়তি নগদ ছিল ৭,৯৬,৬০০ কোটি টাকা। মার্চের শেষে তা দাঁড়িয়েছে ৩,১৪,১০০ কোটি টাকায়। ঋণনীতি ফিরে দেখতে গিয়ে রিজার্ভ ব্যাংক জানিয়েছে যে, ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.৪ শতাংশ হবে। ২০১৬-১৭ সালে যা ছিল ৬.৭ শতাংশ। অন্য দিকে মূল্যবৃদ্ধি চলতি অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে ৪.৫ শতাংশ ও দ্বিতীয়ার্ধে ৫ শতাংশে গিয়ে ঠেকবে বলে ধারণা শীর্ষ ব্যাংকের। তবে কেন্দ্রীয় কর্মীদের সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ মেনে বেতন বৃদ্ধির জেরে মূল্যবৃদ্ধি ১০০ থেকে ১৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা তাদের। জিএসটি চালু হলে তা-ও ইন্ধন জোগাতে পারে মূল্যবৃদ্ধিতে।

● **ভারতকে পাল্টা চাপ ইরানের :**

সম্প্রতি ইরানের কাছ থেকে তেল আমদানি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়াদিল্লি। এ বার তার পাল্টা ভারতের তেল সংস্থাগুলিকে আর্থিক চাপে ফেলার জন্য কোমর বাঁধল তেহরান। তেল বিক্রি বাবদ ইন্ডিয়ান অয়েলের মতো সংস্থার কাছ থেকে যে টাকা পাওনা হয়, তা মেটানোর সময় এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিল ওই দেশ। অর্থাৎ, দাম চোকানোর জন্য ৯০ দিনের বদলে এ বার ৬০ দিন পাবে তারা। ইরান জাহাজে তেল বয়ে আনার খরচের হারও বাড়িয়েছে। ৮০ শতাংশ

থেকে ছেঁটে প্রায় ৬০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পণ্য পরিবহণে ভারতীয় ক্রেতা সংস্থাগুলির প্রাপ্য ছাড়। প্রসঙ্গত, ইরানের ফরজাদ-বি তেল ক্ষেত্রটি ওএনজিসি-বিদেশের হাতে দিতে নয়াদিল্লি তেহরানকে চাপ দিলেও, তারা তা মেনে নেয়নি। তার পরেই ২০১৭-'১৮ সালে সে দেশ থেকে তেল কেনা ছাঁটার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় সংস্থাগুলি।

● **সেল্ফ সার্টিফিকেশন না দিলে ১ মে থেকে ব্লকড হবে অ্যাকাউন্ট :**

২০১৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২০১৫-র ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যারা দেশের কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে তারা যদি ব্যাংক-কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের আয় বা আয়কর সংক্রান্ত তথ্যাদি না জানান (সেল্ফ-সার্টিফিকেশন), তা হলে তাদের সেই সব অ্যাকাউন্ট 'ব্লক' করে দেওয়া হবে। আয়কর দফতরের তরফে গত ১২ এপ্রিল এ কথা জানিয়ে বলা হয়েছে, ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্ল্যায়ান্স অ্যাক্ট ('ফ্যাটকা') অনুযায়ী এই নিয়ম চালু করা হয়েছে।

● **হলদিয়ায় এলএনজি টার্মিনাল এসারের :**

রাজ্যের হলদিয়া বন্দরে তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) টার্মিনাল গড়ার বরাত জিতল এসার গোষ্ঠী। ১০ লক্ষ টনের ওই টার্মিনাল গড়তে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের অধীন হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স এ বছরের শুরুতে দরপত্র চেয়েছিল। যেখানে এলএনজি আনার পাশাপাশি থাকবে মজুত ও বণ্টনের ব্যবস্থাও। আল্ট্রা এলএনজি এবং এসার শিপিংয়ের সঙ্গে কনসোর্টিয়াম গড়ে এসার পোর্ট সেই টার্মিনাল তৈরি ও চালানো এবং ৩০ বছরের জন্য তা মজুত রাখার অধিকার জিতে নিয়েছে। বাকি দরপত্রদাতাদের মধ্যে ছিল পেট্রোনেট এলএনজি এবং ভি এনার্জি। প্রকল্পের জন্য খরচ পড়বে ৪৫০ কোটি টাকার বেশি। বস্তুত সমুদ্র ভিত্তিক এলএনজি টার্মিনালটির সহযোগী হিসেবে কাজ করবে হলদিয়া বন্দরের এই টার্মিনাল। পাইপলাইন না থাকায় সংলগ্ন এলাকার শিল্পগুলিকে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে এলএনজি দেবে তারা।

● **পিএফে সুদ কমল :**

স্বল্প সঞ্চয়ের পরে এ বার কমলো জমা প্রভিডেন্ট ফান্ডের (ইপিএফ) সুদ। দেশে পিএফের প্রায় ৫ কোটি সদস্য ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে তাদের জমা টাকায় সুদ পাবেন ৮.৬৫ শতাংশ হারে। ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে যা ছিল ৮.৮ শতাংশ। অর্থাৎ, আগের বছরের থেকে ১৫ বেসিস পয়েন্ট কম। পাশাপাশি, সদস্যদের বোনাস দেওয়ার কথা জানিয়েছে পিএফ কর্তৃপক্ষ। যে-সব সদস্য অন্তত ২০ বছর পিএফ জমা দিয়েছেন, তাদের অবসরের সময়ে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ওই বিশেষ বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুদ কমানোর সিদ্ধান্ত পিএফের অছি পরিষদে গৃহীত হয়েছে। সব প্রস্তাবই অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে অর্থ মন্ত্রকের কাছে। বোনাসের ক্ষেত্রে চাকরির মেয়াদে স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতা হলে, তারা ২০ বছরের কম সদস্য থাকলেও ওই সুবিধা পাবেন। বাড়ানো হয়েছে পিএফের সঙ্গে যুক্ত বিমা বা এমপ্লয়িজ ডিপজিট লিঙ্কড ইনশিওরেন্সের (ইডিএলআই) সুবিধাও।

● **লন্ডনে গ্রেফতার বিজয় মাল্য, তিন ঘণ্টার মধ্যেই জামিনে মুক্ত :**

অবশেষে লন্ডনে গ্রেফতার হলেন বিজয় মাল্য। তবে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই আদালতে জামিন পেয়ে যান তিনি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের আধিকারিকেরা গত ১৮ এপ্রিল লন্ডনের সময় সকাল সাড়ে ৯টায় তাকে গ্রেফতার করেন। তার বিরুদ্ধে এ দেশে ন'হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি-সহ একাধিক মামলা রয়েছে। মাল্যকে ওয়েস্টমিনিস্টারের মেট্রোপলিটন আদালতে পেশ করা হয়। মাল্যর গ্রেফতারির খবর সিবিআইকে জানায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। প্রসঙ্গত, গত ৮ ফেব্রুয়ারিতে বিজয় মাল্যের প্রত্যপর্ণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনুরোধ করেছিল ভারত। দু'দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ হাই কমিশনে মৌখিক ভাবে এক আর্জিতে ভারত জানিয়েছিল, ইউবি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মাল্যর বিরুদ্ধে ঋণখেলাপি-সহ আর্থিক দুর্নীতির একাধিক মামলা ঝুলছে। গত মাসেই ব্রিটিশ সরকার প্রত্যর্পণের বিষয়টি আদালতের কাছে পাঠিয়ে দেন।

● **নালকোর ৯.২ শতাংশ শেয়ার বিক্রি :**

ছিল ৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রির কথা, কিন্তু চাহিদা তুঙ্গে দেখে শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত অ্যালুমিনিয়াম সংস্থা নালকোর ৯.২ শতাংশ শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। সংস্থাটির ওই পরিমাণ শেয়ার বিক্রি করে ১২০৪ কোটি টাকা ঘরে তুলতে চলেছে কেন্দ্র। প্রতিটি শেয়ারের ন্যূনতম মূল্য ধরা হয়েছে ৬৭ টাকা। গত ২০ এপ্রিল বিএসই-তে বাজার বন্ধের সময়ে নালকোর প্রতিটি শেয়ারের দাম ছিল ৬৮.১০ টাকা।

গত ১৯ এপ্রিল-ই নালকোর পাবলিক ইস্যু খোলে। ঠিক ছিল নিজেদের হাতে থাকা ৭৪.৫৮ শতাংশ শেয়ার থেকে ৫ শতাংশ শেয়ার বিলগ্নি করবে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রথম দিনে বিভিন্ন লগ্নিকারী সংস্থা দর দাখিল করেছিল। তাদের তরফে ১.৮৪ গুণ বাড়তি আবেদন জমা দেওয়া হয়। আর ২০ এপ্রিল ছিল খুচরো লগ্নিকারীদের দর দেওয়ার দিন। এতে আবেদন জমা পড়ে ৩.১৭ গুণ বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন, ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৯.২ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করা হবে। সব মিলিয়ে ওই ৯.২ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করার ব্যাপারে সংস্থা 'গ্রিন শ্যু' বিকল্প ব্যবস্থা কাজে লাগিয়েছে। ওই বিকল্প অনুযায়ী পাবলিক ইস্যুতে শেয়ার কেনার জন্য বাড়তি আবেদনপত্র জমা পড়লে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে ঘোষিত অংকের থেকে বেশি শেয়ার বিক্রি করে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবর্ষে নালকোর শেয়ার বিক্রির মাধ্যমেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিলগ্নীকরণ শুরু করল কেন্দ্র। তাদের লক্ষ্য ২০১৭-'১৮ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে ৬১,৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা। গত আর্থিক বছরে ওই খাতে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪৬,২৪৭ কোটি টাকা।

● **বৃদ্ধি ছাঁটাই আইএমএফ-এর :**

বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির হার ২০১৭ সালে ৩.৫ শতাংশ ছোঁবে বলে ইঙ্গিত দিল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ)। তবে একই সঙ্গে তার হুঁশিয়ারি, ব্যবসা-বাণিজ্যে রক্ষণশীল নীতির জেরে থমকে যেতে পারে এই বৃদ্ধি। ভারতের বৃদ্ধির পূর্বাভাসও ছাঁটাইও করেছে আইএমএফ। নোট বাতিলের ধাক্কায় চাহিদায় কোপ পড়ার জেরেই তা ৭.২ শতাংশে নেমে আসবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে তারা। এর আগে ছিল ৭.৬ শতাংশ।

বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকের আগে গত ১৮ এপ্রিল প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক-এ আইএমএফ দুনিয়া জুড়ে গড়ে উৎপাদন ৩.৫ শতাংশ হারে বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। এর আগে জানুয়ারিতে ৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধির আভাস দিয়েছিল তারা। ইউরোপ ও এশিয়াকেই বিশ্ব অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে ধরেছে আইএমএফ। আর, এশিয়ার মধ্যে এগিয়ে থাকবে চিন, জাপান। আমেরিকার বৃদ্ধির হার ২০১৬-র ১.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২.৩ শতাংশ ছোঁবে বলে আইএমএফ ইঙ্গিত দিয়েছে।

● **বিদেশি ঋণ নিতে সায় রাজ্যগুলিকে :**

রাজ্যগুলির পরিকাঠামো প্রকল্পে সরাসরি বিদেশি ঋণ নেওয়ার দরজা খুলল কেন্দ্র। গত ১৯ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি নির্দেশিকায় এই অনুমোদন দিয়েছে। যা মেনে বড়ো মাপের পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে দ্বিপাক্ষিক ঋণদাতা সংস্থাগুলির কাছ থেকে ধার নিতে পারবে বিভিন্ন রাজ্য। তবে আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল রাজ্যই এ ধরনের ঋণ নিতে পারবে বলে সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এত দিন ওই সব প্রকল্পে বিদেশি ঋণ নেওয়ার স্বাধীনতা রাজ্যের ছিল

না। ভারত সরকারের মাধ্যমে তা নেওয়া হ'ত দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থার কাছ থেকে।

মুম্বই ট্রান্স হার্বার লিঙ্কের (এমটিএইচএল) মতো পরিকাঠামো প্রকল্পের দিকে তাকিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। এর জেরে জাপানের উন্নয়নমূলক ঋণদাতা সংস্থার কাছ থেকে সরাসরি তহবিল জোগাড় করতে পারবে মহারাষ্ট্র। সে ক্ষেত্রে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জেআইসিএ)-র কাছ থেকে ঋণ নিতে পারবে মুম্বই মেট্রোপলিটান রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এমএমআরডিএ)। প্রসঙ্গত, প্রস্তাবিত এমটিএইচএল প্রকল্পটি মুম্বইয়ের সঙ্গে তার উপনগরী নভি মুম্বইকে সংযুক্ত করার জন্য ২১.৮ কিলোমিটার লম্বা একটি সড়ক সেতু নির্মাণ। শেষ হলে এটিই হবে সমুদ্রের উপর দিয়ে ভারতে দীর্ঘতম সেতু। প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ১৭,৮৫৪ কোটি টাকা। এমএমআরডিএ এ বছরের জুনের মধ্যেই প্রকল্পের বরাত দিতে চায়। নির্মাণ শুরু হওয়ার কথা অক্টোবরে। জেআইসিএ ইতোমধ্যেই ১৫,১০৯ কোটি টাকার ঋণ দিতে রাজি হয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

● **চা পাতায় কীটনাশক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক :**

চা গাছে কোন কীটনাশক কতটা ব্যবহার করা যাবে, তার মাপকাঠি (প্লান্ট প্রোটেকশন কোড বা পিপিসি) আগেই বেঁধে দিয়েছে টি বোর্ড। এবার কীটনাশক প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ঠেকাতে চা পাতা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করছে তারা। যা চালু হয়ে যাচ্ছে মে মাস থেকেই। চা পাতা প্রক্রিয়াকরণের যে সমস্ত কারখানা বাইরে থেকে পাতা কেনে, মূলত তাদের জন্যই আনা হচ্ছে নতুন এই বিধি। ফলে এর আওতায় বাধ্যতামূলকভাবে পড়ছে বটলিফ কারখানা, যাদের নিজস্ব বাগান নেই, অন্য বাগান থেকে পাতা কিনে চা তৈরি করতে হয়। এবং বিভিন্ন এস্টেট কারখানা, যাদের নিজেদেরই বাগান আছে, তবে কিছু ক্ষেত্রে চা প্রক্রিয়ার জন্য বাইরে থেকেও পাতা আনায়। বোর্ড সূত্রে খবর, বছরে আপাতত দু'বার পাতা পরীক্ষা হবে। সেই দায়িত্ব পেয়েছে টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (টিআরএ) এবং এক্সপোর্ট ইনস্পেকশন এজেন্সি (ইআইএ)। তবে এই দুইয়ের মধ্যে কোন সংস্থাটিকে পরীক্ষার জন্য বাছা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট চা কারখানাই।

● **কিছু হাইব্রিড গাড়ির ভরতুকি তুলল কেন্দ্র :**

মাইল্ড হাইব্রিড প্রযুক্তির গাড়ির উৎপাদনে ভরতুকি তুলে নিল কেন্দ্র। বিজ্ঞপ্তিতে ভারী শিল্প মন্ত্রক জানিয়েছে, পয়লা এপ্রিল থেকে ফেম ইন্ডিয়া প্রকল্পের আওতায় আর এই ধরনের গাড়ি আসবে না। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মারুতি-সুজুকির মতো সংস্থা। যাদের বড়ো গাড়ি আর্টিগা এবং সেডান সিয়াজ এই মাইল্ড হাইব্রিড প্রযুক্তির উপর ভর করেই তৈরি। দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১৫ সালের এপ্রিলে ফেম ইন্ডিয়া প্রকল্প আনে কেন্দ্র। এত দিন মাইল্ড হাইব্রিড, স্ট্রং হাইব্রিড, প্লাগ-ইন হাইব্রিড এবং পুরোপুরি বৈদ্যুতিক গাড়ি কেন্দ্রের এই প্রকল্পের আওতায় আসত।

ফেম ইন্ডিয়া প্রকল্পে দু' চাকার গাড়িতে ২৯,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং চার চাকার গাড়িতে ১.৩৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভরতুকি দেওয়া হ'ত। সুজুকির নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি সিয়াজ এবং আর্টিগা—এই দুই গাড়িই কেন্দ্রের থেকে ১৩,০০০ টাকা করে ছাড় পায়।

● **এসার অয়েল বিক্রির প্রক্রিয়া পিছোল :**

এসার অয়েলের মালিকানা কেনার কথা গত অক্টোবরেই ঘোষণা করেছিল রাশিয়ার সরকারি তেল সংস্থা রোজনেফ্‌ট। তাদের আশা ছিল, মার্চের মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু এসারের ঋণদাতা ২৮-টি ব্যাংকের মধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যাংক এখনও এই চুক্তিতে সায় না দেওয়ায় তা শেষ হতে আরও সময় লাগবে। সূত্রের খবর, কয়েকটি ব্যাংক একই সঙ্গে এসার অয়েল এবং এসার গ্লোবালকে ঋণ দিয়েছিল। এখন এসার অয়েল বিক্রির আলোচনায়, এসার গ্লোবালের ঋণও প্রভাব ফেলছে।

চুক্তি অনুসারে, এসার অয়েলের ৪৯ শতাংশ অংশীদারি কেনার কথা রোজনেফ্‌ট-এর। আর ৪৯ শতাংশ শেয়ার হাতে নেবে পণ্য বাজারে লেনদেনকারী সংস্থা ট্রাফিগুরা এবং রাশিয়ার লগ্নি তহবিল ইউসিপি-র কনসের্টিয়াম কেসানি এন্টারপ্রাইজেস কোম্পানি। শেয়ার বাজার থেকে সংস্থার নাম তুলে নেওয়ার পরে বাকি ২ শতাংশ যাবে এসার গোষ্ঠীর হাতে। এই লেনদেনের জন্য ট্রাফিগুরাকে অর্থ জোগাবে রাশিয়ার ভির্টিবি ব্যাংক। সংস্থাগুলি ঢালবে নগদ ৭২,৮০০ কোটি টাকা। পাশাপাশি, আরও ১৩,৩০০ কোটিতে গুজরাতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বেসরকারি তেল সংস্থাটির ভাদিনার বন্দর প্রকল্পও কিনছে তারা। সব মিলিয়ে লগ্নি ৮৬,১০০ কোটি টাকা। যা এখনও পর্যন্ত ভারতে আসা বৃহত্তম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ।

● **রিটার্নে দিতে হবে ২ লক্ষের বেশি জমার হিসেব :**

নোট নাকচের পর ব্যাংকে ২ লক্ষ বা তার বেশি টাকা জমা করে থাকলে, আয়কর রিটার্নের ফর্মে এবার সেই হিসেবও দেখাতে হবে আয়করদাতাদের। গত ৩১ মার্চ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানাল কেন্দ্র। সেখানেই এ দিন নতুন এক পাতার আয়কর রিটার্ন জমার ফর্ম, আইটিআর-১ (সহজ) আনার কথা ঘোষণা করেছে সরকার। সাধারণ মানুষের রিটার্ন জমার কাজ আরও সহজ করতেই এই উদ্যোগ। কেন্দ্র জানিয়েছে, নতুন নিয়মে বেতন, বাড়ি ও সুদ থেকে মাসে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করেন যারা, তাদের ওই এক পাতার আইটিআর-১ জমা দিতে হবে। পাশাপাশি, এবার থেকে রিটার্ন দাখিলের সময় সকলকে প্যানের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে আধার নম্বর বা আধার এনরোলমেন্ট আইডি-ও।

● **দেশ জুড়ে ১০১ হিমঘর প্রকল্প গড়তে সায় কেন্দ্রের :**

দেশ জুড়ে ১০১-টি নতুন হিমঘর প্রকল্পে গত ২৮ মার্চ অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। মূলত আমূল, হলদিরাম, বিগ বাস্কেট-এর মতো সংস্থা এই সব হিমঘর গড়ে তুলবে। বাদবাকি সংস্থার মধ্যে রয়েছে বামা লরি, হাতসুন অ্যাগ্রো, স্টারলিং অ্যাগ্রো, প্রভাত ডেয়ারি, তিরুমালা মিল্ক, দেসাই ব্রাদার্স ও ফ্যালকন মেরিন (ওড়িশা)। মোট লগ্নি ৩১০০ কোটি টাকা। ফল ও সব্জি সংরক্ষণে এটি বড়ো পদক্ষেপ বলে জানান কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী হরসিমরত কৌর বাদল।

এক্ষেত্রে সরকারি অনুদান মিলবে ৮৩৮ কোটি টাকা। বাকি ২২০০ কোটি লগ্নি করবে বেসরকারি সংস্থাগুলি। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় হিমঘর তৈরি হবে মহারাষ্ট্রে (২১-টি)। তার পর রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (১৪-টি), গুজরাত (১২-টি) ও অন্ধ্রপ্রদেশ (৮-টি)। পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশে তৈরি হবে ৬-টি করে হিমঘর। প্রকল্পগুলি থেকে ২.৬ লক্ষ চাষি উপকৃত হবেন, ৬০ হাজার জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানও হওয়ার কথা। হিমঘরগুলিতে মজুত করা যাবে ২.৭৬ লক্ষ টন পণ্য।

● **ই-লেনদেনের প্রথম দশে রাজ্য :**

ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পের হাত ধরে এক লাফে বৈদ্যুতিন আর্থিক লেনদেনের (ই-ট্রানজাকশন) সংখ্যা বাড়িয়েছে রাজ্য। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি বছরের প্রথম ৩ মাসে রাজ্যে মোট বৈদ্যুতিন লেনদেনের সংখ্যা তিন কোটির বেশি। একই সঙ্গে বেড়েছে পরিষেবার সংখ্যাও। আপাতত অনলাইনে ৯৩-টি পরিষেবা দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। আর, তার জেরেই ৩.৬২ কোটির বেশি ই-আর্থিক লেনদেন নিয়ে রাজ্যের স্থান অষ্টমে। ৩৬-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে এক্ষেত্রে প্রথমে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। তাদের মোট বৈদ্যুতিন আর্থিক লেনদেনের সংখ্যা ৯ কোটির বেশি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে প্রত্যাশিতভাবেই যথাক্রমে রয়েছে গুজরাত, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানা। কেন্দ্রীয় ওয়েব

পোর্টাল 'ই-তাল'-এর পাতায় উঠে এসেছে এই তথ্য। দেশ জুড়ে বিভিন্ন ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ মাপাই 'ই-তাল'-এর কাজ।

তবে মাথাপিছু বৈদ্যুতিন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে রাজ্য। অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, কেরল, তেলেঙ্গানার মাথাপিছু বৈদ্যুতিন আর্থিক লেনদেন এক হাজারের বেশি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা ৩৯৬।

● **চুক্তি ভেঙ্গে জরিমানার কোপে সিআইএল :**

বিভিন্ন বিদ্যুৎ সংস্থাকে কয়লা সরবরাহের চুক্তিতে শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে কোল ইন্ডিয়া বৈষম্য করেছে, এই অভিযোগে গত ২৪ মার্চ রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা সংস্থাটিকে এবার ৫৯১.০১ কোটি টাকা জরিমানা করল প্রতিযোগিতা কমিশন। পাশাপাশি বিভিন্ন চুক্তিগুলির মধ্যে যে ফারাক রয়েছে, তা দূর করে কোল ইন্ডিয়াকে আবার চুক্তি করার নির্দেশও এ দিন দিয়েছে কমিশন।

অভিযোগ এর আগে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথমে প্রতিযোগিতা কমিশন কোল ইন্ডিয়াকে ১,৭৭৩ কোটি টাকা জরিমানা করেছিল। ওই রায়ের বিরুদ্ধে সংস্থা কমপিটিশন ট্রাইব্যুনালে আপিল করে। ট্রাইব্যুনাল জরিমানার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য নির্দেশ দেয় প্রতিযোগিতা কমিশনকে। তার পরেই জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে নতুন নির্দেশ জারি করল তারা।

উল্লেখ্য, কয়লা সরবরাহের ব্যাপারে যে জ্বালানি সরবরাহ চুক্তি (ফুয়েল সাপ্লাই এগ্রিমেন্ট বা এফএসএ) করা হয়, তাতে অন্যান্য সংস্থার চুক্তির সঙ্গে তাদেরটির শর্তের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে বলে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছিল মহারাষ্ট্র স্টেট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি এবং গুজরাত স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন। কোল ইন্ডিয়া এবং তার তিনটি শাখা সংস্থা মহানদী কোলফিল্ডস, সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস এবং ওয়েস্টার্ন কোলফিল্ডসের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ তোলা হয়েছিল।

● **আগাম লেনদেনে নিষেধ রিলায়্যান্সকে :**

আগামী এক বছর শেয়ার বাজারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডেরিভেটিভ লেনদেন করতে পারবে না রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ (আরআইএল)। গত ২৪ মার্চ এই নির্দেশ দিয়েছে সেবি। সংস্থাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১০ বছর আগে বেআইনিভাবে রিলায়্যান্স পেট্রোলিয়ামের শেয়ার আগাম লেনদেন করে মুনাফা করেছিল তারা। আরআইএল-এর সঙ্গে আরও ১২-টি সংস্থাকে একই নির্দেশ দিয়েছে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক। পাশাপাশি সেবি জানিয়েছে, ৪৫ দিনের মধ্যে 'অন্যায়ভাবে মুনাফা করা' ৪৪৭ কোটি টাকা ফেরত দিতে হবে রিলায়্যান্স-কে। সঙ্গে ২০০৭ সালের ২৯ নভেম্বর থেকে দিতে হবে ১২ শতাংশ সুদও। দুইয়ে মিলে যার অংক প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার কথা জানিয়েছে রিলায়্যান্স। উল্লেখ্য, আরআইএল-এর শাখা রিলায়্যান্স পেট্রোলিয়াম-কে মূল সংস্থার সঙ্গে মেশানোর ক্ষেত্রে আগাম লেনদেনের বিধি ভাঙা হয়েছে বলে এর আগে অভিযোগ এনেছিল সেবি।

● **৫,৬২,২২৫,০০,০০,০০০ টাকার মালিক বিল গেটস! :**

এ নিয়ে পর পর চারবার ধনকুবের তালিকায় প্রথম স্থানটি দখল করে রাখলেন মাইক্রোসফট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। সম্প্রতি ২০১৭-র ধনকুবের তালিকা প্রকাশ করেছে ফোর্বস ম্যাগাজিন। সেই তালিকায় প্রথম স্থানে থাকা বিল গেটস-এর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৮৬০০ কোটি ডলার। যা ভারতীয় মুদ্রায় ৫,৬২,২২৫,০০,০০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ২২৫ কোটি টাকা।

গোটা বিশ্বের নিরিখে মুকেশ অম্বানির স্থান ৩৩ নম্বরে থাকলেও এবারেও ভারতে তিনিই হলেন সবচেয়ে বিত্তশালী। রিপোর্টে প্রকাশ দেশে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা বেড়েছে। এই মুহূর্তে ১০১ জন বিলিনিয়র রয়েছেন ভারতে। অন্য দিকে, বিশ্বের প্রথম ১০-র মধ্যে ৮ জন বিলিয়নিয়রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **এ বছরেই ফের মাপা হবে এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা :**

৬১ বছর পর এ বছরই আবার উচ্চতা মাপা হবে এভারেস্ট শৃঙ্গের। নেপালের সঙ্গে যৌথ বৈজ্ঞানিক প্রকল্পে শৃঙ্গের উচ্চতা আবার মাপতে নামছে ভারতের প্রাচীনতম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'। ২৫০ বছর পূর্তিতে গত ১০ এপ্রিল 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'র তরফে এ কথা জানানো হয়।

এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা প্রথম বার মাপা হয়েছিল আজ থেকে ১৬২ বছর আগে। ১৮৫৫ সালে। তখন 'ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল' ছিলেন স্যর জর্জ এভারেস্ট। শৃঙ্গের উচ্চতা মাপার কাজ তার নেতৃত্বে চালানো হয়েছিল বলে শৃঙ্গটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'মাউন্ট এভারেস্ট'। তখনই এভারেস্টকে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়। তার পর আরও এক বার মাপা হয়েছিল এভারেস্টের উচ্চতা, ভারত স্বাধীন হওয়ার পর। ১৯৫৬ সালে। সে বারও সেই উচ্চতা মেপেছিল 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'। ২০১৫ সালে নেপালে ভূমিকম্পের পর বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ কিছুটা বসে গিয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা পত্রে বেশ কিছু হিসেব নিকেশ দেওয়া হয়েছে। তারই প্রেক্ষিতে জরুরি হয়ে পড়েছে এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা আবার মেপে দেখা।

● **বিশ্বে প্রথম 'জোনাকি' ব্যাঙের দেখা মিলল আর্জেন্তিনায় :**

নানা উজ্জ্বল রঙের ব্যাঙ, যেমন তাদের রূপ, তেমনই বিষধর। দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ জঙ্গলেই এমন প্রজাতির ছোট ছোট ব্যাঙের দেখা মেলে। এ বার আরও উজ্জ্বল ব্যাঙের দেখা মিলল আর্জেন্তিনার সান্তা ফি-তে। যত দিনের আলো কমতে থাকে, এদের শরীর আরও উজ্জ্বল হতে শুরু করে। অন্ধকারে এতটাই জ্বলজ্বল করে যে দূর থেকেও অনায়াসে চেনা যায়।

এক দল হারপেটোলজিস্ট গিয়েছিলেন ব্যাঙ সংগ্রহ করতে আর্জেন্তিনার সান্তাফে শহরের একেবারে সীমান্তে। উভচর প্রাণীর মধ্যে থাকা বায়োমেকিক্যাল ক্লোরিসিয়া নিয়ে তাদের গবেষণার বিষয় ছিল। ব্যাঙ খুঁজতে গিয়ে তারা আবিষ্কার করে ফেলেন হাইপসিবোয়াস পাঙ্কটাটাস প্রজাতির ব্যাঙ। পোলকা-ডট ট্রি নাম দেওয়া হয়েছে এই ব্যাঙেদের। বিজ্ঞানীরা যে একশোটি পোলকা-ডট ট্রি ব্যাঙ সংগ্রহ করেছেন, তাদের সবার ফ্লুরেসেন্ট গায়ের রং। ছোট ছোট লাল রঙের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ছোপও রয়েছে।

● **ভারসাম্য রক্ষার নামে ৩৩৩ তিমি মারল জাপান :**

গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সমস্যায় যখন টেনশনের পারদ চড়ছে, ঠিক সেই সময়েই বিপুল সংখ্যক তিমি মারল জাপান। সম্প্রতি ৩৩৩-টি মাইক তিমি হত্যা করেছে জাপানের একটি মৎস্যজীবী সংস্থা। ওই সংস্থার একটি প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জাপানের শিমোনোসেকি বন্দর থেকে পাঁচটি জাহাজ নিয়োগ করা হয়েছিল তিমি শিকারের কাজে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপানে তিমির মাংসের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। একটা সময় মাংসের জন্যই প্রচুর পরিমাণে তিনি শিকার করা হ'ত জাপানে। ইন্টারন্যাশনাল হোয়েলিং কমিশন ১৯৮৬ সালে যা সম্পূর্ণ

ভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস জানাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার আড়ালে আসলে মাংসের লোভেই মারা হয়েছে তিমিগুলিকে। টোকিওর তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কুমেরু সাগরে তিমির সংখ্যা অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ার পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছিল। তাই পরিবেশের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

● **বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বাঘের হদিশ তাসমানিয়ায় :**

অন্তত গত ৮০ বছর ধরে পৃথিবীর কোনও প্রান্তেই তাদের দেখা মেলেনি। তাসমানিয়ায় আট দশক আগে বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখা গেলেও অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ডে এদের শেষ দেখা গিয়েছিল প্রায় দু'হাজার বছর আগে। কিন্তু হঠাৎ করেই সেই বিলুপ্ত প্রজাতির বাঘের আবার হদিশ মিলল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়ায়। ওই বাঘের প্রজাতির নাম 'থাইলাসিন'। হোবার্ট চিড়িয়াখানায় থাকা শেষ 'থাইলাসিন'টির মৃত্যু হয় ১৯৩৬ সালে। দেখতে অনেকটা কুকুর, কিছুটা শেয়ালের মতো। কুইন্সল্যান্ডে আবার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির বাঘের হদিশ মেলায় জেমস কুক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আবার নেমে পড়েছেন ওই বিরল প্রজাতির বাঘের সন্ধানে। আপাতত ওই প্রজাতির চারটি বাঘের হদিশ মিলেছে।

● **চার রাজ্যে মে-তে শুরু হাতিসুমারি :**

পাশাপাশি চার রাজ্যে এক সঙ্গেই হাতিসুমারি শুরু হবে মে মাসে। ৯-১২ মে হাতি গণনার কাজ চলবে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তীসগঢ়ে। ভারত সরকারের অধীন 'প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট'-এর উদ্যোগে চলবে কাজ। ২০১০ সালে শেষ হাতিসুমারি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে হাতিসুমারির কাজ কী ভাবে হবে তা নিয়ে সম্প্রতি জেলার বন দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে কলকাতার বিকাশ ভবনে।

বন দফতর সূত্রে খবর, হাতিসুমারির কাজে বনকর্মীদের পাশাপাশি কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, এমনকী সাধারণ মানুষও যোগ দিতে পারবে। তবে তাদের 'বন্ড' দিতে হবে। কর্মশালা করে তাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। তারপর ৩-৪ জনের একটি দল গড়ে জঙ্গলে পাঠানো হবে। প্রতি পাঁচ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য একটি দল গঠন করা হবে। ৯ মে হাতিসুমারি শুরুর প্রথম দিনই দলের সদস্যদের হাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হবে। ১০ মে তারা জঙ্গলে যাবে। প্রথম দিন হবে 'এলিফ্যান্ট ডিস্ট্রিবিউশন ম্যাপিং' অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্য ঢুকে দূরবীনের সাহায্যে হাতির অবস্থান দেখা, গণনা করা এবং হাতির ছবি তোলা। দ্বিতীয় দিন হবে 'ফিক্সড্ স্পট সাইটিং'। এই পর্যায়ে জঙ্গলের যে সব জলাশয়ে হাতি জল খেতে আসে, সেখানে গণনা ও ছবি তোলার কাজ হবে। শেষ পর্যায়ে হবে 'জাঙ্গ কাউন্টিং মেথড'। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গা থেকে হাতির মলের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য, ছবি ও মলের নমুনা বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হবে। বিভিন্ন রকম পরীক্ষা করে হাতির সংখ্যা জানাবেন বিশেষজ্ঞরা।

● **গেছো কাঁকড়ার সন্ধান কেরলে :**

কেরলে সম্প্রতি এক নতুন প্রজাতির কাঁকড়ার সন্ধান পেয়েছেন জীব বিজ্ঞানীরা। লম্বা লম্বা ঠ্যাংওয়ালা এই কাঁকড়া আর্বোরিয়াল প্রজাতির। ২০১৪ থেকে কেরলের কয়েক জন গবেষক স্বাদু জলের কাঁকড়াদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। কেরলের কানি উপজাতির লোকেরা বিজ্ঞানীদের এই নতুন প্রজাতির কাঁকড়ার সম্পর্কে প্রথম জানায়। তখন থেকেই এই কাঁকড়ার খোঁজ শুরু। অবশেষে বিজ্ঞানীরা এই কাঁকড়ার সন্ধান পান গাছের উপরে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, কেরলের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অরণ্যে এখনও অনেক প্রজাতির জীব রয়েছে, যেগুলো আমাদের অজানা।

● **বনভূমি বাড়ছে ভারতে :**

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের দাবি, ভারতে দ্রুত হারে বাড়ছে বনভূমির পরিমাণ। দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট জানাচ্ছে, যেখানে সারা বিশ্বে মাথা পিছু বনভূমির পরিমাণ ০.৮ থেকে ০.৬ হেক্টর, সেখানে ভারতে বনভূমির পরিমাণ বেড়েছে ১.৮২ শতাংশ। সম্প্রতি উনিশতম কমনওয়েলথ ফরেস্ট্রি কনফারেন্সে পরিবেশ মন্ত্রকের সচিব অজয় নারায়ণ ঝাঁ বলেন, গত ৩০ বছরের সমীক্ষা থেকে এই পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে। ভারতের ২৪ শতাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে বনভূমি। যার মধ্যে ৭ বিলিয়ন টন কার্বন বেসিন রয়েছে। তবে আগামী ২০৩০-এর মধ্যে ২.৫ থেকে ৩ বিলিয়ন কার্বন বেসিন বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে পরিবেশ মন্ত্রকের। সেই লক্ষ্যে আগামী ১০ বছরের মধ্যে ১০০ কোটি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জঙ্গলের বাইরের দিকে প্রতি হেক্টরে অন্তত এক হাজারটি গাছ লাগানো হবে।

● **এপ্রিল থেকে বিএস-৩ গাড়ি বিক্রি নিষিদ্ধ, রায় সুপ্রিম কোর্টের :**

পয়লা এপ্রিল থেকে ভারত স্টেজ-৩ অনুমোদিত গাড়ি বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করল শীর্ষ আদালত। ভারত স্টেজ-৪ (বিএস-৪) অনুমোদিত না হলে এপ্রিল মাস থেকে কোনও গাড়ি বিক্রি করা যাবে না। গত ২৯ মার্চ বিচারপতি মদন বি লোকুর ও বিচারপতি দীপক গুপ্ত এই রায় দেন। তবে রায়ে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ৩১ মার্চের আগে কোনও বিএস-৩ অনুমোদিত গাড়ি রেজিস্ট্রি করলে সে ক্ষেত্রে ছাড় মিলবে।

গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির আর্জি ছিল, বিএস-৩ অনুমোদিত অবিক্রিত গাড়িগুলি বিক্রি হওয়া পর্যন্ত অন্তত তাদের ছাড় দেওয়া হোক। সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স (এসআইএএম) জানিয়েছে, বিএস-৩ অনুমোদিত ৮ লক্ষ ২০ হাজার গাড়ি এখনও অবিক্রিত রয়েছে। এসআইএএম-এর দাবি, এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে ২০,০০০-৩০,০০০ কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়বে গাড়িশিল্প।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিনোদন

● **ছাপার ভুলে 'খ্যাত' ৩০০ বছরের প্রাচীন বাইবেল :**

নিউ জার্সির ক্রাইস্ট এপিসকোপাল চার্চ। গত ১০১ বছর ধরে সেখানে একটি কাচের ঢাকনাওয়ালা কাঠের বাক্সের ভিতরে রক্ষিত আছে বাইবেলটি। প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো। ১৯ ইঞ্চি লম্বা এবং ইঞ্চি আটেক চওড়া ওই বাইবেলটি ১৭১৭ সালে জেমস জন বাস্কেট নামে এক ব্রিটিশের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুযায়ী বর্তমানে এর দাম ১০ হাজার মার্কিন ডলারের চেয়েও বেশি। ভারতীয় মূল্যে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু, এই প্রাচীন বাইবেলটি বিখ্যাত মারাত্মক ছাপার ভুলের জন্য। এখানে 'ভিনইয়ের্ড' বা আঙুরের ক্ষেত ছাপার ভুলে 'ভিনেগার' হয়ে গিয়েছে। তাই ঐতিহাসিকদের কাছে এই বাইবেলটি 'ভিনেগার বাইবেল' নামে পরিচিত আর জন বাস্কেটের ছাপাখানাটি 'এ বাস্কেট ফুল অব এরস' নামেই বেশি পরিচিত। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করে এই বাইবেলটি ছাপানোর কথা ভাবা হয়। ১৭৫২ সালে ক্রাইস্ট চার্চে এই বাইবেলের একটি কপি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। ছাপানোর প্রায় দু'শো বছর পরও এই বাইবেল নিয়মিত পাঠ করা হ'ত উত্তর ক্যারোলিনার ক্রাইস্ট এপিসকোপাল চার্চের মতো বেশ কিছু চার্চে।

● **ভ্রমণকেন্দ্র হতে চলেছে টাইটানিক :**

আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছিলেন রবার্ট বালাড ও তার দল। এবার বিংশ শতাব্দীতে হারিয়ে হাওয়া বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল জাহাজ টাইটানিক চাক্ষুষ দেখার আয়োজন করেছে ব্লু মাবেল প্রাইভেট নামে একটি ভ্রমণ সংস্থা ওসেনগেট এক্সপেডিশন-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। ২০১৮-র মে মাসে এই ঐতিহাসিক ভ্রমণ শুরু হবে। আট দিনের সফর। শুরু হবে কানাডার নিউ ফাউন্ডল্যান্ড থেকে। পর্যটকদের টাইটানিয়াম এবং কার্বন ফাইবার সাবমাসিবলে করে নিয়ে যাওয়া হবে টাইটানিকের কাছে। অতলান্তিকের উপরিভাগ থেকে দু'মাইল গভীরতায় এই সফর হবে। টাইটানিক দেখতে যাওয়ার জন্য এক জনকে খরচ করতে হবে ১০৫,১২৯ ডলার। প্রথম দফা ইতোমধ্যেই বুকিং হয়ে গিয়েছে।

● **নিলামে টাইটানিকের ছবি :**

টাইটানিকের একটি বিরল ছবি লন্ডনে নিলামে ওঠে ২২ এপ্রিল। ব্রিটেনের সাউদাম্পটন থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে যাত্রা করার অল্প ক'দিন আগে ১৯১২ সালের ৯ এপ্রিল তোলা এই ছবিটি। সে যুগের আধুনিকতম গ্লাস ক্যামেরায় তোলা হয়েছিল এটি। সে বছর ১৪ এপ্রিল জাহাজটি ডুবে যাওয়ার এক মাস পরই ছবিটির মালিক জি এ প্র্যাট সেটি বিক্রি করে দেন। আশা করা হচ্ছে নিলামে এর দাম উঠবে অন্তত ৮ হাজার পাউন্ডে (প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষ টাকা)। একই সঙ্গে নিলাম হবে খুবই বিরল সোনার পদক। ডুবন্ত টাইটানিক থেকে ৭০৫ জনকে বাঁচানোর জন্য এইচ এ ডিন নামে এক নাবিককে এটি দেওয়া হয়েছিল। এমন পদক পান মাত্র ১৪ জন। সেগুলির খুব কমই নিলাম-বাজারে এসেছে।

● **জেরুজালেমে সংস্কার যিশুর সমাধিক্ষেত্র :**

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে যে সমাধিক্ষেত্রে যিশুখ্রিষ্টের দেহ শায়িত রয়েছে বলে মনে করা হয়, সংস্কার হয়েছে সেটির। গত ২২ মার্চ জেরুজালেমের পুরোনো শহরে 'হোলি সেপালকর' গির্জায় এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে খুলে দেওয়া হয় মিনারের মধ্যে থাকা সেই সমাধিক্ষেত্র।

গ্রিক বিজ্ঞানী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদদের একটি দলের নজর ছিল মিনারের মধ্যে থাকা সমাধি-কক্ষের ঠিক উপরের একটি ছোট আকৃতির অংশে। তাকে বলা হয় এডিকিউল। খ্রিষ্ট ধর্মে এটিই সব চেয়ে পবিত্র মিনার হিসেবে গণ্য হয়। এই সংস্কারের প্রকল্প যারা দেখাশোনা করেছে সেই 'ওয়ার্ল্ড মনুমেন্টস ফান্ড'-এর বনি বানহ্যাম জানিয়েছেন, সংস্কারে হাত না দিলে যে কোনও অংশ ভেঙে পড়ার ঝুঁকি ছিল। খরচ হয় ২৬ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। অ্যাথেন্সের 'ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি'-র ৫০ জন বিশেষজ্ঞ সক্ষ্ম সংস্কারের কাজ করেছেন নিপুণ ভাবে। এদের হাতেই এর আগে অ্যাথেন্সে সংস্কার হয়েছে অ্যাক্রোপলিস-এর। সংস্কারে ব্যবহার হয়েছে অত্যাধুনিক রেডার থেকে শুরু লেজার স্ক্যানার এবং ড্রোনও।

অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পোপ ফ্রান্সিসের এক প্রতিনিধি। 'হোলি সেপালকর' গির্জাটি জেরুজালেমের কেন্দ্রস্থলে। খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস, শহরের এই অংশেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন যিশু। এই বিশেষ গির্জায় ভাগে ভাগে অধিকার রয়েছে ল্যাটিন (রোমান ক্যাথলিক), গ্রিক অর্থোডেক্স, আমেনিয়ান অ্যাপোস্টোলিক, সিরিয়ান অর্থোডক্স, ইথিওপিয়ান অর্থোডক্স গির্জার। অতীতে দায়িত্ব এবং দখল নিয়ে তিক্ততা ছড়ায় এত জন 'অভিভাবকের মধ্যে। এই অভিভাবকদের লড়াই-বিশ্বাসহীনতার জেরে সেই ১২০০ শতাব্দী থেকে গির্জার চাবি গচ্ছিত এক মুসলিম পরিবারের কাছে।

● **এভারেস্টে ডিজে শো :**

পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি উচ্চতায় পার্টি! ৫,৩৮০ মিটার উঁচু এভারেস্টের বেস ক্যাম্পেই এ বার ডিজে শো। সৌজন্যে তিন বার গ্র্যামি মনোনীত ব্রিটিশ ডিজে পল ওকেনফোল্ড। পর্বতারোহণের মরসুম শুরু হতে বেশি দিন বাকি নেই। নেপালে অভিযাত্রীদের ভিড় বাড়ছে। তাদের জন্য গত ১১ এপ্রিল সকালে অনুষ্ঠান করেন পল। একটি রেকর্ডিং সংস্থার উদ্যোগে এই প্রথম বার এভারেস্টে এমন আয়োজন। উদ্দেশ্য, বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে সচেতনতা তৈরি ও দরিদ্রদের জন্য অর্থ সংগ্রহ। ২০১৫-র ভূমিকম্পে নেপালে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনেও দেওয়া হবে এই অর্থ। তিন দশকেরও বেশি সময় ডিজে-র পেশায় আছেন পল। জুটি বেঁধেছেন ম্যাডোনা ও ইউ২-এর মতো আইরিশ ব্যান্ডের সঙ্গেও।

● **ডিলানের হাতে নোবেল :**

পুরস্কার পাওয়ার ঘোষণাটা হওয়ার পর দীর্ঘদিন নীরব ছিলেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আসেননি। তার পাঠানো ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠিটা সেই অনুষ্ঠানে পড়েছিলেন সুইডেনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত। সাম্প্রতিক অতীতের সেই বিতর্কিত অধ্যায় সরিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত স্টকহলমে এসেই ২০১৬ সালের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার নিলেন বব ডিলান। পয়লা এপ্রিল সেই ঘরোয়া অনুষ্ঠানের সাক্ষী ছিলেন সুইডিশ অ্যাকাডেমির স্থায়ী সচিব সারা দানিয়ুস-সহ ১২ জন সদস্য। ৭৫ বছর বয়সী সঙ্গীত-জাদুকরের অনুষ্ঠান করতে স্টকহলম আসাটা নির্ধারিতই ছিল। সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরুর আগে স্টকহলমে একটি গোপন স্থানে পদক তুলে দেওয়া হয়েছে ডিলানের হাতে। শিল্পীর হাতে এখনও ১০ জুন পর্যন্ত সময় রয়েছে। এই মেয়াদের মধ্যে তাকে নোবেল বক্তৃতা দিতেই হবে। ব্যাপারটা আবশ্যিক। না হলে নোবেল পুরস্কারের ধার্য অর্থমূল্য ৮ লক্ষ ৯১ হাজার ডলার পাবেন না ডিলান।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **'প্রাচীনতম উদ্ভিদের' জীবাশ্ম আবিষ্কার ভারতে :**

এত দিন যা জানা ছিল তারও অন্তত ৪০ কোটি বছর আগে উদ্ভিদের জন্ম হয়েছিল এই গ্রহে। অন্তত ১৬০ কোটি বছর আগে তো বটেই। মধ্য ভারতে সদ্য হদিশ মেলা প্রাচীনতম শিলাই এই খবর দিয়েছে। ওই শিলার খাঁজে খাঁজেই থাকত লাল রঙের একটি বিশেষ প্রজাতির শৈবাল। যা থেকে এসেছিল আধুনিক উদ্ভিদ। শিলার বয়স মেপে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, লাল রঙের ওই বিশেষ প্রজাতির শৈবালগুলি পৃথিবীতে এসেছিল কম করে ১৬০ কোটি বছর আগে। এর আগে সবচেয়ে প্রাচীন যে শৈবালের জীবাশ্ম মিলেছিল বাল্টিক সাগরে, তা ছিল ১২০ কোটি বছর আগেকার। আর এর আগে ভারতে সবচেয়ে প্রাচীন যে উদ্ভিদের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল, তা ৪০ কোটি বছর আগেকার।

সুতোর মতো, প্রাচীনতম ওই শৈবালের বেশ কয়েকটি জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন সুইডিশ মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির গবেষক থেরেস সল্ সস্টেড। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'প্লস বায়োলজি'-তে। সহযোগী গবেষক সুইডিশ মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির অধ্যাপক স্টেফান বেঙ্গটসন জানিয়েছেন, ওই প্রাচীনতম উদ্ভিদের কোনও ডিএনএ পাওয়া যায়নি, ফলে তা কী ভাবে গড়ে উঠেছিল, শরীরের রাসায়নিক উপাদানগুলি কী ছিল, জেনে ওঠা সম্ভব হয়নি।

● **নৈনিতালে কাজ শুরু করল এশিয়ার বৃহত্তম টেলিস্কোপ :**

নৈনিতালের প্রায় ৬০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, পাহাড় চূড়োয় দেবস্থলে বসেছে এশিয়ার বৃহত্তম অপটিক্যাল টেলিস্কোপ। যার লেন্সের ব্যাস মহাকাশে বসানো হাবল স্পেস টেলিস্কোপের চেয়েও বেশি। আড়াই হাজার মিটার (এভারেস্টের উচ্চতার এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি) উচ্চতায় বসানো ৩.৬ মিটার ব্যাসের লেন্সের এই 'দেবস্থল অপটিক্যাল টেলিস্কোপ' (ডিওটি) ব্রহ্মাণ্ডে 'নজরদারি' শুরু করে গত ২ এপ্রিল রাত থেকে।

২০০ কোটি টাকার ওই প্রকল্পে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বেলজিয়াম সরকার। বেলজিয়াম দিয়েছে ২০ লক্ষ ইউরো। ব্রহ্মাণ্ডের সুদূরতম প্রান্তে লুকিয়ে থাকা বহু মহাজাগতিক বস্তুর ক্ষীণতম 'সিগন্যাল' বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও একেবারে অভ্রান্ত ফল দেবে এই টেলিস্কোপ। টেলিস্কোপটি দেখভালের দায়িত্ব নৈনিতালের 'আর্যভট্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ অবজারভেশনাল সায়েন্সেস' ('এরিজ')-এর হাতে। যেখানে ওই টেলিস্কোপটি বসানো হয়েছে, তা 'এরিজ'-এর ক্যাম্পাসের মধ্যেই পড়ে। যার প্রোজেক্ট ম্যানেজার 'এরিজ'-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ব্রিজেশ কুমার।

● **'কৃত্রিম সূর্য' বানিয়ে ফেললেন বিজ্ঞানীরা :**

'কৃত্রিম সূর্য' বানিয়ে ফেললেন বিজ্ঞানীরা। দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন জ্বালানি বানাতে। এই 'কৃত্রিম সূর্য'-এর নাম 'সিনলাইট'। কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ১০ হাজার সূর্যের আলোর বিকিরণ থেকে যে পরিমাণ শক্তির জন্ম হয়, বিজ্ঞানীদের দাবি, ঠিক সেই পরিমাণ আলোক শক্তিই ছড়িয়ে দিতে পারবে মানুষের হাতে গড়া 'সিনলাইট'। জার্মান অ্যারোস্পেস সেন্টারের (ডিএলআর) তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যেই এই 'কৃত্রিম সূর্য'-কে বসানো হয়েছে জার্মানির কোলন শহরের ৯ মাইল পশ্চিমে, জুলিখে। সিনেমার প্রোজেক্টরে যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস জেননের শর্ট-আর্ক ল্যাম্প থাকে, সেই রকম ১৪৯-টি জেনন শর্ট-আর্ক ল্যাম্প দিয়ে বানানো হয়েছে ওই কৃত্রিম সূর্য। 'সিনলাইট' দেখতে অনেকটা মৌচাকের মতো। ৫২ ফুট চওড়া আর ৪৫ ফুট উঁচু। এই 'সিনলাইট' থেকে ৫ হাজার ৪৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৩ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তৈরি হয়। প্রাথমিকভাবে ৮ ফুট উঁচু আর ৮ ফুট চওড়া ধাতব শিটের ওপর 'সিনলাইট'-এর আলো ফেলে ৩৫০ কিলোওয়াট তাপশক্তি তৈরি করা হয়েছিল।

ব্রহ্মাণ্ডে সরলতম মৌল হাইড্রোজেন রয়েছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে। কিন্তু প্রায় সব সময়েই যৌগিক অবস্থায়, অন্য কোনও মৌলের সঙ্গে মিলে। এই হাইড্রোজেন দরকার দূষণ মুক্ত জ্বালানি বানানোর জন্য। কারণ সেই জ্বালানি পুড়লে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস বেরোয় না। দেখা গিয়েছে, কোনও ধাতব শিটের ওপর 'সিনলাইট'-এর আলো ফেলা হলে যদি তার তাপমাত্রা পৌঁছয় ১ হাজার ৪৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, তা হলে সেই কঠিন ধাতব শিটটি হয়ে যাবে গ্যাসীয়। দেখা যাবে ওই ধাতুর বাষ্প। তার সঙ্গে জলের অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটলে বেরিয়ে আসবে হাইড্রোজেন গ্যাস, প্রচুর পরিমাণে। তাপমাত্রা আরও বাড়ালে সেই বাষ্পীয় ধাতুর সঙ্গে ছাড়ে অক্সিজেনও। গ্যাসোলিন জ্বালাতে যতটা শক্তি খরচ হয়, তার দশ ভাগের এক ভাগ খরচ হয় হাইড্রোজেন জ্বালানি পোড়াতে। ফলে, পরিবেশ অনেক বেশি দূষণ মুক্ত থাকবে।

● **রয়েছে বায়ুমণ্ডল, দেড় গুণ বড়ো 'পৃথিবী'-র খোঁজ :**

মহাবিশ্বে খোঁজ মিলল পৃথিবীর মতোই আর এক গ্রহের। জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা জানান, পৃথিবীর থেকে প্রায় দেড় গুণ বড়ো 'জিজে ১১৩২বি' নামে ওই গ্রহটির চারপাশে বায়ুমণ্ডলের স্তর রয়েছে। সেটি 'জিজে ১১৩২' নামে একটি তারাকে কেন্দ্র করে পাক খাচ্ছে। বায়ুমণ্ডল থাকার ফলেই ওই গ্রহটি কিছুটা আলো শুষে নেয়। সে তথ্য টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে। টেলিস্কোপে ধরা পড়া তথ্যকে কম্পিউটারে ফেলে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীদের ধারণা, ওই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে জল ও মিথেন থাকতে পারে। পৃথিবী থেকে ওই গ্রহ ৩৯ আলোকবর্ষ দূরে।

প্রয়াণ

● **মার্টিন ম্যাকগিনেস :**

এক কালে জঙ্গি মতাদর্শই ছিল তার পথ। ক্রমে সে পথ থেকে সরে এসে হয়ে উঠেছিলেন শান্তিকামী নেতা। আর তার হাত ধরেই পাল্টে গিয়েছিল উত্তর আয়ারল্যান্ড। কিছু দিন অসুস্থ থাকার পরে সম্প্রতি মারা গিয়েছেন উত্তর আয়ারল্যান্ডের সেই প্রাক্তন ডেপুটি ফার্স্ট মিনিস্টার মার্টিন ম্যাকগিনেস। বয়স হয়েছিল ৬৬। তার নেতৃত্বেই লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে মারার ছক কষেছিল আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (আইআরএ)। সত্তরের দশকে এই গোষ্ঠী ব্রিটেনের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছিল। সেই জন্যই তাদের লড়াইয়ের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল সন্ত্রাসবাদী তকমা। ১৯৭৯-এর আগস্টে ম্যাগগিনেস ছিলেন আইআরএ-র প্রধান। এই সময়ে আয়ারল্যান্ডে ছুটি কাটাতে গিয়ে কাউন্টি সিলগোর মালাগমোরে ২৯ আগস্ট সপরিবারে নৌকায় করে মাছ ধরতে যান লর্ড মাউন্টব্যাটেন। নৌকায় লাগানো বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন তিনি। আশির দশকে এতই দাপট আইআরএ-র যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকেও মারার ছক করেছিল তারা।

শান্তি-প্রক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার আগে অন্তত ১৫০০ লোককে খতম করেছি আইআরএ। নব্বইয়ের দশকে তাদের বদল শুরু। ডেনিস ব্র্যাডলি নামে ক্যাথলিক এক যাজকের মাধ্যমে ব্রিটেনের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গোপন বৈঠক করে যুদ্ধ ছেড়ে আপসের পথ বেছে নেন তিনি। ব্রিটেন তাই তাকে যত না মনে রাখবে সংগ্রামী নেতা হিসেবে, তার চেয়ে অনেক বেশি শান্তির কারিগর হয়েই জনমানসে বেঁচে থাকবেন মার্টিন ম্যাকগিনেস।

● **এমা মোরানো :**

চোখের সামনে দু-দু'টো বিশ্বযুদ্ধ হতে দেখেছিলেন তিনি। তার জীবদ্দশায় ৯০ বারেরও বেশি সরকার বদল হয় ইতালিতে। ১১৭ বছর পাঁচ মাসে থামল তিন শতক ছোঁয়া সেই দীর্ঘ জীবন। ইতালিতে মৃত্যু হল ঊনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র প্রতিনিধি এমা মোরানোর। গত ১৫ এপ্রিল ইতালির ভের্বানিয়ায় দু'কামরার ছোট্ট বাড়িতে মৃত্যু হয় এমার। গত ২০ বছর ধরে ওই বাড়িরই বাসিন্দা তিনি। জন্ম উত্তর ইতালির চিভিয়াস্কোতে। ১৮৯৯ সালের ২৮ নভেম্বর। ২৬ বছর বয়সে বিয়ে করেন। সাত মাসের সন্তানের মৃত্যুর পর এমা ইতি টানেন সেই বিবাহিত জীবনে। ১৯৩৮ সালে স্বামীকে ছেড়ে চলে আসেন। ১৯৭৮ সালে স্বামীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদও হয়নি তাদের। দীর্ঘ ৮০ বছর একাই কাটিয়েছেন।

গত মে মাসে নিউ ইয়র্কে সুসানা মুশাট জোনসের মৃত্যুর পর এমাই ছিলেন সরকারি ভাবে প্রবীণতমা। তার মৃত্যুর পর রইলেন জামাইকার ভায়োলেট ব্রাউন। এমার থেকে পাঁচ মাসের ছোট তিনি।❑

সংকলক : রমা মন্ডল

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

চম্পারণ সত্যাগ্রহের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশন বিভাগের গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

চম্পারণ সত্যাগ্রহের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাশৈলী ও গান্ধী বিষয়ক সাহিত্যের উপর প্রকাশন বিভাগের তিনটি ঐতিহ্যমণ্ডিত পুনর্মুদ্রিত প্রকাশনার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। যে দিনটিতে গান্ধীজী চম্পারণ সত্যাগ্রহের সূচনা করার জন্য বিহারে যান, ঠিক তার একশো বছর পর ১০ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী "Gandhi in Champaran", "Romain Rolland and Gandhi Correspondence" এবং আট খণ্ডের "Mahatma" সিরিজ, এই তিনটি পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।

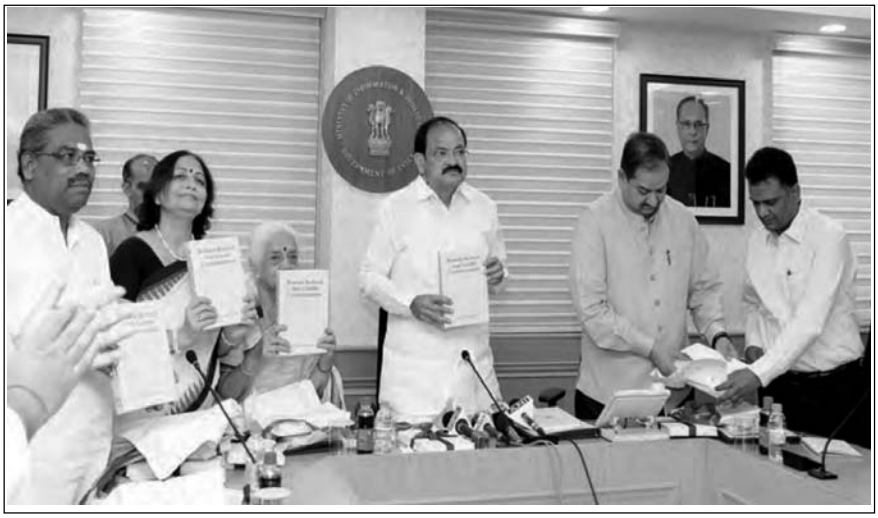

বইগুলি ঊনিশশো ষাট ও সত্তরের দশকে প্রথম মুদ্রিত হয়। বহু বছর ধরেই এর অধিকাংশ সংস্করণই আর বাজারে নেই। তাই নয়াদিল্লির জাতীয় গান্ধী মিউজিয়ামের সহযোগিতায় অমূল্য এই প্রকাশনাগুলি পুনর্মুদ্রিত করতে উদ্যোগী হয় প্রকাশন বিভাগ। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বেঙ্গাইয়া নাইডু মহাত্মা গান্ধীর বার্তার সারৎসার যাতে দেশের তরুণ প্রজন্ম উপলব্ধি করতে পারে; বই, লেখাপত্র, গণ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর জোর দেন। বলেন, মানবতা, করুণা ও যুব মানসের সংকল্পের বিষয়ে গান্ধীজীর শিক্ষণীয় পাঠ অতি মূল্যবান। মন্ত্রী আরও বলেন, এ ধরনের বইপত্র আগামী প্রজন্মের সামনে তাঁর জীবনদর্শন "My Life is My Message"-এর সারবত্তাকে উপলব্ধি করার সুযোগ করে দেবে।

মন্ত্রী প্রকাশনা বিভাগের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরোনো ইতিহাসের সাক্ষ্যবহ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলেন, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম মানুষটির কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করাকেই সবসময় প্রাধান্য দিয়ে থাকে সরকার। গান্ধীজীর তো বটেই, পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়ে আরও যেসব ব্যক্তিত্ব নেতৃত্ব দিয়েছেন; তাদের উপরও বইপত্র পুনর্মুদ্রণ ও প্রকাশের বিষয়ে প্রকাশন বিভাগকে জোর দিতে বলেন শ্রী নাইডু।

এই সব ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রকাশনা বিভাগের বিভিন্ন বিক্রয় কেন্দ্রে পাওয়া যাচ্ছে। নয়াদিল্লির সিজিও কমপ্লেক্স-এ সূচনা ভবনে আমূল সংস্কারের পর নতুন করে খুলে দেওয়া বিভাগের বুক গ্যালারিতেও দেখা যাবে। আট খণ্ডের "Mahatma" সিরিজ-এর ই-বুক সংস্করণও পাওয়া যাচ্ছে Amazon.com,kobo.com এবং Google Play Books-এ।

"Gandhi in Champaran" : লেখক ডিজি তেণ্ডুলকর। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চম্পারণ সত্যাগ্রহ। ক্ষীণকায় এই বইটিতে এ দেশের সেই প্রথম অহিংস সংগ্রামের এক নিখুঁত ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। ব্রিটিশ নীলকর সাহেবদের হাতে সাধারণ চাষিদের চরম হেনস্থার শিকার হওয়া থেকে বাঁচাতে, সত্য ও অহিংসাকে হাতিয়ার করে, উত্তর বিহারের চম্পারণ জেলায় ১৯১৭ সালে গান্ধীজী ভারতে তার প্রথম আন্দোলন সংগঠিত করতে উদ্যোগী হন। লেখক সেই ঘটনাক্রমকে তথ্যের আলোকে সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখ্যান করেছেন এই বইটিতে। ইতিহাসের সাক্ষ্যবহ এই প্রকাশনাটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৫৭ সালে। সেই সংস্করণই পুনর্মুদ্রিত করল প্রকাশন বিভাগ।❑

WBCS-এর সেরা প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

1st Executive WBCS-2015

SOUVIK GHOSH

1st CTO WBCS-2015

MOUMITA SENGUPTA

OUR SUCCESS IN WBCS 2015

Group	Our Success	Result Published on
A & B	30+	05.10.2016
C	60+	06.04.2017
D	30+	26.04.2017
Total	120+	

সদ্য প্রকাশিত রেজাল্টে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের ঐতিহাসিক সাফল্য

WBCS-2015 : A, B, C এবং D গ্রুপে মোট সফল ১২০ জনেরও অধিক

স্থানাভাবে সব ছবি দেওয়া গেলনা

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ✆ 9038786000 / 9674478644

হেড অফিস ঃ দ্য সেল্ফ কালচার ইন্সটিটিউট, ৫৩/৬ কলেজস্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭০০০৭৩

Website : www.academicassociation.in ✹ Uluberia-9051392240 ✹ Barasat-9800946498 ✹ Berhampur-9474582569 ✹ Birati-9674447451 ✹ Siliguri-9474764635 ✹ Medinipur Town-9474736230

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

May, 2017
R.N.I. No. 19740/69

BUY YOUR COPY NOW

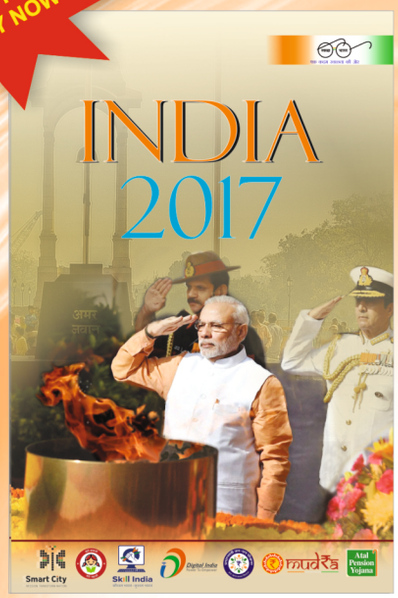

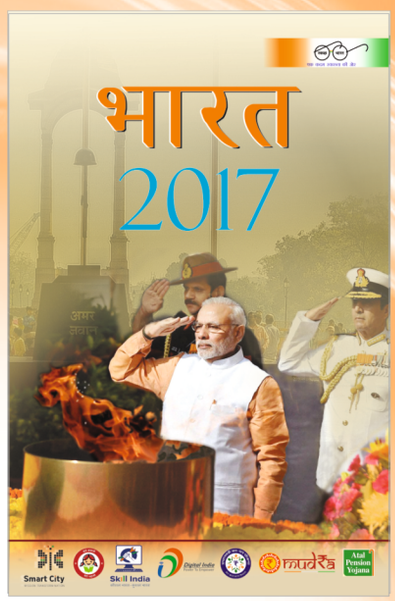

Reference Annual

A TREASURE FOR RESEARCHERS, POLICY MAKERS, ACADEMICS, MEDIA PROFESSIONALS AND JOB SEEKERS, ESPECIALLY, ASPIRANTS OF CIVIL SERVICES EXAMINATION

Also available as eBook
Buy online at-
play.google.com, amazon.in, kobo.com

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India
8, Esplanade East, Kolkata - 700 069

website: www.publicationsdivision.nic.in
For placing orders, please contact:
Phone : 033-2248-6696/8030 e-mail: **kolkatase.dpd@gmail.com**
@ DPD_India
www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।